শান্তি স্বাধীনতা গণতন্ত্র

লেনিন ও মানবসমাজের প্রগতি

পার্টি সম্পর্কে লেনিনের শিক্ষা

ইরানে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জোয়ার

চীনের "আধুনিকীকরণ" নীতি

বর্ষ এপ্রিল ১৯৮০ ৪র্থ সংখ্যা

Cook-HO528-16-P36250

শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র

৩য় বর্ষ এপ্রিল, ১৯৮০ ৪র্থ সংখ্যা

সূচীপত্র

খাইল সুস্‌লভ	:	লেনিন ও মানবসমাজের প্রগতি	৩
M. Suslov	:	Lenin and Mankind's Progress W. M. R	
[illegible]স ফ্লোরাকিস	:	আমাদের যুগ ও নতুন ধরনের পার্টি সম্বন্ধে লেনিনের শিক্ষা	২৬
K. Florakis	:	Our Epoch and Lenin's Teaching on the New Type of Party, W. M. R	
		মতামত	
বাবরাক কারমাল	:	আফগান জনগণ দৃঢ়তার সঙ্গে বিপ্লব করবে	৪০
B. Karmal	:	The Afgan People Will Stand Firmly on Guard of the Revolution, W. M. R	
[illegible]লি খাওয়ারি	:	ইরানে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জোয়ার	৬৮
A. Khavari	:	The Anti-Imperialist Tide in Iran, W. M. R	

মত-বিনিময়, আলোচনা

আলভারো দেলগাদো	:	লাতিন আমেরিকায় পুঁজিবাদের ঐতিহাসিক ভবিষ্যৎ ৭
A. Delgado	:	The Historical Fortunes of Capitalism in Latin America, W. M. R
ওয়ালারী নামিওট্‌কিভিচ্‌	:	'চারটি আধুনিকীকরণের'' পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক দিক
W, Namiotkiewich	:	Foreign Policy Aspect "Four Modernisations"

P 36250

সম্পাদক : জ্যোতি দাশগুপ্ত

প্রাপ্তিস্থান
মনীষা গ্রন্থালয় প্রাঃ লিমিটেড
৪/৩বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলকাতা-৭৩

সম্পাদকীয় দপ্তর
৪/৩এ, ওরিয়েন্ট রো
কলকাতা-১৭
৪৪-৮৭৬৬

মূল্য : ১·০০ [এক টাকা]

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য পরিষদের পক্ষে ২০৮, বিপিনবিহারী গাঙ্গু
স্ট্রীট, কলকাতা-১২ থেকে অজয় দাশগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও কালান্তর প্রেস
৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭, অনিল ভঞ্জ কর্তৃক মুদ্রিত।

লেনিনের ১১০তম জন্মবার্ষিকী

লেনিন ও মানবসমাজের প্রগতি

মিখাইল সুসলভ
কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর সদস্য
কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারী, সিপি. এস. ইউ

ইতিহাসের কয়েকটি তারিখ পরবর্তী প্রজন্মের মনে অনপনীয় হয়ে মুদ্রিত হয়। এই তারিখগুলো দূর দূরান্ত-অতিক্রমের নির্দেশক প্রস্তরখণ্ডের মতো। এরা সমাজ-প্রগতির পরিমাপক বিন্দুর প্রতীক-স্বরূপ। সোভিয়েত জনগণ ও বিশ্বের অন্যান্য সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের কাছে এই রকমেরই একটি তারিখ হচ্ছে ২২শে এপ্রিল। এই দিনটি সেই ব্যক্তির জন্মদিন যিনি ৯০ বছর আগে ১৮৭০ সালে জন্মে সমাজের বিকাশে একটা প্রচণ্ড তরঙ্গের প্রবর্তকের কাজ করেছিলেন ইতিহাসের নির্দেশে।

রুশিয়ার এক মহান সন্তান, রুশিয়াতে কমিউনিস্ট পার্টির ও বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর নেতা ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন এমন এক ঐতিহাসিক ব্যক্তি, যাঁর গুরুত্ব যতদিন যাচ্ছে ততই গভীর থেকে গভীরতর এবং উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে। তাঁর বহুমুখী সৃজনশীল প্রয়াসের এবং তাঁর নীতির দিকে না তাকালে আমাদের যুগের অন্তঃসার ও সামাজিক মর্ম হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব।

১

লেনিন সাম্যবাদী সমাজের মহাপ্রতিভাধর স্থপতি এবং পথিকৃৎ সংগঠক ও নির্মাতা হিসেবে পরিচিত। তিনি তাঁর এই পরিচয় সঙ্গতভাবেই পেয়েছেন। বিশ শতকের গতিপরিণতির চাবীকাঠি হচ্ছে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদী সমাজের জন্যে শ্রমিকশ্রেণীর কার্যকর বিপ্লবী সংগ্রাম। এই কার্যকর বিপ্লবী সংগ্রামই লেনিনকে তাঁর ভূমিকায় এগিয়ে দেয়।

যাঁরা নতুন পথ তৈরী করেন, তাঁদের পথগুলো সবসময়েই বিঘ্ন সংকুল হয়ে থাকে। বিশেষ করে যখন অদৃষ্টপূর্ব সামাজিক শিখরকে অতিক্রম করার দরকার হয়, তখন এই বিঘ্ন দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ আকার ধারণ করে। প্যারী কমিউনের যে স্থাপয়িতারা বুর্জোয়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে উৎখাত করে শ্রমজীবীদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্যে চেষ্টা করে[illegible] ছিলেন; সেই কমিউনিস্টদের বর্ণনা দিতে গিয়ে মার্কস বলেছিলেন, এরা "স্বর্গ জয়ের" প্র[illegible] লেনিন এবং বোলশেভিক পার্টির ওপর প্রথম বিজয়ী শ্রমিক-বিপ্লবে[illegible] বার নতুন সমাজের নির্মাতা হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্ব-ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে মার্কসীয় তত্ত্বের কার্যকরী বাস্তবায়নের সূচনা করার, এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রকে বিশ্বের শত শত কোটি নারী ও পুরুষের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ করে তোলার দায়িত্ব এসে পড়ে।

যে কাল-পর্বে সমাজ সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায় উত্তীর্ণ হবার জন্যে তৈরী হয়ে উঠতে থাকে, সেই সময়ে বিশ্ব-মুক্তি আন্দোলনে নতুন নতুন প্রশ্ন তাত্ত্বিক উপলব্ধির দাবীদার হয়ে বস্তুগত-ভাবে উদ্ভূত হয়। এইসব প্রশ্নের সমাধানের সূত্র গ্রথিত হয়েছিল লেনিনের নীতিতে। লেনিনের প্রতিভার শক্তিমত্তার প্রকাশ ঘটেছিল এইভাবে যে, তিনি সত্যকার অর্থে এবং পরিপূর্ণভাবে তাঁর সময়ের অত্যাবশ্যকীয় করণীয়-গুলোকে হৃদয়ঙ্গম করে সেগুলোকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় প্রকাশ করেছিলেন। তিনি নতুন ঐতিহাসিক পর্বে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ-সমূহকে বাস্তবায়িত করার সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণকে জুগিয়েছিলেন মতাদর্শের অস্ত্র।

লেনিন বলেছিলেন, "বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া কোনো বিপ্লবী আন্দোলন হতে পারেনা।" (কালেক্টেড ওয়ার্কস, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬১)। এই সুনির্দিষ্ট সূত্রটিতে শ্রেণীসংগ্রামের সমস্ত ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যে দিয়ে লেনিনের অনুসৃত মৌল ধারার প্রকাশ ঘটেছে। যে বিপ্লবী বাণী এবং বিপ্লবী ক্রিয়াকর্মের অঙ্গাঙ্গী ঐক্য নিয়ে লেনিনবাদ গঠিত, তার বিরাট জয় ও বিজয়কে বুঝতে সাহায্য করে এই সূত্রটি।

লেনিন ছিলেন একজন আনুপূর্বিক ধারাবাহী মার্কসবাদী। তিনি মার্কস ও এঙ্গেলসের রচনাবলীর গভীর অধ্যয়ন এবং তাঁদের চিন্তার প্রসার-সাধনেই

নিজেকে নিবিষ্ট রাখেননি। তিনি সামাজিক বিকাশের অভিজ্ঞতাসমূহের বৈজ্ঞানিক সারমর্ম তৈরী করে সেটিতে বিপ্লবী সংগ্রামের কার্যকরী প্রয়োগের বিশ্লেষণ করে তার মধ্যে মার্কসীয় তত্ত্ব ও পদ্ধতিকে নিয়োজিত করেন। একথার অর্থ এটাই হতে বাধ্য যে, শুধু প্রসারেই নিবদ্ধ না থেকে বিপ্লবী তত্ত্বের অবিশ্রান্ত সৃষ্টিশীল বিকাশ ঘটা চাই, বস্তুগত বাস্তবতার অবিশ্রান্ত পরিবর্তনের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া চাই।

লেনিন ছিলেন মার্কসীয় মতবাদের সত্যকার অর্থে ধারাবাহী। এই মতবাদকে ক্রমাগত বিকশিত না করতে পারলে যে একে সাফল্যজনকভাবে ও বিশ্বাসযোগ্যভাবে সমর্থন জোগানো যাবেনা, এই সত্যটি সম্বন্ধে তাঁর মনে কখনও দ্বিধা দেখা দেয়নি। তবে এ সম্বন্ধেও তিনি স্থিরনিশ্চিত ছিলেন যে, মার্কসীয় মতবাদের মৌল প্রস্তাবনাগুলোকে যেকোনো ক্রমের বিকৃতি থেকে সুরক্ষিত না রাখতে পারলে মার্কসবাদকে ক্রমাগত বিকশিত করে তোলাটাও অসম্ভব। এর কারণ এই যে, এই মৌল প্রস্তাবনাগুলো খামখেয়ালিভাবে আসেনি। এরা হচ্ছে বাস্তবের গভীরগামী ঐক্যসূত্রের, সবচেয়ে বেশি বিপ্লবী শ্রেণী শ্রমিকদের অত্যাবশ্যকীয় স্বার্থ ও আদর্শসমূহের সত্যকার এবং সুনির্দিষ্ট প্রকাশ।

লেনিনের সৃজনশীল প্রয়াস এবং বোলশেভিকদের কাজকর্ম ছিল মুক্তি-সংগ্রামের সমগ্র বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাকে অধ্যয়ন করা ও আয়ত্ত করার ব্যাপারে তীক্ষ্ণ ও প্রাণোচ্ছল আগ্রহের অভূতপূর্ব প্রোজ্জ্বল প্রকাশ। লেনিনের এই প্রয়াস ও বোলশেভিকদের কাজকর্ম ছিল শ্রমিক-শ্রেণীর আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহে সক্রিয়তম আত্মনিয়োগের অভিব্যক্তি। এই আত্মনিয়োগের সঙ্গে ছিল বিপ্লবী আন্দোলনের বিশ্বব্যাপী শৈলী ও তত্ত্বের প্রকৃত জ্ঞান। এই ভাবেই লেনিন ব্যাপারটার ব্যাখ্যা করেছিলেন। (কালেক্টড ওয়ার্কসের ৩১ খণ্ডের ২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

স্মরণ করা যেতে পারে যে, বোলশেভিকবাদ তার প্রথম পনেরো বছর অর্থাৎ ১৯০৩ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত বিপ্লবী আভিজ্ঞতার সঞ্চয়ের দিক দিয়ে এমন একটা পথ পেরিয়ে আসে, যার তুলনা বিশ্বে ছিল না। এই আভিজ্ঞতা ছিল রুশিয়ার তিনটি বিপ্লবের। এছাড়া, লেনিন রুশিয়ার বিপ্লবী আন্দোলনকে একত্রিক বিশ্বব্যাপী প্রক্রিয়ার অবিভাজ্য অংশ বলে মনে করতেন।

এই জন্যেই তিনি জার্মেনী, ফ্রান্স, বৃটেন, ইতালি ও আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন, ১৮৪৮ সালের বিপ্লব-তরঙ্গ এবং প্যারী কমিউন এবং প্যারী কমিউন সম্বন্ধে মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গীকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে তলিয়ে দেখে অধ্যয়ন করেছিলেন। রুশিয়া এবং অন্যান্য দেশের অবস্থার তারতম্যগুলিকে চোখের সামনে রেখে এদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যেই সমস্ত বিপ্লবী আন্দোলনের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে আবিষ্কার করার এবং বোলশেভিকদের রাজনৈতিক পথের সূত্রও এদের ওপরেই নির্ভর করে বার করার ক্ষমতা ছিল লেনিনের। তিনি লিখেছিলেন, "মার্কসের কাজের কৌশলগুলির কোন দৃষ্টান্তকে নাকচ করার পরিবর্তে আমাদের কর্তব্য হবে সেগুলিকে নির্দিষ্ট ভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা এবং ভবিষ্যতে প্রয়োগের জন্যে সেগুলি থেকে মূল্যবান শিক্ষা নেয়া। দৃষ্টান্তগুলিকে নাকচ করার অর্থ হবে মার্কসবাদকে নীতিগতভাবে অনুসরণ করার দাবীদার হয়ে তাকে কার্যকরভাবে পরিত্যাগ করা"। (কালেক্টেড ওয়ার্কস, ২২ খণ্ড পৃঃ ৩৪১)।

লেনিনবাদ হচ্ছে মার্কসবাদের অব্যাহত প্রসারণ। বিশ্ব-ইতিহাসের একটি পর্ব পেরিয়ে পর্বান্তরে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে মার্কসবাদের উত্তরোত্তর বিকাশসাধনের বস্তুভিত্তিক প্রয়োজনে সাড়া দেবার ব্যাপার হলো এই লেনিনবাদ। লেনিনবাদ হচ্ছে সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী অভিজ্ঞতার গভীর বৈজ্ঞানিক যোগফল এবং এই আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা ও এর মধ্য থেকে উদ্ভূত সাধারণ বিধি এবং নীতিকে সাফল্যজনক ও সৃজনশীলভাবে প্রত্যেক দেশের জাতীয় এবং বাস্তব ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রয়োগ করা।

লেনিনের বক্তব্যগুলির গড়ে ওঠা এবং সেগুলির প্রতিষ্ঠা আমাদের কাছে মার্কস ও এঙ্গেলসের কাছ থেকে পাওয়া তাত্ত্বিক সম্পদের সর্বগ্রাহী সৃজনশীল সমৃদ্ধিসাধন এবং প্রসারণ হিসেবেই প্রতিভাত।

বাস্তবিকপক্ষে, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার বিকাশের নিয়ন্ত্রক ঐক্য সম্বন্ধে মার্কসের প্রদত্ত নীতির ওপর নির্ভর করে লেনিনই পুঁজিবাদী সামাজিক অর্থনৈতিক গঠনের ক্ষেত্রে গুণগতভাবে উদ্ভূত নতুন ঘটনাবলীর গভীরতম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই ব্যাখ্যাগুলি বেরিয়ে এসেছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সর্বোচ্চ ও সর্বশেষ পর্যায় 'সাম্রাজ্যবাদ' সম্পর্কে সুসঙ্গত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে। শ্রেণীসংগ্রাম ও শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব সম্পর্কে মার্কসের ধারণাকে উৎস

করে লেনিন নতুন ঐতিহাসিক অবস্থায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্বের সর্বাঙ্গীন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দাখিল করেন। তিনি গণতন্ত্র, জাতীয় স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামে কৃষক এবং অন্যান্য সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের স্তরের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপক শ্রেণী-মৈত্রীর বৈজ্ঞানিক কর্মনীতির উদ্ভব ঘটান।

মার্কস ও এঙ্গেলসের 'কমিউনিজমের নীতিকে' প্রসারিত করে লেনিন নতুন সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক নির্মাণে প্রয়োগযোগ্য পদ্ধতি ও উপায়সমূহের জন্যে একটা সুসঙ্গত বিজ্ঞানের প্রবর্তন করেন।

মার্কসবাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তত্ত্বে এবং শ্রেণী-সংগ্রামের কর্মনীতি ও কর্মকৌশলে লেনিনের অবদান সত্যই 'মহান'। তাঁর এই অবদান সম্ভব হয়েছিল এই কারণে যে, লেনিন সর্বশেষ ঘটনাবলী ও প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যায় মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী পদ্ধতিকে অতি-চমকপ্রদভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। লেনিন বলতেন, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ মার্কসবাদের "প্রাণ স্বরূপ"। বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিক দর্শনে তাঁর যে শুধু চমৎকার দখল ছিল তা নয়, লেনিন একে সদাসর্বদা প্রসারিতও করেছিলেন।

মার্কস ও এঙ্গেলসের মতোই দর্শনকে শ্রমিকশ্রেণীর "আত্মিক অস্ত্র" হিসেবে দেখে লেনিন ভাববাদী ও অধ্যাত্মবাদী ব্যাখ্যাধারণার বিরুদ্ধে সর্বতোমুখী তীব্র সংগ্রামে দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে অগ্রসর করেছেন। তিনি তাঁর দৃষ্টিপথে প্রকৃতিবিজ্ঞানের সর্বশেষ কৃতিত্ব থেকে শুরু করে সমাজ ও ব্যক্তির আত্মিক জীবনের সূক্ষ্মতম ব্যাপার, মতাদর্শ এবং জনগণের সামাজিক মনস্তত্ত্ব, সামাজিক সত্তা ও সামাজিক চেতনা এবং অর্থনীতি প্রভৃতিকে অর্থপূর্ণ প্রশ্নের বিস্তৃততম দিগন্তে স্থাপন করেছিলেন।

লেনিনের দার্শনিক রচনাবলীতে তাঁর অন্যান্য সমস্ত রচনার মতোই একটি মহান লক্ষ্যে পৌঁছবার প্রয়াস হচ্ছে মূল চাবীকাঠি। এই প্রয়াস হচ্ছে, শ্রমিকশ্রেণী এবং অন্যান্য সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের সামাজিক মুক্তি। আরও একটা কথা। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ঐতিহাসিক বিজ্ঞানে লেনিনের সমস্ত কৃতিত্ব, তাঁর সাধারণ দার্শনিক ও সমাজ-বিজ্ঞান সম্পর্কিত সাধারণীকরণ এবং আবিষ্ক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

লেনিনের চিন্তাবলীর ঐতিহাসিক গতিপরিণতি এবং বিজয়ী প্রসার হচ্ছে মহান শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শের সত্তাগত অবিভাজ্যতা এবং সকল

অংশের ঘনিষ্ঠ ঐক্যের অবিসম্বাদিত প্রমাণ। যে বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদ তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দার্শনিক ও অর্থনৈতিক নীতির ওপর নির্ভর করতে ব্যর্থ হয় এবং যা সামগ্রিকভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অংশীভূত নয়, তাকে বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদ-পদবাচ্য করা যায় না। সমভাবেই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শনই হোক অথবা মার্কসীয় অর্থনৈতিক তত্ত্বই হোক, এদের দুটির একটিকেও সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের বৈজ্ঞানিক মতবাদ এবং শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও অঙ্গাঙ্গী অন্তঃসম্পর্ক ছাড়া বোধগম্য কিংবা সত্যকার অর্থে প্রসারিত করা যায় না এবং কাজে প্রয়োগও করা যায় না।

আজকের দিনে প্রতিটি সংস্কারমুক্ত মানুষই এ বিষয়ে একমত হবেন যে, বিপ্লবী প্রয়োগের ক্ষেত্রে লেনিন যা কিছু করেছেন, তার সবই একটা ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। সেই ঘটনাটা হলো এই যে, লেনিন ছিলেন মহান চিন্তাবিদ, একজন মহাপ্রতিভাধর বিজ্ঞানী। তিনি মার্কসবাদের প্রসারে একটি নতুন পর্যায় নিয়ে এসেছেন এবং তার প্রত্যেকটি অংশকে তথা দর্শন, অর্থনীতি এবং বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদকে মৌল গুরুত্ব-সম্পন্ন নীতি দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন।

লেনিন তাঁর জীবনকে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে এবং জনগণের সংগ্রামের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্বকে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশিয়ে দেবার মহান ঐতিহাসিক কর্তব্য সমাধানে উৎসর্গিত করেছিলেন। অবশ্য একাজ সমাধা করা কোন এক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব ছিল না, তা তিনি যত বড় হন না কেন। এ কাজ করা সম্ভব ছিল শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী রাজনৈতিক সংগঠনের পক্ষেই, অগ্রসর তত্ত্ব দ্বারা পরিচালিত একটা নতুন ধরনের পার্টির পক্ষেই। রুশিয়া এবং আন্তর্জাতিক বিপ্লবী আন্দোলনকে লেনিনের একটি মৃত্যুঞ্জয়ী উপহার হলো এইযে, লেনিন শুধু নতুন ধরণের পার্টির নীতির প্রত্যেকটি দিককে নিয়েই কাজ করেননি, অর্থাৎ শুধু পার্টির মতাদর্শগত, তত্ত্বগত, রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক নীতি নিয়েই কাজ করেননি, তিনি একটি পার্টি স্থাপনের কাজও করেছিলেন। লেনিন জোর দিয়ে বলেছেন যে, শুধু মাত্র এই ধরনের একটি পার্টিই সমগ্র জনগণকে সমাজতন্ত্রের দিকে নিয়ে চলতে, নতুন সমাজব্যবস্থাকে পরিচালিত ও সংগঠিত করতে এবং সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের শিক্ষক, পথপ্রদর্শক ও নেতা হতে সমর্থ।

লেনিন বলেছিলেন যে, বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি জনগণের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের প্রত্যাশা করতে পারে একটি শর্ত পূরণ করলে। সেই শর্তটি হলো, প্রয়োজনীয় সমস্ত নমনীয়তার মধ্যেও তার নীতির বৈশিষ্ট্য হবে সুসঙ্গত শ্রেণীগত আদর্শের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা। সমাজতন্ত্রের জন্যে কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের সংগ্রাম লেনিনের সেই চিন্তাটিকে চমৎকারভাবে সত্য বলে প্রমাণ করেছে, যাতে তিনি বলেছেন যে, "একটি ব্যাপকভাবে নীতিনিষ্ঠ আদর্শই শুধুমাত্র প্রকৃত এবং কার্যকরী আদর্শ হতে পারে।"

(কালেক্টেড ওয়ার্কস, ১২ খণ্ড, পৃঃ ৪৮৯)

শ্রমিকশ্রেণী এবং বুর্জোয়া ধনিকশ্রেণীর মধ্যে মতাদর্শগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে সাধারণভাবে যেসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটে, সেগুলোর একটিকে লেনিন বিশেষভাবে সামনে এনেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, মার্কসবাদের শত্রুরা সততার সঙ্গে খোলাখুলিভাবে মার্কসবাদের মোকাবেলা করতে না পেরে প্রায়ই মার্কসবাদের পোষাক পরে মার্কসবাদকে ভেতর থেকে ধ্বসাবার চেষ্টা করে। অবশ্য এই মতাদর্শগত মুখোশ পরার ব্যাপারটা নানা রূপ ধারণ করেছে বিভিন্ন সময়ে সময়ান্তরে। কিন্তু, এদের মূল মতলব একই রয়েছে। মূল মতলবটা হচ্ছে আমাদের মতবাদের বিপ্লবী সারমর্মকে বিনষ্ট করা। উপরোক্ত একই উদ্দেশ্যে গতানুগতিকভাবে লেনিনকে মার্কস থেকে পৃথক করার এবং মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের মধ্যে বৈপরীত্য দেখাবার জন্যে সুবিধাবাদী চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

অবশ্য এটা যারা করছে তাদের পায়ের তলায় মাটি নেই। এদের কোন যুক্তিই টিকতে পারে না। কারণ, লেনিনের নীতির সমস্ত মূলগুলি গভীর ভাবে মার্কস ও এঙ্গেলসের চিন্তাধারার মধ্যে নিবদ্ধ। এটা শুধু নীতির ব্যাপার নয়। মার্কসীয় তত্ত্বের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে প্রয়োগের মাধ্যমে লেনিনের কাজের মধ্য দিয়ে, তাঁরই স্থাপিত বোলশেভিক পার্টির কাজকর্মের মধ্য দিয়ে, লেনিনের নীতিতে শ্রমিকশ্রেণীর যে সমস্ত পার্টি সুসজ্জিত হয়েছে তাদের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। বিশ্ব-ইতিহাসে নতুন যুগ সৃষ্টিকারী অক্টোবর বিপ্লবে, নাৎসী আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধে স্থায়িত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সোভিয়েত সমাজ-ব্যবস্থাতে এবং বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক

শিবিরের গঠন ও সাফল্যময় প্রসারে মার্কস ও লেনিনের এই অবিভাজ্যতা প্রাঞ্জলভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

আধুনিক ইতিহাসের সমস্ত নথিপত্রের জোরে আমরা একথা ভালভাবেই যুক্তির ভিত্তিতে বলতে পারি যে, লেনিনবাদের বাইরে কোন প্রকৃত মার্কসবাদ থাকতে পারে না, আলাদা হয়েও থাকতে পারে না। সি পি এস ইউ'র কেন্দ্রীয় কমিটি তার 'ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের ১১০তম জন্মবার্ষিকী' প্রস্তাবে জোরের সঙ্গেই বলেছে: লেনিনবাদ হচ্ছে বর্তমান কালপর্বের মার্কসবাদ, আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর অবিভাজ্য, ঐকত্রিক সদা প্রসারমান মতবাদ।"

২

লেনিনবাদ শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী বিশ্ববীক্ষা। সমাজ যেসব বিধান অনুযায়ী সক্রিয় এবং প্রসারিত হয়ে থাকে, লেনিনবাদ সেগুলোকে উন্মোচিত করে দেখবার গভীর জ্ঞানপূর্ণ তত্ত্ব। লেনিনবাদ এই সঙ্গেই বর্তমান বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রের কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কার্যকারিতা। বহু সংখ্যক জাতিসত্তার কোটি কোটি নারী-পুরুষ এই কার্যকারিতায় নিয়োজিত।

আজকের দিনে সমাজতন্ত্রকে সঠিকভাবে বিচার করতে হলে শুধু তত্ত্ব দিয়েই নয়, প্রয়োগের অভিজ্ঞতার সাহায্যেও এগোতে হবে। লেনিনবাদের যেসব বিরোধীরা জনগণের মধ্যে লেনিনবাদের প্রভাবকে খর্ব করতে এবং সেটা সম্ভব না হলে অন্ততঃপক্ষে কমাতে চেষ্টা করে আসছে, তারা তাদের আক্রমণকে কেন্দ্রীভূত করেছে বিশেষ করে লেনিনের চিন্তার মূর্তরূপ বর্তমান সমাজতন্ত্রের ওপর। কিন্তু এই আক্রমণের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের এই "সমালোচকরা" মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং বর্তমান সমাজতন্ত্রের উভয়ের সম্বন্ধেই ষোলআনা অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে।

বর্তমান সমাজতন্ত্র কি? সংক্ষেপে বলা যায়, বর্তমান সমাজতন্ত্র হচ্ছে এমন একটি সমাজ, যার ভিত্তি উৎপাদনের উপকরণে সামাজিক মালিকানা এবং যৌথ শ্রম। মার্কসের কথায় বলা যেতে পারে, এ এমন সমাজ যার ভিত্তি যৌথ জীবনাদর্শের নীতিমালা, উৎপাদনের উপকরণের সাধারণ স্বত্ববাদ। সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রত্যেকটি কর্মক্ষম ব্যক্তি তার সক্ষমতা ও গুণাবলীর

যথাসাধ্য প্রয়োগ দ্বারা সাধারণ মঙ্গলের জন্যে কাজ করেন এবং তার কাজের পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী পারিশ্রমিক পান। সমাজতন্ত্রে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত শত্রুশ্রেণীরা অবর্তমান। সমাজতন্ত্রে মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণ চলেনা। এখানে শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মৈত্রী ও সহযোগিতা বর্তমান। এই সমাজে কোনো জাতিগত নিপীড়নও নেই, কারণ, সমস্ত জাতি ও জাতিসত্তার মর্যাদা সমান। সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্র জাতির মাথার ওপর উদ্যত থেকে অধিকাংশ নাগরিকদের প্রতি বৈরীতা করেনা। রাষ্ট্র হচ্ছে সমাজতন্ত্রে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত জনগণ। এই রাষ্ট্রে সমাজের সবচেয়ে অগ্রসর শ্রেণী হিসেবে শ্রমিকশ্রেণী নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে।

মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের মূল রচনাবলীতে কমিউনিস্ট বা সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার প্রথম পর্যায়ের নীতি হিসেবে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের যেসব নীতি সূত্রবদ্ধ হয়েছিল, বর্তমান সমাজতন্ত্রের নীতিগুলো সেগুলো ছাড়া ভিন্ন কিছু নয়। কমিউনিস্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনের এই প্রথম পর্যায় সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং আরও বেশ কিছু সংখ্যক দেশে পুরোপুরি মার্কসীয় নীতি অনুসারেই বাস্তবায়িত হয়েছে। এর অর্থ হলো এই যে, এইসব দেশে সমাজতন্ত্র সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

সমাজতন্ত্র আজ সামাজিক জীবনের সুন্দরতম সংগঠন গড়ে তুলেছে। কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, সমাজতন্ত্র হচ্ছে সমস্যা-রহিত অথবা বিঘ্ন এবং বিরোধ-রহিত একটা সমাজব্যবস্থা। পুঁজিবাদী দেশগুলোর সঙ্গে সহ-অবস্থানের বিশেষ অবস্থায় সমাজতন্ত্রের নিশ্চিন্তে চলার উপায় নেই।

লেনিন লিখেছিলেন যে, "শত্রু এবং বিরোধ এই দুটো কোনোক্রমেই এক জিনিষ নয়। সমাজতন্ত্রের ব্যবস্থায় প্রথমটা বিলুপ্ত, কিন্তু দ্বিতীয়টা থাকবে।" তাঁর সিদ্ধান্ত বর্তমান সমাজতন্ত্রের বিকাশের মধ্য দিয়ে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

অভিজ্ঞতা আরও দেখিয়েছে যে, কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থার শাঁস। এই শাঁস হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টি সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার বিরোধগুলোকে চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করে এদের নিরসন করতে পারে। এই পার্টি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে সুসজ্জিত। ব্যাপক জনগণের শ্রম ও সামাজিক-রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের ওপর এর ভরসা।

কমিউনিস্ট পার্টি থাকার ফলে শত্রুতা-বিরহিত বিরোধগুলোকে উদ্‌ঘাটিত করে অতিক্রম করতে পারা যায়। এই বিরোধগুলো এমন কোনো বাঁজালো আকার নিতে পারেনা, যার ফলে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যে বিঘ্ন ঘটতে পারে। এই কারণেই, লেনিন পার্টির নীতির জন্যে যেসব প্রয়োজনীয়তাকে অত্যাবশ্যক বলে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, সেগুলো সামাজিক বিকাশের প্রধান প্রবণতাগুলোর, জনগণের সঙ্গে সর্বক্ষণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের, জনগণের প্রয়োজন ও মেজাজের প্রতি গভীর মনোযোগের এবং পরিপক্ক হয়ে উঠতে থাকা অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজনীয়তাগুলোর সুসংহত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও বিবেচনার নির্দেশক হিসেবে ইতিপূর্বেও যেমন উৎকর্ষতা দেখিয়েছে, আজও তেমনি দেখাচ্ছে।

এর মধ্যে থেকে একটা কথা বেরিয়ে আসে। সেটা হলো এই যে, কমিউনিস্ট পার্টি যখন শাসক দল হয়ে দাঁড়ায় এবং সমাজের বিকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে, তখন তার নীতির বৈজ্ঞানিক বিস্তার বৃদ্ধি পায়। লেনিন ব্যাপারটার আঁচ করেছিলেন। এই জন্যেই আমরা এবিষয়ে স্থির নিশ্চিত যে, আজ লেনিনের প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার সময় আমাদের আরও কর্তব্য হচ্ছে, বিপ্লবী তত্ত্বের প্রতি সত্যকার সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা এবং এই তত্ত্বকে সর্বতোভাবে প্রসারিত করে এর কার্যকারিতাকে বাড়িয়ে তোলা। এই কারণেই সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসীয় লেনিনীয় তত্ত্বকে, তথা দর্শন, অর্থনীতি ও ইতিহাসের বিজ্ঞানকে প্রসারিত করার এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নাবলীর অবিশ্রান্ত সৃজনশীল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ চালিয়ে যাবার কাজে প্রচণ্ড মনোযোগ দিয়েছে।

সমাজতন্ত্র ও কমিউনিস্ট সমাজব্যবস্থার নির্মাণে সর্বপ্রথমে অবতীর্ণ হয়ে আমাদের পার্টি নিজ অভিজ্ঞতা থেকে এ বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হয়েছে যে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌল প্রস্তাবনাগুলো সঠিক এবং ইতিহাসের পরিবর্তনশীল বাস্তব অবস্থায় এই প্রস্তাবনাগুলোকে প্রসারিত, সমৃদ্ধ এবং বাস্তবে মূর্ত করা দরকার। এইভাবে আমাদের দেশের দৃষ্টান্তস্থানীয় কাজের মধ্য দিয়ে এ সত্যটা প্রথম সাব্যস্ত হয়েছে যে, ইতিহাসে শ্রমিকশ্রেণীই হচ্ছে সেই একমাত্র শ্রেণী, যে তার রাষ্ট্র-ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করার জন্যে সচেষ্ট হওয়া দূরে থাকুক প্রকৃতপক্ষে সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের ইচ্ছার

অভিব্যক্তি স্বরূপ একটি মূলগতভাবে নতুন ধরনের রাষ্ট্রকে ক্রমে ক্রমে গড়ে তুলবারই অবস্থার সৃষ্টি করে। 'সমগ্র জনগণের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে'র ধারণার মধ্যে দিয়ে উপরোক্ত প্রক্রিয়াটি বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। উন্নত সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের রাষ্ট্র থেকে এই ধারণার উদ্ভব ঘটেছে। উন্নত সমাজতন্ত্রের যে নীতিকে গত কয়েক বছরে সি পি এস ইউ এবং অন্যান্য ভ্রাতৃ-উপম পার্টি সৃজনশীলভাবে প্রসারিত করে এসেছে, সেটি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সাধারণ রত্নভাণ্ডারে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

লেনিন বলেছিলেন যে, গণতন্ত্রকে অবিশ্রান্তভাবে বিকশিত এবং গভীর-গামী করে তোলা হচ্ছে সাফল্যজনকভাবে নতুন সমাজ গড়ে তোলার অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। এই বক্তব্যকে জীবন-সত্য বলে প্রমাণ করেছে।

লেনিনের দৃষ্টিতে গণতন্ত্র জনগণের গণক্ষমতা। সোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন সংবিধানে লেনিনের এই নীতিকে সর্বতোভাবে বিস্তৃতি দেয়া হয়েছে এবং এই নতুন সংবিধান অনুসারে সোভিয়েত জনগণ গত দুবছর ধরে কাজ করে আসছে। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের অন্তর্নিহিত অর্থই হচ্ছে রাষ্ট্রের সমস্ত ব্যাপারে পরিচালনার ক্ষেত্রে জনগণের ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর অংশগ্রহণ এবং নীতিভিত্তিক সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার বিস্তার সাধন। এ পদ্ধতিতে যেকোনো ত্রুটিকে উদ্‌ঘাটিত করে তার নিরসন করা যায়। এই ব্যবস্থা নাগরিকদের ব্যাপকতম সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতা দেয় এবং এই স্বাধীনতা ও অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করে। এই ব্যবস্থা শ্রমজীবী জনগণের বিভিন্ন সামাজিক গ্রুপের, সমস্ত প্রজন্মের প্রয়োজন ও স্বার্থের পূর্ণ থেকে পূর্ণতর পরিপূরণকে সুনিশ্চিত করে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ হচ্ছে খোলা সমাজ। এই কারণেই ব্যাপক জন-প্রচার সমাজতন্ত্রের গণতন্ত্রের একটি মৌল বৈশিষ্ট্য। লেনিনের চিন্তা ছিল, সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রের শক্তি নিহিত রয়েছে জনগণের চেতনায়, সব কিছু সম্বন্ধে জনগণের অবহিত থাকায় এবং সবকিছুকে বিচার করে সচেতনভাবে গ্রহণ করার ব্যাপারে জনগণের সক্ষমতায়।

সোভিয়েত রাষ্ট্রের এমন কিছু নেই যা সে অন্যান্য ভ্রাতৃ-উপম সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাছে, আমাদের বন্ধুদের কাছে লুকোবে। বিশ্বের

সমাজতান্ত্রিক শিবিরের এবং প্রত্যেকটি বিশিষ্ট ভ্রাতৃ উপম দেশের উপকারার্থেই এদের নীতি, কার্যকলাপ, সাফল্য ও ত্রুটি সম্বন্ধে বিস্তৃত এবং অবিশ্রান্ত পারস্পরিক তথ্য পরিবেশনের প্রয়োজন রয়েছে।

নতুন সমাজ গড়ার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কোন গোপনতা করেনি। যারা সদিচ্ছা, খোলামন এবং স্বচ্ছ বিবেক নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে সফর করতে চান, তাদের সকলের কাছেই আমাদের দেশ তার দরজাগুলিকে বিস্তৃতভাবেই খুলে দিতে আগ্রহী।

নতুন সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি সম্পর্কে মার্কসীয় লেনিনীয় নীতিকে সুসঙ্গতভাবে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি এবং সোভিয়েত জনগণ একটি সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক পর্বে শক্তিশালী উৎপাদন-সরঞ্জাম গড়ে তুলেছে এবং এই ভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিশ্বের অন্যতম শিল্পোন্নত দেশে পরিণত করেছে। বিশ্বের শিল্পোৎপাদনে ১৯২২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ ছিল শতকরা ১ ভাগ। আজ সেটা দাঁড়িয়েছে শতকরা ২০ ভাগ। লেনিনের শিক্ষার প্রতি অনুগত থেকে সি পি এস ইউ এই বিশ্বাসই পোষণ করে যে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক নীতির শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য হচ্ছে শ্রমজীবী জনগণের বৈষয়িক ও আত্মিক প্রয়োজনগুলিকে পূর্ণ থেকে পূর্ণতর ভাবে মেটানো।

সোভিয়েত ইউনিয়ন গভীরাশ্রয়ী শিল্প ও কৃষির মূলধন নির্মাণে নিয়োজিত। এর পরিমাপ আজ বিশ্বে সর্ববৃহৎ। প্রত্যেক বছর সোভিয়েত ইউনিয়ন ২০০টি বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের দ্বারোদঘাটন করে এবং প্রত্যেক বছর ২০ লক্ষ আবাসিক ফ্লাট জনগণকে উপহার দেয়।

আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অব্যাহত বৃদ্ধি এবং সোভিয়েত জনগণের উৎসর্গিত শ্রমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে, সম্প্রতি সারা বিশ্বের কাছে সুবিদিত প্রকল্প নির্মাণ : তিউমেন তেল ও গ্যাস কমপ্লেক্স, কামা মোটর কারখানা, এটোমাস, বৈকাল আমুর রেলপথ নির্মাণ এবং সাইবেরিয়া, দূরপ্রাচ্য এবং উত্তরের সম্পদের উন্নয়ন।

কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমজীবী জনগণের সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক চেতনার উৎকর্ষ সাধনের জন্যে অনেক কিছু করেছে। শুধুমাত্র গত এক দশকেই দেশের ৪ কোটি ২০ লক্ষ ব্যক্তি দশম বার্ষিক মাধ্যমিক (সাধারণ ও বিশেষ) শিক্ষা

পেয়েছে। দেশের শ্রমজীবীদের ১০০০ ব্যক্তির মধ্যে ৮০০ জনই উচ্চ অথবা মাধ্যমিক (সমাপ্ত বা অসমাপ্ত) শিক্ষা পেয়েছে।

লেনিন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং পরিচালনাকে প্রথম স্তরের গুরুত্ব দিতেন। পার্টি এবিষয়ে অভিজ্ঞতার প্রচুর সম্পদ আহরণ করেছে। তবে নতুন নতুন অবস্থায় নতুন নতুন সমস্যারও সৃষ্টি হয়ে থাকে। উৎপাদনের কুশলতা ও কাজের ধারায় উন্নতমানের গুণাবলীর প্রসার সাধনে অর্থনৈতিক পদ্ধতির প্রভাবকে সুপরিকল্পিতভাবে উন্নত এবং বর্ধিত করার উদ্দেশ্যে গত বছর সি পি এস ইউ'র কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রীপরিষদ যে প্রস্তাব গ্রহণ করে, তাতে নতুন নতুন অবস্থার নতুন নতুন সমস্যার সমাধানের উপায় ও পদ্ধতি স্থির করা হয়েছে।

১৯৭৯ সালের নভেম্বরে সি পি এস ইউ'র কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত অধিবেশন এই ধরনের সমস্যাগুলির বিশ্লেষণ ও নির্দিষ্টকরণের কাজে কার্যকর ভূমিকা নিয়েছে। বর্ধিত অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে এবং আজকের অর্থনৈতিক অবস্থার ধারা নির্দিষ্ট করতে গিয়ে লিওনিদ ব্রেজনেভ বলেছেন, "কাজকর্মের যে কোন বিভাগের দিকে তাকান না কেন, প্রত্যেকটিতেই সাফল্যজনক অগ্রগতির জন্যে বিরাট সম্ভাবনা এবং প্রচুর মজুত সম্পদ দেখতে পাবেন। কিন্তু এদের যদি কাজে লাগাতে হয়, তাহলে পরিচালনার স্তরকে ওপরে তুলতে হবে এবং ওপরে তোলার ব্যাপারটাকে তার পুরোপুরি অর্থে বুঝতে হবে।" আমাদের পার্টি আজ এই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে।

দেশে কমিউনিস্ট সমাজ নির্মাণের মূল কর্তব্য সমাধা করার বিরাট সম্ভাবনা গড়ে তোলা হয়েছে। এই কর্তব্যটি হচ্ছে নতুন মানুষ গড়ে তোলা। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে সমস্ত শ্রমজীবী মানসে মতাদর্শগত সচেতনতা এবং সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমি ও সাম্যবাদের আদর্শের প্রতি আনুগত্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমের প্রতি কমিউনিস্ট মনোভাবের প্রসারসাধন করা এবং বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোবৃত্তির রেশ থেকে যাওয়ার ব্যাপারটার উৎখাতসাধন করা। আমাদের লক্ষ্য প্রত্যেক ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ ও সুসমঞ্জস বিকাশ ঘটানো। এই লক্ষ্যগুলিতে পৌঁছবার জন্যে সি, পি, এস, ইউ'র কেন্দ্রীয় কমিটি ১৯৭৯ সালে মতাদর্শগত এবং রাজনৈতিক শিক্ষার কাজের আরও বেশি মানবৃদ্ধির প্রস্তাব গ্রহণ করেছে।

সোভিয়েত সমাজের নেতৃস্থানীয় ও পথপ্রদর্শক শক্তি কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত সমাজের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও প্রসারিত হচ্ছে। ১৯২২ সালে যখন পার্টি সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সাধনের কাজে অবতীর্ণ হয়, তখন লেনিন তাকে "খুদে শস্যকণা" বলে অভিহিত করেছিলেন। তবে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দৃঢ়বিশ্বাস জ্ঞাপন করে বলেছিলেন যে, এই কমিউনিস্ট পার্টি দেশের সবকিছুকে মূলগতভাবে রূপান্তরিত করবে।

পার্টির এই শক্তির উৎসটি কি? উৎসটি হচ্ছে একটি ঘটনা। এই ঘটনাটি হলো, শ্রমিকশ্রেণী এবং অন্যান্য সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের সবচেয়ে বেশি সচেতন ও প্রাণবন্ত অংশ নিয়ে পার্টি গড়ে উঠেছে। পার্টি শ্রমিকশ্রেণী ও অন্য সমস্ত শ্রমজীবীদের স্বার্থকে ভাষা দেয় এবং তাদের সমর্থন পায়। শ্রমিক-শ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণ পার্টিকে বিশ্বাস করে, অনুসরণ করে এবং পার্টির নীতির বাস্তবায়নে সাহায্য করে। পার্টির অগ্রণী ভূমিকার ওপর জোর দিয়ে লেনিন লিখেছিলেন, "জনগণের পুরোভাগে থাকতে হবে (অন্যথায় আমরা সবাই মিলে সমুদ্রে একফোঁটা জলের বেশি নই)।"

শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি সি পি এস ইউ উন্নত সমাজতন্ত্র গড়ার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একই সঙ্গে রাজনৈতিক নেতা, অগ্রবাহিনী এবং সমগ্র সোভিয়েত জনগণের পার্টি হয়েছে। আজ এই পার্টির সদস্য সদস্যার সংখ্যা ১ কোটি ৭০ লক্ষ। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যেক ৯ জন শ্রমজীবী নাগরিকের মধ্যে ১ জন কমিউনিস্ট। কমিউনিস্টদের মধ্যে শতকরা ৪৩ জন শ্রমিক এবং শতকরা ১৩ জন যৌথ খামারের চাষী। কমিউনিস্টদের শিক্ষাগত মান, রাজনৈতিক চেতনা ও তাত্ত্বিক স্তর যেমন প্রসারিত হয়েছে, তেমনি অভিজ্ঞতাও বেড়েছে। প্রাথমিক পার্টি সংগঠনের বিস্তৃত কাঠামোও বড় হয়েছে। কমিউনিস্ট নির্মাণকার্যের প্রত্যেকটি বিভাগে এই প্রাথমিক সংগঠন রয়েছে।

লেনিন বলেছিলেন, পার্টি হচ্ছে সমাজের নেতৃত্বপ্রদানকারী শক্তি। নেতৃত্বের লেনিনীয় শৈলীর ভিত্তি হচ্ছে যৌথ প্রজ্ঞা, দেশে ও দেশের বাইরে অনুষ্ঠিত সমস্ত ঘটনা এবং প্রক্রিয়ার প্রতি যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি, নিজের কাছ থেকে কাজ আদায়ের উচ্চ মান, যে কোন আমলাতান্ত্রিক কাজকর্মের এবং রাজনৈতিক তুবড়িবাজী, আনুষ্ঠানিকতা এবং আত্মসন্তুষ্টি ও আত্মতুষ্টির প্রতি অসহনশীলতা। আমাদের দেশে যে উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে

তোলা হয়েছে, তাকে পরিচালিত করার অর্থ হচ্ছে, এই সমাজের সম্ভাবনা-গুলিকে চূড়ান্তে উপনীত করে এদের পুরোপুরি বাস্তবায়িত করা। এই কর্তব্যটি আমাদের পার্টির মনোনিবেশের কেন্দ্রস্বরূপ।

৩

আজকের দিনে লেনিনবাদের দিক নির্দেশক প্রভাবকে মনে না রাখলে নতুন কমিউনিস্ট সভ্যতার গঠন, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বাইরে অবস্থিত বিশ্বের পরিবর্তনের দ্রুত গতিধারা এবং এই দুই অংশের শক্তির ভারসাম্যের ক্ষেত্রে পরিবর্তন কিংবা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির গতিপরিণতির বিভিন্ন প্রবণতা ও ধারাকে বুঝতে পারা যাবে না। লেনিনবাদের প্রতি কার কি মনোভাব সেটাই হচ্ছে আজকের ঐতিহাসিক, দার্শনিক, অর্থনৈতিক, রাজ-নৈতিক এবং অন্যবিধ দৃষ্টিভঙ্গী ও ধ্যানধারণার বিচিত্র বর্ণিলতার মর্মকথা। সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ পরস্পরের বিরোধিতা করছে। এদের প্রতিনিধিত্ব-কারী ও বক্তব্যের বাহন দুটো মতাদর্শের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মর্মকেও নির্ণয় করে লেনিনবাদের প্রতি মনোভাব। শুধু এই ঘটনাটাই লেনিনের নীতির বিরাট আন্তর্জাতিক গুরুত্বকে ব্যক্ত করছে।

ষাট বছর আগে লেনিন লিখেছিলেন: আমরা সবাইকার থেকে দুর্বল। (বৈষয়িকভাবে, সামরিক দিক দিয়ে; এই মুহূর্তে)। আবার আমরা সবাইকার থেকে বেশি শক্তিশালী, কারণ বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক ও, রাজনৈতিক বিকাশ আমাদের আভাসিত ধারাতেই চলছে।

লেনিন আগেই দেখতে পেয়েছিলেন যে, দুই ব্যবস্থার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শক্তির ভারসাম্যের পরিবর্তন অব্যাহতভাবে সমাজতন্ত্রের অনুকূলেই ঘটতে থাকবে। এই প্রবণতা আজ সমাজতন্ত্রের ক্রমাগত বেড়ে চলতে থাকা শক্তিতে প্রতিমূর্ত। সমাজতন্ত্র আজ লেনিনের কথাগুলিকে বর্ণে বর্ণে সত্য প্রমাণিত করে সমগ্র বিশ্বরাজনীতির ওপর সিদ্ধান্তকারী প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ আন্তর্জাতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। সমাজতন্ত্রী দেশগুলির শিবির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং আত্মিক জীবনের প্রসারমান সংঘবদ্ধতার ভিত্তিতে ক্রমাগত বেশিবেশি শক্তিশালী হচ্ছে।

লেনিন বলেছিলেন যে, পুঁজিবাদী সমাজের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক-

শ্রেণীর ওপর শোষণনিপীড়ন বাড়বে, মুষ্টিমেয় অর্থশালী গ্রুপের কব্জায় আরও বেশি করে পুঁজি কেন্দ্রীভূত হবে, পুঁজিবাদের সাধারণ সংকট আরও ঘনিয়ে উঠবে, একচেটিয়া পুঁজিপতিচক্রের সঙ্গে রাষ্ট্র জড়িয়ে পড়বে এবং দেখা দেবে অচলতা এবং পরগাছা বৃত্তির প্রসার। আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, পুঁজিবাদী দেশগুলোতে একচেটিয়া পুঁজিপতিচক্রগুলো শ্রমজীবী জনগণের জীবনধারণের মানকে ধ্বসিয়ে কোটি কোটি মুদ্রার মুনাফা বানাচ্ছে। দানবাকারের কর্পোরেশনগুলো বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান প্রধান বিভাগে নিয়ন্ত্রণ জারী করার জন্যে দেশদেশান্তরের সীমানা লঙ্ঘন করছে। অর্থনৈতিক সংকটের পর সংকট, জীবনযাপনের ব্যয়ভারের বলগাহীন বৃদ্ধি, গণ-বেকার সমস্যা, মৌল মানবাধিকারের রক্ষাকবচের অভাব, সংস্কৃতির বিকার এবং প্রাক্তন উপনিবেশসমূহে সাম্রাজ্যবাদীদের লুণ্ঠনের ফলশ্রুতি হিসেবে বুভুক্ষা, রোগমারী ও কোটি কোটি মানুষের নিরক্ষরতা—এই সমস্ত কিছুই দেখিয়ে দিচ্ছে যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তার মারাত্মক দ্বন্দ্বগুলোর মোকাবেলা করতে সক্ষম নয়।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং শান্তি, গণতন্ত্র, জাতীয় মুক্তি এবং সমাজতন্ত্রের পক্ষে সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী হবার ভূমিকা যে বাড়বে, লেনিন তার আভাস দিয়েছিলেন। এই পূর্বাভাস পুরোপুরি ভাবেই ফলেছে। আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী আজ সবচেয়ে গতিশীল এবং অজেয় সামাজিক শক্তি। এই শক্তি মানবসমাজের ভবিষ্যতের প্রতিভূ। শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থকে কমিউনিস্ট পার্টিসমূহ সুসঙ্গতভাবে এগিয়ে নিয়ে চলছে বলে তাদের ক্রমবর্ধমান নেতৃত্ব ও প্রভাব বাড়ছে এবং এর মূলে রয়েছে আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর শক্তি।

বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের যখন সবেমাত্র শুরু, তখনই লেনিন এই আন্দোলনের বিরাট ভবিষ্যতের কথা বলেছিলেন এবং শ্রমিকশ্রেণীর নতুন ধরণের বিপ্লবী পার্টির গঠনে উৎসাহ জুগিয়েছিলেন। বহু সংখ্যক দেশের রাজনৈতিক জীবনে কমিউনিস্টদের এখন আরও বড় ভূমিকা পালন করতে হচ্ছে। সামগ্রিকভাবে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন আজ আমাদের সময়ে সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

কমিউনিস্ট আন্দোলন যতই বড় হচ্ছে, প্রত্যেকটি কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় কর্তব্যগুলি স্বাভাবিকভাবেই ততই বেশি বেশি করে বহুমুখী হয়ে

উঠছে এবং শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য শ্রমজীবীদের প্রতি প্রত্যেকটি পার্টির দায়িত্বও ততই বাড়ছে। একই সঙ্গে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা প্রমাণিত করছে যে, সত্যিকার জাতীয় স্বার্থগুলি কখনও শ্রমজীবী জনগণের আন্তর্জাতিক স্বার্থের পরিপন্থী হয়না এবং কমিউনিস্টদের আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করলে তাতে ভ্রাতৃ-উপম পার্টিসমূহের স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ লঙ্ঘিত হয় না। অবশ্য, কমিউনিস্ট পার্টিসমূহ আন্তর্জাতীয় ভাবে সংঘবদ্ধ কমিউনিস্ট-বিরোধী শক্তিসমূহের অবিশ্রান্ত চাপের মুখে যে সত্যিকার স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণকে রক্ষা করে চলেছে, সেটাও এক কথায় কষ্টকল্পনার ব্যাপার হয়ে উঠবে, যদি সমগ্র বিশ্বে কমিউনিস্ট ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের তরফ থেকে ভ্রাতৃত্বমূলক সহযোগিতা পারস্পরিক সহায়তা এবং সমর্থনের সম্পর্ককে প্রসারিত করা না হয়।

লেনিন শ্রমিকশ্রেণীর সাধারণ শ্রেণী-স্বার্থের ভিত্তিতে স্বদেশে বিপ্লবী আন্দোলনকে প্রসারিত করার এবং অন্যান্য দেশে এই ধরণের সংগ্রামকে চূড়ান্ত সমর্থন জোগাবার কাজে উৎসর্গিত প্রয়াস হিসেবে চিহ্নিত করে শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার শ্রেণীগত সারসত্তার পরিচ্ছন্ন সংজ্ঞা দিয়েছিলেন। এর চেয়ে পরিচ্ছন্ন সংজ্ঞা হওয়া সম্ভব নয়।

লেনিন বলেছিলেন, সমাজতান্ত্রিক সংগ্রাম "প্রত্যেকটি দেশে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র অথবা প্রধানত বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীরই সংগ্রাম হবে না, না। এই সংগ্রাম হবে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক নিপীড়িত সমস্ত উপনিবেশ কিংবা দেশের, সমস্ত পরনির্ভর দেশের সংগ্রাম।" (কালেক্টেড ওয়ার্কস ৩০ খণ্ড, পৃঃ ১৫৯) আমরা এখন এই সংগ্রামের ফল-গুলিকে দেখতে পাচ্ছি। সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। প্রায় ১০০টি স্বাধীন রাষ্ট্র বেরিয়ে এসেছে। এরা সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন এবং হুকুমজারীর বিরুদ্ধে এবং শান্তি ও সামাজিক প্রগতির পক্ষে দাঁড়িয়ে বিশ্ব-ব্যবস্থাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই মুক্ত দেশগুলি আজ যখন অর্থনৈতিক পশ্চাদ-পদতা এবং সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীলতার অবসান করে উত্তরোত্তর উন্নয়নসাধনের কর্তব্যের মুখোমুখি হচ্ছে একেবারে সামনাসামনি ভাবে, তখন লেনিনের চিন্তাধারা বিশেষভাবে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠছে। এই চিন্তাগুলি হচ্ছে অপুঁজিবাদী পথে উন্নয়নের সম্ভাবনা এবং এই

সব দেশের বহু সংখ্যক খাত-বিশিষ্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সমাজতান্ত্রিক-ধারায় বিকশিত করার চিন্তা।

লেনিন আভাস দিয়েছিলেন যে, বোলশেভিকদের যে বিপ্লবী-কর্মনীতির মৌল বৈশিষ্ট্যগুলি অক্টোবর বিপ্লবের বিজয় এনেছিল, সেগুলি অন্যান্য দেশের পক্ষে প্রাসঙ্গিক থাকবে। অবশ্য, আমাদের দেশে নানা কারণে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল বিশেষ ধরণের। কিন্তু তবু বিপ্লবের প্রসারের পথে এবং সোভিয়েত-ক্ষমতার প্রথম দিককার বছরগুলিতে পার্টির সমস্ত কাজকর্মের ভিত্-প্রস্তর হিসেবে এমন কতকগুলো কর্তব্যকে নির্দিষ্ট করেন, যেগুলো সমাজতন্ত্রের মূল সারসত্তাকে প্রকাশ করেছিল। এই কর্তব্যগুলোর সমাধান যেকোন ক্ষেত্রে সত্যকার সমাজতান্ত্রিক সামাজিক রূপান্তরের জন্যে অত্যাবশ্যকীয়।

এই কর্তব্যগুলো হচ্ছে :

—শ্রমজীবী জনগণের অন্যান্য অংশের সঙ্গে মৈত্রীর ভিত্তিতে শ্রমিক-শ্রেণীর ক্ষমতাকে সুনিশ্চিত করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।

—মৌল উৎপাদনের উপকরণ ও সরঞ্জামে পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ সাধন করে সমাজতন্ত্রের সামাজিক সম্পত্তি প্রথার প্রতিষ্ঠা।

—উৎপাদন-সম্পর্ক এবং অন্যান্য সামাজিক সম্পর্কের সমগ্র ব্যবস্থাকে সমাজ-তান্ত্রিক ধারায় রূপান্তরিত করা।

—আধুনিক শিল্প নির্মাণ করা যেখানে কোন নির্ভরতা থাকবে না; স্বনির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা; যারা জমি চাষ করে তাদের হাতে জমি তুলে দেয়া এবং যৌথ কৃষি গড়ে তোলার অনুকূল ব্যবস্থাপনা।

—শ্রমের নতুন সমাজতান্ত্রিক সংগঠন ও নিয়মানুবর্তিতার প্রবর্তন এবং উৎপাদন ও সামাজিক ক্রিয়াকর্মের জন্যে নতুন নতুন উৎসাহের উপাদান জোগানো।

—উৎপাদনের পরিচালনায় এবং রাষ্ট্র ও সমাজের প্রশাসনে শ্রমিকশ্রেণী ও ব্যাপকতম জনগণকে ব্যাপৃত করা; সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে চূড়ান্তভাবে বিকশিত করা এবং নাগরিকদের অধিকার ও স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করা;

—শোষকশ্রেণীগুলোর প্রতিরোধ এবং আন্তর্জাতীয় বুর্জোয়াদের বিপ্লব-বিরোধী আক্রমণকে দমন করা এবং জনগণের অপরিমেয় অধিকাংশের

সমর্থনের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী জয়গুলিকে রক্ষা করা।

—কমিউনিস্ট পার্টির অগ্রণী ভূমিকাকে নিশ্চিত করা।

ইউরোপ, এশিয়া এবং কিউবাতে বিজয়ী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবসমূহ এবং কয়েকটি দেশে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের উন্নয়ন প্রমাণ করছে যে, লেনিনের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান সারবস্তু বলবৎ রয়েছে এবং অক্টোবর বিপ্লবের অভিজ্ঞতা যেমন বিশিষ্ট ধরণের তেমনি এর যথেষ্ট বিশ্বজনীন প্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট রয়েছে। সমাজতন্ত্রে উপনীত হবার মূলগতভাবে ভিন্ন ধরণের অন্য কোন অভিজ্ঞতা নেই।

অবশ্য প্রত্যেকটি সংশ্লিষ্ট দেশের জাতীয় এবং বাস্তব ঐতিহাসিক অবস্থা অনুসারে রাজনৈতিক কর্মধারা, কর্মনীতি ও কর্মকৌশল নির্ধারিত করার এবং গঠনোন্মুখ আন্তর্জাতিক বিশেষ পরিস্থিতিটিকে হিসেবের মধ্যে রাখার প্রয়োজন রয়েছে। প্রত্যেকটি বাস্তব ঘটনাতে আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ ও শ্রেষ্ঠ পথটিকে বার করার জন্যে সৃজনশীল অনুসন্ধানের প্রয়োজন রয়েছে। তবে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণীদের জন্যে একটা কর্তব্য সব দেশেই বলবৎ রয়েছে। এই কর্তব্যের ওপর লেনিন জোর দিয়েছিলেন। এ কর্তব্যটা হচ্ছে, "কমিউনিজমের সাধারণ ও মৌল নীতিগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণী ও বিভিন্ন পার্টির বিশিষ্ট সম্পর্কগুলির এবং কমিউনিস্ট সমাজের দিকে অগ্রসর বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যের ওপর প্রয়োগ করতে শেখা। এই বিশিষ্ট সম্পর্ক এবং বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি একেকটা দেশে একেক রকমের। এদের খুঁজে বার করার পরীক্ষা নিরীক্ষা করার এবং আগে থেকেই এদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে আমাদের।" (কালেক্টেড ওয়ার্কস, ৩১ খণ্ড, পৃঃ ৮৯)।

সাধারণ ঐক্যসূত্রগুলি বাস্তবিকই বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং রাজনৈতিক কর্মধারার সংজ্ঞানির্ণয়ে বিশ্বস্ত দিক-নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। কমিউনিস্ট পার্টিরা এই কাজ করছে এবং সি পি এস ইউ'র এ সম্বন্ধে পুরোপুরি উপলব্ধি রয়েছে। সাম্প্রতিক পরিকল্পনাগুলিতে অনেকগুলি চমৎকার সিদ্ধান্ত ও প্রকল্প রয়েছে। বিতর্কমূলক প্রস্তাবনাও উপস্থাপিত হয়েছে। এদের ক্ষেত্রে আরও বিশ্লেষণ ও আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। লেনিনের তত্ত্ব

P 36250

এবং এই তত্ত্বের কার্যকরী বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতার আলোকে এই বিশ্লেষণ ও আলোচনা করতে হবে।

লেনিনের চিন্তাবলীর বিরাট শক্তি নিহিত রয়েছে যে ঘটনায়, সেটা হলো, জীবন্ত বাস্তবতার টানাপোড়েনে বোনা হয়ে এই চিন্তাবলী বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হয় এবং অবিশ্রান্তভাবে নতুন সারসত্তায় সমৃদ্ধ হতে থাকে। **সমাজতন্ত্র এবং শান্তির মধ্যে অনপনীয় যোগসূত্র রয়েছে বলে লেনিনের** যে চিন্তা, সেটিও এই রকমের।

লেনিন মনে করতেন যে, বিজয়ী সমাজতন্ত্র হচ্ছে যুদ্ধ-প্রতিরোধে সক্ষম সর্বপ্রথম বৈষয়িক শক্তি। যে শ্রমিক ও কৃষকের রাষ্ট্রের তিনি কর্ণধার হয়েছিলেন, সেই রাষ্ট্র শুরু থেকেই শ্রমজীবী জনগণের আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব ও সমস্ত জাতির সমত্ব, জাতীয় স্বাধীনতা ও পরিপূর্ণ সমতা এবং বিভিন্ন সামাজিক অবস্থা সম্পন্ন রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নিজস্ব নীতি দ্বারা সাম্রাজ্যবাদের জাতিগত বৈরীতা, ঔপনিবেশিক নিপীড়ন ও লুণ্ঠতরাজের যুদ্ধের নীতির বিরোধিতা করেছিল।

মানবসমাজের জীবন থেকে যুদ্ধকে চির নির্বাসিত করার এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থানের নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামে লেনিন দেখেছিলেন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির সুদৃঢ় ভিত্তিকে। তিনি আমাদের পার্টিকে এই নীতি অনুসরণ করতে বলেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, "শান্তিপূর্ণ বিকাশের কাজ দিয়ে আমরা শুরু করেছি এবং এই উদ্দেশ্য নিয়ে বাধাহীনভাবে কাজ চালিয়ে যাবার জন্যে আমরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করবো।" (কালেক্টেড ওয়ার্কস, ৩৩ খণ্ড, পৃ. ১৫১)।

বিভিন্ন ধরণের সামাজিক ব্যবস্থাসম্পন্ন রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের লেনিনীয় ধারণার প্রাণবত্তা কার্যক্ষেত্রে বিশ্ব রাজনীতির বহুসংখ্যক ইতিবাচক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সপ্রমাণিত হয়েছে। আমাদের পার্টি ও পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই লেনিনীয় কর্মধারাকে অনুসরণ করার, রাজনৈতিক দাঁতাত বা 'বৈরিত পরিহার'কে গভীরতা দেবার চেষ্টা করার এবং একে সামরিক দাঁতাত বা বৈরিতা পরিহার দিয়ে জোরালো করার ব্যাপারে অসাধারণ শৌর্য প্রকাশ করেছে। লিওনিদ ব্রেজনেভও এটাই করেছেন।

শান্তি সহজে আসবে বলে যে মোহ, লেনিন তার বিরুদ্ধে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী প্রকৃতির পরিবর্তন হয়নি।

একচেটিয়া পুঁজিপতিচক্রের রাজনৈতিক প্রবক্তাদের সঙ্গে বুঝতে হয় বলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আদায় করা সহজসাধ্য নয়। সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে বিশেষ করে সমরবাদ ও বিশ্ব-প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এমন সব প্রতাপশালী শক্তি রয়েছে যারা দাঁতাত ব 'বৈরিতা পরিহার'কে বাধাগ্রস্ত করছে। তবে শান্তির শক্তিরাও বিশ্বালভাবে প্রসারিত হয়েছে। এই শান্তির শক্তিদের মধ্যে সর্বোপরি রয়েছে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দেশগুলোর সম্মিলিত শক্তি। এই শক্তি হচ্ছে শান্তিনীতির বৈষয়িক ভিত। এদের সঙ্গে রয়েছে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ও ও শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন। রয়েছে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন। রয়েছে বিশ্ব-জোড়া সমগ্র প্রগতিশীল শান্তিপ্রিয় জনমত।

অস্ত্র প্রতিযোগিতার দৌড় মানবসমাজের পক্ষে নিদারুণ বিপদস্বরূপ। এর জন্যে দোষী সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদই। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ন্যাটোর ক্রিয়াকর্মেই রয়েছে এর প্রমাণ।

সাম্রাজ্যবাদ এবং সর্বোপরি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মধ্যপ্রাচ্যে ন্যায্য মীমাংসার পথরোধ করেছে, পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে যুদ্ধ জাহাজের বহর পাঠিয়ে এই অঞ্চলে চরম বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, এবং নতুন নতুন সামরিক ঘাঁটি বসিয়ে বহুজাতির নিরাপত্তাকে বিপন্ন করেছে। "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষার" ছুতো দিয়ে একটা বিশেষ সেনাবাহিনী গড়া হচ্ছে অন্যান্য দেশের হস্তক্ষেপ করার মতলবে।

যখনই কোনো একটি দেশের জনগণ দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করে, তখনই সাম্রাজ্যবাদীদের তরফ থেকে প্রচারাভিযান চালিয়ে "মস্কোর হাতে"র কথা বলা হয় এবং এইভাবে প্রতিবিপ্লবী হস্তক্ষেপের জন্যে আড়াল রচনা করা হয়।

এঙ্গোলা এবং ইথিওপিয়া, কাম্পুচিয়া ও আফগানিস্তানে সম্প্রতি যা ঘটে গিয়েছে, তা এইরকমই। সংশ্লিষ্ট দেশের আইনসঙ্গত সরকারের অনুরোধে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতন্ত্রী দেশ যখনই বাইরের প্রতিক্রিয়াশীল-

দের আক্রমণকে ঠেকিয়েছে, তখনই "হস্তক্ষেপের" রব তোলা হয়েছে এবং এই মিথ্যা ধুয়ো তুলে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদী চক্রগুলো বর্তমান সমাজতন্ত্র এবং জনগণের মুক্তি সংগ্রামের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই চালাবার উদ্দেশ্যে পিকিং-নেতৃত্বের সোভিয়েত-বিরোধিতাকে ব্যবহার করছে। এই সাম্রাজ্যবাদীরা চীনকে আধুনিক অস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করছে এবং তার আধিপত্যবাদী ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের প্রতি আগ্রাসী অভিপ্রায়কে উৎসাহিত করছে।

এইভাবে গড়ে ওঠা পরিস্থিতি থেকে সি পি এস ইউ প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্ত টেনেছেন। সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী প্রস্তুতির মুখে সমাজতন্ত্রের অবস্থানে কোনোরকম দুর্বলতাকে সি পি এস ইউ বরদাস্ত করতে পারে না। সি পি এস ইউ জনগণের মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন দিতে কোনো সময়েই পিছপা হবেনা। এই সঙ্গেই সোভিয়েত ইউনিয়ন সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্তরকে নীচে নামিয়ে আনার জন্যে চেষ্টা করে যাবে। সংশ্লিষ্ট পক্ষদের জন্যে থাকবে সমান নিরাপত্তা। লিওনিদ ব্রেজনেভ বলেছেন যে, আমাদের নীতি সুসঙ্গত শান্তিপ্রিয়তাকে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিরোধকে সম্মিলিত করেছে। এই নীতি বিগত কয়েক দশকে নিজেকে সপ্রমাণিত করেছে। আমরা ভবিষ্যতেও একে অনুসরণ করে চলবো। এই পথ থেকে কেউ আমাদের সরাতে পারবে না।

সম্প্রতি সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী শক্তিগুলো দাঁতাত বা বৈরিতাপরিহারের বিরুদ্ধে হিংস্র আক্রমণ চালাচ্ছে। তারা বিশ্বকে স্নায়ুযুদ্ধের যুগে ফেরাতে চেষ্টা করছে। লেনিনের পার্টি এবং সোভিয়েত জনগণ এবিষয়ে নিশ্চিত যে, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দেশগুলো, সমস্ত কমিউনিস্ট গণতন্ত্রীরা, জাতীয় মুক্তির সমস্ত শক্তি এবং বিশ্বের সমস্ত শান্তিকামী জনগণ সংহতির প্রেরণা নিয়ে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হলে মানুষের প্রাথমিক অধিকারকে সুরক্ষিত ও সংহত করতে সক্ষম। এই অধিকার হচ্ছে শান্তিপূর্ণভাবে বাঁচার অধিকার।

* * * *

জীবন দেখিয়েছে যে, লেনিনবাদ হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর প্রাণবন্ত স্বার্থ এবং সামগ্রিকভাবে বিশ্বব্যাপী মানবসমাজের সমাজ-প্রগতির প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোর অভিব্যক্তি। ১৯৬৯ সালের কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স'

পার্টিসমূহের সম্মেলনের অংশগ্রহণকারীরা সঠিকভাবেই সর্বসম্মতভাবে ঘোষণা করেছিলেন, "লেনিন মার্কসবাদ সম্বন্ধে যেকথা বলেছিলেন, লেনিনের শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা সেই কথাই বলবো একান্ত যুক্তিযুক্ত হিসেবে : এই শিক্ষা সর্বতোগামী, কারণ এ সত্য।"* যে মৌল প্রক্রিয়াগুলো আধুনিক বিশ্বের অবয়বকে নির্দিষ্ট রূপ দিচ্ছে, তারা লেনিনের চিন্তাবলীর সত্যকে সপ্রমাণিত করছে এবং দেখাচ্ছে যে, ইতিহাস লেনিন যেভাবে আভাস দিয়েছিলেন সেইভাবেই বিকশিত হচ্ছে।

* ১৯৬৯ সালে মস্কোতে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিসমূহের আন্তর্জাতিক সম্মেলন। প্রাগ, ১৯৬৯, পৃঃ ৪১

আমাদের যুগ ও নতুন ধরনের পার্টি ঃ লেনিনের শিক্ষা

ক্যারিলাওস ফ্লোরাকিস
কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক, গ্রীসের কমিউনিস্ট পার্টি

লেনিনের মহৎ সাফল্যগুলোর মধ্যে অন্যতম কীর্তি হলো নতুন ধরনের প্রলেটারীয় পার্টি গঠনের সূত্র রচনা এবং প্রলেটারিয়েটের বৈপ্লবিক রূপান্তর-ধর্মী জরুরী কর্তব্য সম্পাদনের জন্যে এই ধরনের পার্টির প্রতিষ্ঠা। লেনিনের জন্মবার্ষিকী স্মরণে তাঁর প্রতিভার উদ্দেশে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন শুধু এই কারণেই নয় যে, প্রথম বিজয়ী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্যে জনগণকে সমবেত করে তিনি একটি পার্টি গঠন করেছিলেন এবং প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে অন্যান্য জাতিকেও পথ দেখিয়েছিলেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের আরও কারণ হলো ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠনের সূত্রগুলো তিনি রচনা করেছিলেন এবং এই রূপান্তর-প্রক্রিয়ার মধ্যে জনগণের সামাজিক সৃষ্টিশীলতা প্রকাশের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন—এগুলোর যাথার্থ্য আজও বজায় রয়েছে।

কারও খেয়ালখুশি বা ইচ্ছাপূরণের জন্যে এই ধরনের পার্টির সৃষ্টি হয় নি; কিংবা আমাদের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা যেমন বলে থাকে এটা সেই রকম স্বেচ্ছাতন্ত্রের সৃষ্টিও নয়। সমাজবিকাশের ধারা অনুশীলন করে শ্রমিক আন্দোলনের বাস্তব প্রয়োজন পরিপূরণের জন্যেই এই ধরনের পার্টির সৃষ্টি। নতুন ধরনের পার্টি সম্পর্কে লেনিনের ভাবধারা উৎসারিত হয়েছিল শ্রেণী সংগ্রামে-অভিজ্ঞতা মন্থনের মধ্যে থেকে। (আমাদের বিরোধীরা প্রায়ই যেমন বলে থাকে) আবার লেনিনের এই শিক্ষার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের স্রষ্টাদের চিন্তাধারার কোনো বিরোধ নেই। বরঞ্চ, প্রলেটারিয়েটের রাজনৈতিক সংগঠন সম্বন্ধে তাঁদের ভাবনাচিন্তার মধ্যে এবং কমিউনিস্ট লীগ ও ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিং মেনস এ্যাসোসিয়েশনের কার্যাবলীর মধ্যে

এই ভাবনাচিন্তা বাস্তবায়িত করার শিক্ষার উৎস নিহিত ছিল। প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা করে মার্কস ও এঙ্গেলস তার নিয়মাবলীর মধ্যে এই ধারণাটি লিপিবদ্ধ করেন, "সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলোর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এতাবৎকালের সমস্ত পার্টির বিরোধী একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দলে নিজেকে সংগঠিত করেই প্রলেটারিয়েট শ্রেণী-হিসেবে তার ভূমিকা পালন করতে পারে।

"প্রলেটারিয়েটের একটি রাজনৈতিক দলে সংগঠিত হওয়া সমাজ বিপ্লব ও তার চূড়ান্ত লক্ষ্য শ্রেণীগুলোর বিলুপ্তি সাধনের পক্ষে অপরিহার্য।"*

সাম্রাজ্যবাদী যুগের সামাজিক বিকাশ সম্পর্কে লেনিনের বিশ্লেষণ ঐ মতামতের যাথার্থ্যই প্রমাণ করে এবং এটাও প্রতিপন্ন করে যে, প্রলেটারিয়েটের পক্ষে একটা বিপ্লবী পার্টির প্রয়োজন আগের চাইতেও বেশি। যে শোষকশ্রেণী সমস্ত সম্পদ কুক্ষীগত করেছে এবং শক্তিশালী সরকারি যন্ত্র ও শোষণের অন্যান্য হাতিয়ারের সাহায্যে তাদের সুবিধাভোগী অবস্থান টিকিয়ে রাখছে—শ্রমিকশ্রেণী ও শোষিত জনগণ একমাত্র সংগঠিত হয়েই ঐগুলোর বিরোধিতা করতে পারে। ধনতান্ত্রিক প্রভুত্বের বিরুদ্ধে সংগঠনই তাদের ধারালো হাতিয়ার।

অন্যদিকে, শ্রমিক আন্দোলনের উপরে বিরাট প্রভাবসম্পন্ন সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টিগুলো বিশ দশকের গোড়ার দিকে সংস্কারবাদী সংগঠনের পঙ্কে ডুবে যাচ্ছিল—বিপ্লবী মনোভাব যখন প্রখর হয়ে উঠেছে এমন এক পরিস্থিতিতে তারা জনগণকে নেতৃত্ব দিতে অশক্ত হয়ে পড়ে। লেনিন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের একটা পার্টি গড়লেন। সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা তখন তাদের সংসদীয় কার্যকলাপকে শুধু সংস্কারের জন্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে। তখন লেনিনের পার্টির আবির্ভাব ঘটল বিপ্লবী কর্মোদ্যোগের পার্টি হিসেবে। পুরনো সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক সংগঠনগুলো যখন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ থেকে ক্রমশই দূরে সরে যাচ্ছিল, ক্রমশই বিস্মৃত হচ্ছিল তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যের কথা, তখন এই নতুন পার্টি সমাজের পুনর্গঠনের

---

* কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, সিলেক্টেড ওয়ার্কস (৩ খণ্ডে), ২য় খণ্ড, ২৯১ পৃঃ।

সংগ্রামে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদকে করে তুলেছিল তাদের মোক্ষম হাতিয়ার। সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টিগুলো যখন ক্রমশই পাঁচমিশালী লোকজনের ঢিলেঢালা সমিতিতে পরিণত হচ্ছিল, তখন লেনিনের পার্টি হয়ে উঠেছিল শ্রমিকশ্রেণীর এক জঙ্গী অগ্রণী সংগঠন, জনগণের সঙ্গে যুক্ত সমমনোভাবাপন্ন লোকেদের এক ঘনিষ্ঠ মোর্চা, এক সংগঠিত ও সংগঠক শক্তি। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পার্টিগুলো যখন ক্রমশই জাতীয় সংকীর্ণতাবাদের মধ্যে গিয়ে ঢুকছিল যার ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে তারা হয়ে উঠেছিল জাত্যাভিমানী, তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল প্রলেটারিয়েটের আন্তর্জাতিক আদর্শের প্রতি—তখন লেনিনের পার্টি চূড়ান্তভাবে আঁকড়ে ধরেছিল প্রলেটারীয় আন্তর্জাতিকতাকে, তাদের কার্যকলাপের একটা বড়ো আদর্শ হিসাবে এটাকে গ্রহণ করেছিল।

এইসব পার্থক্য কোনো ভাসাভাসা ব্যাপার নয়—একেবারে মূলগত। সামাজিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কোনো পার্টির উপলব্ধি, তার কর্মসূচীগত কর্তব্য, এইসব কর্তব্য রূপায়ণের উপায় এবং এই সংগ্রামের মধ্যে থেকে যেসব সাংগঠনিক কাঠামোর উদ্ভব হয়—এইসব কিছুই ঐ পার্থক্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। লেনিন এই অভিমত পোষণ করতেন যে, কোনো সংগ্রামের কার্যকলাপের বিষয়বস্তু এবং তার সাংগঠনিক রূপের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তিনি এটার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন যে, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সঙ্গে খাপ-খাইয়ে নেওয়ার বদলে সমাজের মৌলিক রূপান্তরের কাজে দৃঢ়পণ সংগ্রাম চালাতে হলে শ্রমিকশ্রেণীর একটা বিপ্লবী পার্টি চাই; যেসব সংস্কার শোষণ-ব্যবস্থাকে অব্যাহত রেখে দেয়, সেই সব খুচরো সংস্কার আদায় করার বদলে ঐ ব্যবস্থাকে যদি উচ্ছেদ করতে হয়, তাহলে শ্রমিকশ্রেণীর এই ধরনের পার্টি দরকার। রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করার জন্যে প্রলেটারিয়েটের সংগঠনের প্রয়োজন। সুতরাং সেই সংগঠনের কাঠামো এমনভাবে গঠিত হওয়া চাই যাতে প্রলেটারিয়েটের শ্রেণীগত লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে।

নতুন ধরনের পার্টি গঠনের মূলনীতিগুলো কী করিতে হইবে ও এক পা আগে, দু-পা পিছে বই দু-খানিতে এবং তাঁর অন্যান্য রচনাবলীর মধ্যে লেনিন লিপিবদ্ধ করেছেন। এগুলো সূত্রায়িত করে এবং রূপায়িত করার মধ্যে দিয়ে তিনি দুই ধরনের চিন্তাধারার বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। এর

মধ্যে একটা হলো অপেক্ষা করার কৌশল (এর প্রবক্তারা স্বতঃস্ফূর্ত সামাজিক বিকাশের উপর ভরসা করতেন), এবং অপর প্রবণতাটি হলো একজন বীরই ইতিহাসের ধারাকে পালটে দিতে পারেন। সমাজতন্ত্রকে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে, জনগণের সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করার লেনিনের বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি পার্টি গঠনের পূর্ণ প্রেরণা যুগিয়েছিল।

পার্টির নেতৃভূমিকা সংক্রান্ত লেনিনের তত্ত্বকে বুর্জোয়া ও সংস্কারবাদী পণ্ডিতরা বিকৃত করে তুলে ধরেন, এটার এমন চিত্র হাজির করেন যাতে মনে হয় এটা যেন ষড়যন্ত্রীদের সংগঠন, তারা ক্ষমতা দখলের জন্যে শুধু তাদের ইচ্ছাশক্তি, উদ্যম ও ভালো সংগঠনের উপর নির্ভর করে নিজেদের জনগণের উপরে স্থান দেয়, এরা হয়ে ওঠে একটা স্বৈরতান্ত্রিক শক্তি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে অকটোবর বিপ্লবও ইতিহাসের একটা আকস্মিক ঘটনা বলে মনে হবে, মনে হবে এটা যেন ঐতিহাসিক ধারার ন্যায়সঙ্গত পরিণতি নয়। ঘটনাবলীর এই বিকৃত ভাষ্যকারদের মধ্যে ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, "স্বৈরতন্ত্রের" সঙ্গে "কর্তৃত্বের" বিষয়টি গুলিয়ে ফেলার ঝোঁক দেখা যায়। সেই বহুদিন আগে যা ঘটেছিল এবং রোজা লুকসেমবুর্গ সংক্ষেপে বিষয়টিকে যেভাবে প্রকাশ করেছিলেন, এঁদের সেটাই মনে করিয়ে দেওয়া দরকার, "একমাত্র লেনিনের পার্টিই প্রকৃত বিপ্লবী পার্টির আদর্শ ও কর্তব্য উপলব্ধি করতে পেরেছিল "প্রলেটারিয়েট ও কৃষকদের হাতে সর্বস্ত ক্ষমতা চাই" এই রণধ্বনি ঘোষণা করে বিপ্লবের এগিয়ে যাওয়ার পথ নিশ্চিত করেছিল।

'এইভাবেই বলশেভিকরা "জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠতার" সেই বিখ্যাত প্রশ্নটির সমাধান করেছিল··· "সংখ্যাগরিষ্ঠতার" মধ্যে দিয়ে বিপ্লবী রণকৌশল —এটা সঠিক পথ নয়, পথটা বিপরীত : বিপ্লবী রণকৌশলের মধ্যে দিয়ে "সংখ্যাগরিষ্ঠতা" (অর্জন)।*

পার্টি তার কর্তৃত্ব ঘোষণা করে নয়, মেহনতি মানুষের স্বার্থে নিরন্তরভাবে নিঃস্বার্থ সংগ্রাম চালিয়ে এটা অর্জন করে—লেনিনের পার্টি তার নেতার এই নির্দেশ বাস্তবে রূপ দিয়েছে।

লেনিন তাঁর পার্টি-সংক্রান্ত তত্ত্ব উদ্ভাবন করার পর অনেকগুলো দশক

---

* রোজা লুকসেমবুর্গ, গোসামএল্ট ওয়ার্কি, ৪র্থ খণ্ড, বার্লিন, ১৯৭৪, ৩৪১ পৃঃ।

অতিক্রান্ত হয়েছে। প্রয়োগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার মধ্যে দিয়ে তত্ত্বটির বিরাট শক্তি প্রতিপন্ন হয়েছে।

বহু ঘটনার মধ্যেই এর প্রমাণ মিলবে। এগুলো হলো: রুশদেশের শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য মেহনতি মানুষের ১৯১৭-র অকটোবরে ঐতিহাসিক বিজয় এবং শেষ পর্যন্ত সোভিয়েট ইউনিয়নে উন্নত সমাজতন্ত্র গঠন; অকটোবর বিপ্লবের ঠিক পরেই অনেকগুলো দেশে লেনিনের পার্টি'র মতো পার্টি'র উদ্ভব, এইসব পার্টি গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে মেহনতি মানুষকে পরিচালনা করে; অনেকগুলো দেশে এই নতুন ধরনের পার্টি'র নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হয়; যেসব উন্নয়নশীল দেশের প্রগতিশীল শক্তি এটা উপলব্ধি করে যে সত্যিকারের বিপ্লবী পার্টি ছাড়া সমাজতন্ত্রমুখী অর্থনতান্ত্রিক বিকাশের লক্ষ্যে পৌঁছনো অসম্ভব—সেইসব দেশেই অগ্রণী পার্টি গঠনের ক্ষেত্রে লেনিনের পার্টি সংক্রান্ত নীতি প্রযুক্ত হয়েছে; আর শেষ কথা হলো আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে লেনিনের পার্টি সংক্রান্ত তত্ত্ব বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করার ফলে এই আন্দোলন আমাদের কালের সবচাইতে প্রভাবশালী রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

অন্যদিকে, বিংশ শতাব্দী এটাও দেখেছে যে, শ্রমিকদের পুরনো ধরনের পার্টিগুলো তাদের বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের দিকে চলে গিয়েছে, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ ও সংগ্রামের বৈপ্লবিক নীতিগুলোকে কিভাবে পরিত্যাগ করেছে। এর ফলে তারা কোনো না কোনোভাবে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ধনতন্ত্রের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে ফেলেছে। দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিগুলোর কর্মনীতির ভিত্তি হলো শ্রেণী-সহযোগিতা এবং আসলে তারা ধনতন্ত্রকেই শক্তিশালী করে। এইসব পার্টি পশ্চিম ইউরোপের অনেকগুলো দেশে সরকার পরিচালনা করছে এবং পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রক শক্তি। কিন্তু তারা কোনো ক্ষেত্রেই ধনতন্ত্রের বনিয়াদ নষ্ট করার এবং সমাজের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সাধনের পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্যে তাদের ক্ষমতাকে কাজে লাগায় নি। এর থেকে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে, সামাজিক সংস্কারবাদী পার্টি শ্রমিকশ্রেণীকে তাদের মহৎ লক্ষ্য অর্জনের পথে নেতৃত্ব দিতে অক্ষম এবং এর থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, নতুন ধরনের পার্টি ছাড়া আর কোনো শক্তি মেহনতি মানুষের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ

পূরণ করতে পারে না ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে না।

প্রায় আট দশক আগে প্রথম যে নতুন ধরনের পার্টি গড়ে উঠেছিল তার পরও অনেক তাৎপর্যময় পালাবদল ঘটে গিয়েছে। এর মধ্যে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো বিশ্বব্যাপী শক্তির ভারসাম্য সমাজতন্ত্র ও প্রগতির দিকে ঝুঁকেছে, ক্ষতি হয়েছে ধনতন্ত্র ও প্রতিক্রিয়ার। যে বুর্জোয়া সমাজ বছরের পর বছর রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ধনতন্ত্রের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বিকাশ লাভ করছিল, সেই সমাজেও কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যার বিপ্লব ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে এইসব উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে : শ্রমিকশ্রেণী বৃদ্ধি পাচ্ছে, এর গঠন-বিন্যাসেও পরিবর্তন ঘটছে, অথচ কৃষক-শ্রেণী সংখ্যাগতভাবে হ্রাস পাচ্ছে; মধ্য বর্গগুলো প্রসারিত হচ্ছে; তার প্রধান কারণ হলো অন্যদের মধ্যে, ইন্‌জিনিয়ার, প্রযুক্তি কর্মী ও পরিচালন-কর্মীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যাবৃদ্ধি। এ সমস্ত পরিবর্তন সত্ত্বেও, ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগের প্রধান, নিয়ামক বৈশিষ্ট্যগুলো, পুরনো ব্যবস্থার প্রধান দ্বন্দ্বগুলো এবং পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী মুখ্য সামাজিক শক্তিগুলো অপরিবর্তিতই রয়েছে।

ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থান আগের মতোই রয়েছে, অর্থাৎ এর শ্রেণীশত্রুগুলো একই আছে এবং এর ঐতিহাসিক লক্ষ্যেরও কোনো পরিবর্তন হয় নি। শ্রমিকশ্রেণীর সামাজিক ভূমিকা খর্ব হওয়া দূরে থাক, বিশ শতকীয় বিশ্বের পরিস্থিতি তাকে আজকের ঘটনাবলীর কেন্দ্র-বিন্দুতে স্থাপন করেছে এবং এই শ্রেণীর সংগ্রামই হয়ে উঠেছে সামাজিক প্রগতির মুখ্য উপাদান। শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবী আন্দোলনে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে চলেছে। অন্য কোনো শ্রেণীর বা মেহনতি মানুষের অন্য কোনো অংশের সামাজিক-রাজনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে যে তাৎপর্যই থাকুক না কেন, তারা সামাজিক আন্দোলনের নেতার গুণ অর্জন করতে পারে না, (সমাজে তাদের যেরকম অবস্থান তার দরুন তারা এটা অর্জন করতে পারে না) এইসব গুণ শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেই বস্তুগতভাবে নিহিত থাকে। একমাত্র প্রলেটারিয়েটই সমাজকে সমস্ত রকম শোষণ ও নিপীড়নের হাত থেকে মুক্ত করে সমাজতন্ত্র গড়তে পারে। তাই, শ্রমিকশ্রেণীর সুসংগঠিত বিপ্লবী পার্টি

ছাড়া, তত্ত্বগতভাবে শাণিত ও জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ একটি পার্টি ছাড়া, ঐ বিরাট ঐতিহাসিক পট-পরিবর্তন আগের মতো এখনও ধারণাতীত ব্যাপার। এই পার্টির প্রয়োজনীয়তা তাই সৃষ্টি হয় সমাজ-বিকাশের বস্তুগত নিয়মগুলো থেকেই।

বুর্জোয়াশ্রেণী আর্থনীতিক ও রাজনীতিক জীবনে রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া হস্তক্ষেপের কলাকৌশলগুলোকে নিখুঁত করে তুলতে চায়, মেহনতি মানুষের উপরে তাদের ভাবাদর্শ চাপিয়ে দেওয়ার জন্যে গণপ্রচার মাধ্যমের এক বিস্তৃত বেড়াজাল তৈরি করে এবং বিপ্লবী আন্দোলনের বিরুদ্ধে নানা ধরনের লড়াই জোরদার করে তোলে; তাছাড়া সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ক্রমশই আগ্রাসী হয়ে উঠছে। এগুলো থেকেই এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি সম্পর্কে লেনিনের তত্ত্বের সার্থকতা ও কালোপযোগিতা এখনও রয়েছে।

আমাদের দেশে ও দুনিয়ার অন্যত্র যেসব পরিবর্তন ঘটেছে সেগুলোর বিকৃত ব্যাখ্যার ফলে কিছু লোক নতুন ধরনের পার্টি সম্পর্কে লেনিনের তত্ত্বকে উপেক্ষা করতে চায় এবং এটা মনে করে যে, পার্টি গঠনের মূলনীতি থেকে ঐ তত্ত্বকে পৃথক করে ফেলা যায় অথবা বিপ্লবী প্রলেটারীয় সংগঠনের ভূমিকাকে অন্য কোনো "নতুন পার্টি"র উপর সমাজের পাঁচমিশালী লোকজন নিয়ে গড়া একটা ঢিলেঢালা সমিতির (যাদের কোনো সুস্পষ্ট ভাবাদর্শ নেই অথবা নেই কোনো সুসংহত রাজনৈতিক কর্মসূচী) উপর ন্যস্ত করা যায়। অতীত অভিজ্ঞতার অনুশীলন থেকে আমরা এটাই দেখি যে, এই ধরনের ভাবনাচিন্তা তত্ত্বের দিক থেকে অচল এবং রাজনীতির দিক থেকে ক্ষতিকর।

এই পটভূমিতে আমাদের পার্টির অভিজ্ঞতা যুদ্ধের পরবর্তীকালে, বিশেষ করে ১৯৫৮-১৯৬৮-র নেতিবাচক অভিজ্ঞতা, আমাদের অনেক কিছু শিখিয়েছে। এই সময়ে (১৯৫৮-১৯৬৮) গ্রীসে পার্টি তার সংগঠনগুলো ভেঙে দিয়েছিল এবং কমিউনিস্টরা ইউনাইটেড ডেমোক্রাটিক লেফ্‌ট্ পার্টির (ই ডি এ) প্রতিনিধিত্বে গঠিত গণতান্ত্রিক ব্লকের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এই রকম ভেঙে দেওয়ার দরুন শুধু আমাদের পার্টি-ই ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি; গ্রীক শ্রমিকশ্রেণী ও সমগ্র গণতান্ত্রিক আন্দোলনেরও ক্ষতি হয়েছিল। এক দশকব্যাপী পার্টির সংগঠনগুলো না থাকার কিছু নেতিবাচক ফলাফল এখনও দূর করা যায় নি।

সি পি জি আমাদের দেশের পরিবর্তনগুলোকে নীতি, সংগঠন ও সংগ্রামের দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করে। এইসব পরিবর্তনের দরুন লেনিনের এই তত্ত্বটি বাতিল হয়ে যায় না যে, শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির সংগ্রামের সংগঠন ছাড়া অন্য কোনো হাতিয়ার নেই। বরঞ্চ ঐসব পরিবর্তন লেনিনবাদী নীতির ভিত্তিতে প্রলেটারীয় সংগঠনের প্রয়োজনীয়তাই প্রতিপন্ন করে। আর এটা বলাই বাহুল্য যে, পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পার্টির নীতি ও কাঠামো অদলবদল করার প্রয়োজন দেখা দেয়। অন্যভাবে বলা যায়, নীতির প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য বজায় রেখে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির উচিত সবসময়েই ঘটনাস্রোতের দিকে নজর রাখা, তার তত্ত্বগত হাতিয়ার ও (যেসব সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে পার্টির শক্তিগুলো সংগঠিত হয়) কাঠামোকে নতুনভাবে সমৃদ্ধ করে তোলা এবং এইসব শক্তি পূর্বতন প্রজন্মের অভিজ্ঞতাকে উত্তর পুরুষে সঞ্চারিত করে, তাদের ঐক্যকে মজবুত করে, পার্টির সংহতিকে করে শক্তিশালী। লেনিনের ভাষায়, "তার মূল ধাঁচটি বজায় রেখে" "পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে তার রূপটিকে মানিয়ে নিতে"··· "সময়ের চাহিদা পূরণ করার জন্যে সেই রূপকে পরিবর্তিত করতে" সক্ষম হওয়া। (ভি, আই, লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ১৯শ খণ্ড, ৪১০ পৃঃ)।

পার্টি সংক্রান্ত লেনিনের তত্ত্ব একটি সাধারণ সত্য। কারণ বিপ্লবী তত্ত্বের সার্বজনীনভাবে তাৎপর্যপূর্ণ সূত্র থেকেই এর সৃষ্টি। রাশিয়া ও সমগ্র আন্তর্জাতিক বিপ্লবী আন্দোলনের অভিজ্ঞতার বিচার-বিশ্লেষণ এবং সাধারণীকরণ করেই এটা সূত্রায়িত হয়েছিল। ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগব্যাপী শ্রেণীসংগ্রামের বস্তুগত নিয়মগুলোর প্রতিফলন ঘটেছে এই তত্ত্বের মধ্যে। আবার এই তত্ত্বটি এমনও নয় যার মধ্যে সব সময়ের জন্যে ও সমস্ত ঘটনার উপযোগী সূত্রগুলো সংকলিত হয়েছে। এ একটা বিকাশমান তত্ত্ব—শ্রেণী সংগ্রামের ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে যেসব উপাদান আহরিত হয়েছে এর মধ্যে তারা স্থান পেয়েছে। এই অভিজ্ঞতার দ্বারা অনবরত সমৃদ্ধ হওয়ার মধ্যে দিয়ে এই তত্ত্ব কমিউনিস্ট সংগঠনের রূপ ও পদ্ধতিকে উন্নত করে তুলছে। নানা ধরনের অবস্থার মধ্যে কাজ করতে গিয়ে ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলো এই সমৃদ্ধ করে তোলার প্রক্রিয়ায় তাদের অবদান রাখছে। আমরা মনে করি লেনিনের তত্ত্বের সূত্রগুলোর প্রতি বিশ্বস্ততা

বিপ্লবী প্রলেটারিয়েটের পার্টিকে কার্যকর ও সার্থক করে তোলার প্রধান শর্ত।

সি পি জি তার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ডে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে সব সময়েই তার দিক্‌দর্শন বলে মনে করে এবং লেনিনের নতুন ধরনের পার্টি-সংক্রান্ত শিক্ষাকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌল উপাদান বলে মনে করে। ১৯১৮ সালে অনুষ্ঠিত আমাদের পার্টির প্রতিষ্ঠা-কংগ্রেসে গ্রীক প্রলেটারিয়েটের বিপ্লবী লেনিনবাদী সংগঠনের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। পার্টি বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের এক দীর্ঘ ও কঠোর পথ পরিক্রমা করেছে, অনেক উত্থান-পতন, অনেক সাফল্য ও বিপর্যয় ছিল পার্টির সঙ্গী। কিন্তু লেনিনবাদের প্রতি একাত্ম থেকে আমরা সক্ষম হয়েছি বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করতে, ত্রুটি-বিচ্যুতি অপসারণ করতে এবং গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে।

সামাজিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে সি পি জি এখন একটা বড়ো শক্তি হয়ে উঠছে। তার ফলে শোষকশ্রেণীর মধ্যে আশংকা ঘনীভূত হচ্ছে। তারা কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রচারেও নেমেছে, একাজে হরেক রকম পেটিবুর্জোয়া গোষ্ঠী তাদের সঙ্গী। এই প্রচারাভিযানের উদ্দেশ্য পার্টির গুরুত্ব তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে তার ইতিহাসকে মসীলিপ্ত করা। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের দৃঢ় অবস্থান থেকে পার্টি এই সব আক্রমণের বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রতিরোধ সৃষ্টি করছে।

আমরা এ সম্পর্কে অবহিত যে, আজ সমগ্র কমিউনিস্ট আন্দোলন বুর্জোয়া ও সুবিধাবাদীদের দিক থেকে নজিরবিহীন ভাবাদর্শগত চাপের সম্মুখীন হয়েছে। তারা চায় কমিউনিস্টরা বিপ্লবী অগ্রণীশক্তির ভূমিকা বর্জন করুক, অবলম্বন করুক সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পথ।

যেমন, তারা আমাদের পরামর্শ দিচ্ছে ভাবাদর্শগত ঐক্য পরিত্যাগ করে বহু রকম ভাবাদর্শ গ্রহণ করতে—যাতে পার্টিতে শ্রমিকশ্রেণী-বিরোধী ভাবধারা অনুপ্রবেশের দরজা খুলে যায়। এই পরামর্শ গ্রহণ করার প্রকৃত অর্থ হবে পার্টির ভাবাদর্শ ও রাজনীতির ঐক্য বানচাল হওয়া, এতে পার্টি হয়ে উঠবে একটা বিতর্কের আখড়া—যেখানে যে-কেউ বহু রকম ভাবাদর্শ প্রচারের অজুহাতে মার্কসবাদ-বিরোধী ভাবধারা প্রচার করতে পারবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের

মতামত অগ্রাহ্য করতে পারবে। কালক্রমে শ্রমিকশ্রেণীর সেরা মানুষদের এই সম্মিলিত অগ্রণী সংগঠন এমন একটা ক্ষেত্রে পরিণত হবে যেখানে গ্রীস সমাজের অ-প্রলেটারীয় শ্রেণী ও অংশের মতামত প্রচারিত হতে পারবে, এটা বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়া প্রবক্তাদের আসর হয়ে উঠবে। এর ফলে পার্টি অক্ষম হয়ে পড়বে তার ঐতিহাসিক লক্ষ্য পরিপূরণে।

জীবন এই শিক্ষাই দেয় যে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে পার্টির ভাবাদর্শগত ঐক্য পার্টি'র রাজনৈতিক ও সংগঠনিক সংহতির অপরিহার্য বিষয়। পার্টি' যতক্ষণ না বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব আয়ত্ত করতে পারে, ততক্ষণ জনগণকে সমবেত করতে পারে না এবং বিপ্লবী আন্দোলনে তাদের আকৃষ্টও করতে পারে না—এটা লক্ষ্য করেই লেনিন তত্ত্বের প্রতি, পার্টি' সদস্যদের চেতনার প্রতি অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এইসব নীতি পরিত্যাগ করার অর্থই হলো শ্রমিক আন্দোলনে, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্যে মেহনতি মানুষের সংগ্রামে আমাদের ভূমিকা পরিত্যাগ করা।

সুতরাং, নানারকম পেটি-বুর্জোয়া পার্টি' ও গোষ্ঠী যখন "গণতান্ত্রিক," "জাতীয়", "মানবিক" ও অন্যান্য ধরনের "সমাজতন্ত্রের" প্রচার করে এবং তারাই সাচ্চা সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার একমাত্র প্রবক্তা বলে দাবি করে, সেক্ষেত্রে আমাদের উত্তর হলো তাদের এই রকম জাহির করার কোনো যুক্তি নেই, কারণ তাদের এইসব আকাশ-কুসুম তত্ত্বের সঙ্গে শ্রেণী সংগ্রামের বাস্তবতার কোনো সম্পর্ক নেই। অভিজ্ঞতা থেকে এটাই প্রতিপন্ন হয়েছে যে, বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের তত্ত্বের প্রতি প্রবণতা সম্পন্ন পার্টি'ই সত্যিকারের গণ-তান্ত্রিক ও মানবিক সমাজ সৃষ্টির কাজে জনগণকে নেতৃত্ব দিতে পারে এবং সামাজিক ন্যায় সুনিশ্চিত করতে পারে।

পার্টি'কে "গণতান্ত্রিক" করে তোলার অজুহাতে কখনও কখনও এমন চেষ্টা করা হয় যাতে আমরা পার্টি' গঠনের লেনিনবাদী সাংগঠনিক নীতি বর্জন করি। আমাদের পার্টি' জোরের সঙ্গে এসব প্রয়াস প্রত্যাখ্যান করে। পার্টি' অনমনীয়ভাবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি-মেনে চলে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর অর্থ হলো কতকগুলো অভিন্ন বিধি বা রুলস পার্টি'র কাজকর্মের ভিত্তি, একটিমাত্র কেন্দ্র থেকে পার্টি' পরিচালিত হয়। এর আরও অর্থ হলো,

সমস্ত পার্টি সদস্যের জন্যেই শৃঙ্খলা, সংখ্যাগুরুর কাছে সংখ্যালঘুর নতি স্বীকার। উচ্চতর পার্টি সংস্থার কাছে নিম্নতর সংস্থার নতি স্বীকার, অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের যথেষ্ট বিকাশ, নেতৃস্থানীয় সংস্থাগুলোতে প্রতিটি পার্টি সদস্যের নির্বাচন করার ও নির্বাচিত হওয়ার অধিকার, নিজেদের সংগঠনের কাছে এইসব নির্বাচিত সংস্থার কাজকর্মের হিসাব দেওয়া। যৌথ নেতৃত্ব এবং সমালোচনা ও আত্মসমালোচনায় উৎসাহ দান। কেন্দ্রিকতা ছাড়া কোনো ঐক্যবদ্ধ ও সঙ্গী সংগঠন হয় না। আর গণতন্ত্র ছাড়া পার্টি অনিবার্যভাবেই উপরতলার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের গোষ্ঠীতে অধঃপতিত হবে। এই কারণেই আমরা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার লেনিনবাদী নীতির দুটি উপাদানই বিকশিত ও শক্তিশালী করে তুলছি।

গণতন্ত্রের কথা বলতে গেলে, গ্রীসের অন্যান্য পার্টির তুলনায় কমিউনিস্টরা সামঞ্জস্যপূর্ণ গণতন্ত্রী। নিম্নলিখিত তথ্যগুলোর মধ্যে এর প্রাঞ্জল দৃষ্টান্ত মিলবে: সি পি জি-র দশম পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তুতি-পর্বে ১ লক্ষেরও বেশি পার্টি সদস্য, সমর্থক ও সহানুভূতিশীল মানুষ প্রাক-কংগ্রেস আলোচনায় যোগ দিয়েছিল; পার্টির পত্রপত্রিকায় সি পি জি-র বিভিন্ন দিক নিয়ে ১ হাজারেরও বেশি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়; এই আলোচনা থেকে হাজার হাজার সংশোধনী ও সংযোজনী উপস্থাপিত হয়েছিল এবং কংগ্রেসের চূড়ান্ত দলিল রচনার সময় এর অনেকগুলোই গ্রহণ করা হয়েছিল। কোনো বুর্জোয়া পার্টি যতই "গণতান্ত্রিক" বলে দাবি করুক না কেন, এই ধরনের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও রীতি-নীতি গ্রহণে অক্ষম। পার্টি জীবনের সর্বক্ষেত্রে লেনিনের ভাবধারার সঠিক প্রয়োগ কমিউনিস্ট পার্টির ভাবাদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ঐক্য মজবুত করে তোলে এবং এটাই বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়া পার্টি থেকে, ব্যক্তিবিশেষ পরিচালিত সংগঠন ও রাজনৈতিক ক্লাব থেকে কমিউনিস্ট পার্টিকে মূলগত স্বাতন্ত্র্য দেয়।

"পার্টির আরও অগ্রগতির প্রসঙ্গে" শীর্ষক প্রস্তাবে লেনিনের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দশম কংগ্রেসের প্রস্তাবে বলা হয়েছে: "আমাদের আশু কর্তব্য হলো এমন একটি শক্তিশালী ও বৃহৎ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি গঠন করা যার ভিত্তি শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতি জনগণের অন্যান্য অংশের গভীরে

প্রোথিত, যার ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকবে ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য গণসংগঠনের সঙ্গে এবং যে সব রকম পরিস্থিতিতেই তার লক্ষ্য পরিপূরণে সক্ষম।"*

আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা এটা বুঝেছি যে, আকার ও বৃদ্ধির হারকেই গণপার্টির একমাত্র (যদিও এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ) মাপকাঠি মনে করা ভুল। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিতে গণপার্টি সম্পর্কে লেনিনের ভাবনার নির্যাসটুকুই উপেক্ষিত হয়। গ্রীক কমিউনিস্টদের কাছে গণপার্টি বলতে বোঝায়: সমাজের সমস্ত স্তরের মেহনতি মানুষের সঙ্গে যার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, যে পার্টি এদের মধ্যে থেকেই শক্তি সঞ্চয় করে, এদের নেতৃত্ব দেয় এবং কিছুটা পরিমাণে এদের সঙ্গে মিশে যায়।

একটি পার্টির সংখ্যাগত শক্তি স্বভাবতই জনগণের মধ্যে তার প্রভাবের প্রধান নির্দেশক। নতুন সদস্য সংগ্রহ করার ফলে পার্টি শুধু তার কর্মী-বাহিনীকেই নতুন রূপ দেয় না, এর নীতিগুলোকেও আরও কার্য ক্ষমতা-সম্পন্ন করে তোলে। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আমরা এটা জানি যে, পার্টি নতুন কর্মীতে ভরে তোলার জন্যে যারা পার্টির বাইরে পূর্ণাঙ্গ মার্কসবাদী খোঁজে, তারা সময়ের অপচয় করে মাত্র। সামান্য রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ সমেত মেহনতি জনগণই পার্টি সদস্যের অনিঃশেষ উৎস। এদের পার্টিতে না আনার অর্থ হলো পার্টির শিক্ষামূলক কাজকে উপেক্ষা করা এবং পার্টি গঠনের সংকীর্ণতাবাদী দৃষ্টি গ্রহণ করা। সি পি জি যদি নতুন সদস্যদের, বিশেষ করে তরুণদের, পার্টিতে আনার ব্যাপারে হুড়াকড়ি করে (অনেকে যেমন বলে থাকেন) এবং একটা সংকীর্ণ সংগঠনে পরিণত হয়, তাহলে সে রাজনৈতিকভাবে নিস্তেজ হয়ে পড়বে এবং জনগণের মধ্যে থেকে, তাদের মৌল স্বার্থের সংগ্রাম ক্ষেত্র থেকে অনবরত যেসব নতুন ঘটনার উদ্ভব হচ্ছে, সেগুলো উপলব্ধি করতে পারবে না। তাই আমাদের পার্টি এইসব সংকীর্ণতাবাদী মতামতকে নাকচ করে এবং শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য মেহনতি মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক জোরদার ও প্রসারিত করার জন্যে অনবরত প্রয়োজনীয় সংখ্যক নতুন সদস্য এনে পার্টিতে ঢোকায়।

* দশম কংগ্রেসের প্রস্তাবাবলী, গ্রীসের কমিউনিস্ট পার্টি, এথেন্স ১৯৭৮, ২৭ পৃঃ, (গ্রীক ভাষায়)।

অবশ্য পার্টি সতর্কতার সঙ্গেই সদস্য সংগ্রহ করে। যারাই নিজেদের কমিউনিস্ট বলে থাকে পার্টি তাদেরই গ্রহণ করে না, পার্টির নিয়মাবলীর শর্ত যারা পূরণ করতে পারে তাদেরই গ্রহণ করে। লেনিনবাদী রীতিনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এইসব নিয়ম অনুযায়ী সদস্যদের পার্টির আদর্শ, রাজনীতি ও সংগঠনের ঐক্য রাখার ক্ষেত্রে সক্রিয় থাকতে হবে, পার্টির শৃঙ্খলা মান্য করতে হবে, গণসংগঠনে কাজ করতে হবে, যেকোনো অবস্থায় পার্টির নীতি কার্যকর করতে হবে, বেশি বেশি করে আদর্শগত ও রাজনৈতিক জ্ঞান অর্জনের জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হবে এবং প্রতিরোধ করতে হবে বুর্জোয়া ও সুবিধাবাদী আদর্শকে। আমরা গণসংগ্রামের সময়, বিশেষ করে বড় বড় কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে থেকে নতুন সদস্য সংগ্রহের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা নিয়ে থাকি এবং নারী ও তরুণদের পার্টিতে আনার জন্যে এখন যথেষ্ট চেষ্টা চালাচ্ছি।

পার্টি নিয়মাবলীর শর্ত পূরণ করে না এমন সবাইকেই যদি সদস্যপদ দেওয়া হতো তাহলে পার্টি তার অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারত না। এই লেনিনবাদী সাংগঠনিক নীতি আমাদের কর্মসূচীগত সাফল্যের অন্যতম গ্যারান্টি।

আন্তর্জাতিকতাবাদের লেনিনবাদী নীতিকে আমরা শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির একটি অপরিবর্তনীয় বিষয় বলে মনে করি। এটা না হলে নতুন ধরনের পার্টি তার অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারত না। এই লেনিনবাদী সাংগঠনিক নীতি আমাদের কর্মসূচীগত সাফল্যের অন্যতম গ্যারান্টি।

আন্তর্জাতিকতাবাদের লেনিনবাদী নীতিকে আমরা শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির একটি অপরিবর্তনীয় বিষয় বলে মনে করি। নতুন ধরনের পার্টি হিসেবে প্রতিটি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক অচ্ছেদ্য অংশ, তাই এটা আন্তর্জাতিকতাবাদী। জাতীয় ও দেশপ্রেমিক কর্তব্যের সঙ্গে আন্তর্জাতিক কর্তব্যের সমন্বয় সাধন না করে কমিউনিস্ট পার্টি তার অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে না। স্বদেশে অক্লান্তভাবে বিপ্লবী সংগ্রামকে এগিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে এবং অন্যান্য দেশের এই সংগ্রামকে সমর্থন করার মধ্যে এই আন্তর্জাতিকতার বাস্তব প্রকাশ ঘটে। আমরা এটা জানি যে, শ্রমিক আন্দোলনের শত্রু সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়া সমাজতন্ত্র,

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিরুদ্ধে এবং সমগ্র বিশ্ব-বিপ্লবী প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে ক্রমশই তাদের কার্যকলাপের মধ্যে যোগসাজশ ঘটাচ্ছে। এর একটা সাম্প্রতিক নজির হলো দুনিয়ার প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ইউ এস এস আর-এর বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার জোটবদ্ধ অভিযান। মূলধন একটা আন্তর্জাতিক শক্তি এবং আন্তর্জাতিক ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব এবং শ্রমিকশ্রেণীর সংহতির সাহায্যেই তাকে পরাস্তিত করা সম্ভব—লেনিনের এই তত্ত্বটি উপরোক্ত ঘটনার মধ্যে আবার প্রমাণিত হলো। সুতরাং, সমাজপ্রগতির পথে জাতিসমূহের অগ্রগতি শ্লথ করার জন্যে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার প্রয়াসের বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে সাফল্যের জন্যে সি পি জি প্রলেটারীয় আন্তর্জাতিকতাকে রক্ষা ও শক্তিশালী করে তোলার কাজকে প্রাথমিক শর্ত বলে মনে করে।

সুতরাং, একচেটিয়া বুর্জোয়ারা তাদের প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্যে যে সুসংহত ও নমনীয় কৌশলের আশ্রয় নেয়, তাকে সুষ্ঠুভাবে প্রতিহত করতে হলে লেনিনবাদী পার্টিনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে। শ্রেণীসংগ্রামের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এটাকে আরও অপরিহার্য করে তুলেছে।

বিপ্লবী সংগ্রাম ও অতীতের ভুলভ্রান্তি থেকে সি পি জি শিক্ষা গ্রহণ করেছে। দশম কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে গিয়ে পার্টি তার কর্মীবাহিনীকে শক্তিশালী করে তুলেছে, সাহসিক কর্মে যুব কমিউনিস্টদের উদ্বুদ্ধ করেছে এবং মেহনতি জনগণের স্বার্থরক্ষায় সংগ্রাম তীব্রতর করছে। নতুন ধরনের পার্টি সম্বন্ধে লেনিনের শিক্ষাকে দিশারী হিসেবে গ্রহণ করে আমরা আমাদের পার্টি সংগঠনকে বাড়িয়ে তুলব ও উন্নত করতে থাকব। কারণ, এ সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত যে, এই শিক্ষা ও তার প্রয়োগের অভিজ্ঞতা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সম্পত্তি—সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার তাৎপর্য ফুরিয়ে যাবে না। বরঞ্চ, বিশ্ব-বিপ্লবী প্রক্রিয়ার বিকাশ যে পরিমাণে ঘটতে থাকবে, তার গুরুত্বও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে।

আফগান জনগণ দৃঢ়তার সঙ্গে বিপ্লব রক্ষা করবে

বাবরাক কারমাল

আফগানিস্তানের জনগণতান্ত্রিক পার্টির (পি ডি পি) কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক, বিপ্লবী পরিষদের চেয়ারম্যান, আফগান গণপ্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী

গত ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকে ডব্লিউ এম আর প্রতিনিধির কাছে বাবরাক কারমাল একটি সাক্ষাৎকার দেন। নিচে তার অনুলিপি উপস্থিত করা হ'ল।

প্রঃ আফগানিস্তানে সাউর (এপ্রিল) বিপ্লব সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা উপস্থিত করবেন কি?

উঃ সাউর (এপ্রিল) বিপ্লবের পক্ষকাল পরে ১৯৭৮ সালের ৯ মে কাবুল বেতার থেকে এক বক্তৃতায় আফগান গণপ্রজাতন্ত্রের সরকারের বৈপ্লবিক কর্তব্যসমূহের প্রধান প্রধান বিষয় জনসমক্ষে উপস্থিত করা হয়। তাতে বলা হয় "১৩৫৭ সালের ৭ সাউর (১৯৭৮ সালের ২৭ এপ্রিল—সম্পাদক) আফগান শ্রমজীবী মানুষের ইচ্ছায়, পি ডি পি-র নেতৃত্বে দেশপ্রেমিক অফিসার এবং বীর সৈনিকরা যে সশস্ত্র অভ্যুত্থান সংগঠিত করেন তা' জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা এবং এর দ্বারা আমাদের এই প্রিয় গৌরবময় মাতৃভূমির ইতিহাসে একটা নতুন অধ্যায় সৃষ্টি হয়েছে।"

উপরে উল্লিখিত উদ্ধৃতিতে যে তিনটি বিষয় আছে আমি তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই: (এক) সাউর বিপ্লবকে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা বলে অভিহিত করা, (দুই) শ্রমজীবী মানুষের ইচ্ছায় এই বিপ্লব সমাধা করা হয়েছে এবং (তিন) আফগানিস্তানের জনগণের জীবনে একটি নতুন ঐতিহাসিক অধ্যায় শুরু হয়েছে বলে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা।

সাউর বিপ্লবের প্রাক্কালে আফগানিস্তান ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে অনগ্রসর দেশগুলোর অন্যতম। আমাদের জনগণ মুষ্টিমেয় কিছু জোতদার, জমিদার এবং ব্যবসায়ীদের হাতে নির্মমভাবে শোষিত হত। এ প্রসঙ্গে আমি তথ্য ও পরিসংখ্যানের বিস্তারিত বিবরণের মধ্যে যাব না। সে সবই আপনাদের পত্রিকায়* প্রকাশিত হয়েছে। আমি শুধু এ কথাই জোর দিয়ে বলতে চাই যে আমাদের দেশের পূর্বের ঐতিহাসিক অগ্রগতি এবং এদেশের শ্রমজীবী জনগণের সঙ্গে মুষ্টিমেয় শোষকের যে সংঘর্ষ সৃষ্টিকারী বিরোধ আছে তারই অনিবার্য ও স্বাভাবিক ফল এই সাউর বিপ্লব। তাছাড়া ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় অক্টোবর বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে দুনিয়ার মেহনতী, নির্যাতিত মানুষের মুক্তির যে জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং দুনিয়া জুড়ে যে জয়যাত্রা আজও অপ্রতিহত রয়েছে তারই অবিচ্ছেদ্য অংশ এই সাউর বিপ্লব।

সত্যি কথা বলতে—এটা কি আদৌ স্বাভাবিক যে বিংশ শতাব্দী প্রায় শেষ হতে চলল অথচ আফগানিস্তানে আজও প্রাক-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার এবং দেশের একটা বৃহদংশে আজও পর্যন্ত প্রাক-সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রয়ে গিয়েছে। দেশের মানুষের সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা অকল্পনীয়। সেখানে ব্যাপক অশিক্ষা বজায় রয়েছে। আফগানিস্তান আজও এমন একটা দেশ মানুষজন যেখানে মধ্য-যুগীয় চিন্তাভাবনার মধ্যে বাস করছে। আজও পর্যন্ত এদেশে উপজাতিগত সম্পর্ক টিকে রয়েছে।

এই কারণেই সাউর ৭ তারিখ থেকে যে বিপ্লবের শুরু সেই বিপ্লব একটা গণতান্ত্রিক চরিত্র অর্জন করেছে। এর অর্থ সাধারণভাবে এই বিপ্লব কয়েকটি গণতান্ত্রিক লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে—যেমন ক্রমশ বৃহৎ জমিদারিগুলোর অবসান ঘটানো এবং ভূমিহীন কৃষক ও খেতমজুরদের জমি দেওয়া, শিক্ষার অগ্রগতি এবং নিরক্ষরতার অবলুপ্তি ঘটানো, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র গঠন করা, জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা, জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় সামন্ততন্ত্রের বোঝা দূর করা, রাজনৈতিক গণতন্ত্রের মৌল বিষয়-গুলো ধীরে ধীরে চালু করা ইত্যাদি নানান গণতান্ত্রিক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

---

* ডব্লিউ এম আর, জানুয়ারি, ১৯৭৯ এবং ফেব্রুয়ারি ১৯৮০ সংখ্যা।

এই লক্ষ্যসমূহ রূপায়ণের মধ্যে দিয়ে জাতীয় বুর্জোয়া ও মাঝারি জমির মালিকদের জনগণের নানান স্তরের মানুষের স্বার্থ মেটানো যাবে।

একই সঙ্গে বলা যায় আমাদের বিপ্লব জাতীয় বিপ্লব, কেননা এই বিপ্লব রূপায়ণকালে জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলো যেমন আমাদের দেশের কৃষিপ্রধান বৈশিষ্ট্য, দেশের মানুষের গভীর ধর্মীয় বিশ্বাস, বিভিন্ন জাতি ও উপজাতি-গুলোর ঐতিহ্যের স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয়গুলো মাথায় রাখা হয়েছে। এইভাবে এই বিপ্লব সমাধার মধ্যে দিয়ে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে চাওয়া হয়েছে। এছাড়া এর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ধারাবাহিকতাই হচ্ছে এই বিপ্লবের প্রধান জাতীয় চরিত্র।

এই সব কিছুর ওপর বিচার করে আমরা নির্দ্বিধায় সাউর বিপ্লবকে গণ-বিপ্লব বলতে পারি।

এপ্রসঙ্গে আমাদের আরো স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে আমাদের সময়ে ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগে উল্লিখিত গণতান্ত্রিক লক্ষ্যসমূহের জন্যে সংগ্রাম তার (গণতান্ত্রিক লক্ষ্যের) নিজস্ব কাঠামো ছাড়িয়ে যেতে বাধ্য। কোন সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি বিপ্লবের নেতৃত্ব দিচ্ছে এ প্রসঙ্গে তা' যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা তা' বুঝি। আফগানিস্তানে প্রগতিশীল, বিপ্লবী গণতান্ত্রিক দল ও অন্যান্য শক্তি (যাদের সবচেয়ে অগ্রবর্তী প্রতিনিধিরা হয় ইতিমধ্যেই শ্রমিকশ্রেণীর আদর্শগত অবস্থান গ্রহণ করেছে অথবা গ্রহণ করছে, যদিও এদের অনেকেই জন্মসূত্রে শ্রমিক নয়) এই বিপ্লবের নেতৃত্ব দিচ্ছে। আমাদের দেশীয় পরিস্থিতিতে জাতীয়-গণতান্ত্রিক লক্ষ্য সুষ্ঠুভাবে রূপায়ণের ক্ষেত্রে এরাই সবচেয়ে অচঞ্চল যোদ্ধা।

প্রশ্ন উঠতে পারে একটা পিছিয়ে-পড়া কৃষক প্রধান দেশে একটা পার্টি যে শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শ অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র আদর্শরূপে গ্রহণ করেছে তার ভূমিকা কি হবে?

স্মরণ করা যেতে পারে প্রাচ্যের বিপ্লবীদের প্রতি বক্তৃতায় লেনিন বলেছিলেন, যেখানেই এই ধরনের পার্টি গড়ে উঠুক না কেন তাকে কৃষকদের মধ্যে গিয়ে কাজ করতে হবে এবং ঐ কৃষকদের চিন্তার ধরন ও তাদের ধর্মীয় ঐতিহ্যের চিন্তাভাবনা সহ অন্যান্য ঐতিহ্যময় চিন্তার বিষয়টি ঐ পার্টিকে মাথায় রাখতে হবে।

লেনিন বলেছিলেন প্রাচ্যের কৃষকরা শ্রমজীবী জনতার এক বিশেষ ধরনের অংশ। তিনি আরো বলেছিলেন কিন্তু এই-জাতীয় দেশেও শ্রমিক-শ্রেণীর নীতি গ্রহণকারী পার্টিগুলো জাতীয় আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে পারে এবং কৃষক সমাজের মধ্যে স্বাধীন রাজনৈতিক চিন্তা ও কার্যাবলী গ্রহণের ক্ষমতা সৃষ্টি করতে পারে। এটাই প্রধান জিনিস এবং এই-জাতীয় দেশে বিপ্লব জয়যুক্ত হওয়ার পক্ষে এটাই মূলধন।

শুরু থেকেই আমাদের পার্টি (আফগানিস্তানের শ্রমিকশ্রেণী তথা সমগ্র মেহনতী জনগণের পার্টি) উচ্ছ্বাসপূর্ণ কিন্তু বাস্তবধর্মী লক্ষ্য স্থাপন করে—যেমন আমাদের সমাজের ভিত্তিমূলে আমূল পরিবর্তন, আমাদের জনগণের ঐতিহ্যকে পুরোপুরি মান্য করে আস্থা বজায় রেখে জনগণের গণতান্ত্রিক ও জাতীয় সাধারণ আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা। আমরা বিশ্বাস করি আফগানিস্তানের পরিস্থিতিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কার্যসূচী আমাদের আশু-কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। বর্তমানে এই জাতীয় কর্তব্য স্থির করলে কয়েকটি স্তর লাফিয়ে যাওয়া হবে এবং জনগণের ব্যাপক সামাজিক সমর্থন থেকে বিপ্লব বঞ্চিত হবে, কারণ তাদের সঙ্গে এই বিপ্লবের কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

একই সঙ্গে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সহ অন্যান্য বিপ্লবের সাধারণ মিল-গুলো বিবেচনা করার পর আমরা এবিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়েছি যে একটি দেশে শ্রমিকশ্রেণী যথেষ্ট শক্তিশালী না হওয়া সত্ত্বেও শ্রমিকশ্রেণীর আদর্শের প্রতি অনুগত শক্তিসমূহ এজাতীয় বিপ্লব সে দেশে সমাধা করতে পারে। কিন্তু তা' করতে হলে, আমি পুনরায় জোর দিয়ে বলতে চাই জাতীয়, উপজাতীয় এবং ধর্মীয় সনাতনী ব্যবস্থাগুলো এবং জনগণের আশু-দাবিসমূহ অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে মাথায় রাখতে হবে। কিন্তু আমিন এবং তার দলবল এই সমস্ত নীতি পদদলিত করেছিল।

প্রঃ সাউর বিপ্লবের প্রধান প্রধান স্তর কোনগুলো বলে আপনি মনে করেন।

উঃ নানান পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে সাউর বিপ্লব চলেছে আর এর প্রতিটি পর্যায়ে কখনো বিপ্লব এগিয়ে গিয়েছে, আবার কখনো বা সেটা সাময়িক-ভাবে পিছিয়ে পড়েছে। আমাদের বন্ধুরা আমাদের অগ্রগতিতে আনন্দিত হয়েছে। অন্যদিকে আমাদের শত্রুরা আমাদের ভুল এবং ব্যর্থতা থেকে

মুনাফা কুড়িয়েছে। কিন্তু প্রতিটি ঘটনা থেকেই আমাদের পার্টি এবং দেশের অন্যান্য প্রগতিশীল শক্তি উল্লেখযোগ্য শিক্ষালাভ করেছে। তুলনামূলকভাবে একই ধরনের পরিস্থিতিতে কাজ করে চলেছে এমন সব পার্টির ক্ষেত্রেও আমাদের এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

সামগ্রিকভাবে ৭ সাউর-এর বিপ্লবের পরবর্তী সময় দু-টি পৃথক স্তরে বিভক্ত। প্রাথমিক স্তরে কিছু দিন জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা একের পর এক পূরণ হয়েছিল। কিন্তু কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই শুরু হলো ভুল, বিচ্যুতি, দুর্ভাগ্য। আর এরই সঙ্গে যুক্ত হলো এক বিষাদজনক সংগ্রাম।

সাউর বিপ্লব জয়যুক্ত হওয়ার পর এবং বিপ্লবী পরিষদ ও আফগান গণ-প্রজাতন্ত্রের সরকার গঠিত হওয়ার পরপর রাজনৈতিক ও সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধনে দ্রুত কার্যসূচী নেওয়া হয়। ৬, ৭ এবং ৮ নম্বর ডিক্রি জারি করা হয়। এইসব আইনের ফলে ঋণের শৃঙ্খল মোচন হয়েছিল, কনে পণের টাকা কমে গিয়েছিল এবং কৃষি সংস্কার চালু হয়েছিল, নিরক্ষরতা দূরীকরণে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। জিনিসপত্রের দর কমাতে এবং অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের সরবরাহ অব্যাহত রাখতে বাস্তবানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। এছাড়া দাউদের আমলে যে সব ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তাদের পুনরায় লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং স্কুল-কলেজের লেখাপড়া শেষ করে বেকার অবস্থায় বসে রয়েছে এমন যুবক-যুবতীদের চাকরির ব্যবস্থা করতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়। আফগানিস্তানের শ্রমজীবী মানুষ তথা সমগ্র জনগণ সরকারের এইসব ব্যবস্থাকে স্বাগত জানায়।

অবশ্য আমরা এই সব কার্যসূচী রূপায়ণের ক্ষেত্রে বড় ধরনের কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলাম; আপনার প্রথম প্রশ্নের জবাব দেওয়ার সময় আমি যেসব অসুবিধার কথা উল্লেখ করেছি সেই সব বাস্তব অসুবিধাও এর মধ্যে পড়ে।

এ প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উপযুক্ত কর্মী ও প্রশাসকের অভাব আমরা পদেপদেই অনুভব করছিলাম। বিপ্লবের প্রতি আনুগত্য এবং পেশাগত ও তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ যথেষ্ট পরিমাণে আছে এমন ব্যক্তির অভাব আমাদের ছিল (বিপ্লবের প্রাকপর্বে আফগানিস্তানে এক হাজারেরও কম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার ছিল)।

বিপ্লব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষমতাচ্যুত শোষক এবং বিশ্বাসঘাতকরা সাম্রাজ্যবাদ এবং পিকিংয়ের একাধিপত্যবাদী শাসক এবং কয়েকটি বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ সাহায্য পেয়ে দেশের মধ্যে অন্তর্ঘাতী ও সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী গঠন করে অন্তর্ঘাত, হত্যা এবং জনজীবনে ভীতি প্রদর্শনের কাজ সুরু করেছিল এবং এইভাবে তারা মারাত্মক অসুবিধা সৃষ্টি করেছিল। প্রাথমিকভাবে বাইরে থেকে আমাদের পার্টি এবং বিপ্লবের বিরুদ্ধে মিথ্যা সংবাদ এবং কুৎসা চালিয়েছিল। ফলে স্বাভাবিকভাবেই অশিক্ষিত, দুঃস্থ এবং রাজনৈতিকভাবে অজ্ঞ বেশ কিছু লোক এই প্রচারের জালে ধরা পড়েছিল।

এই প্রসঙ্গে আমি খোলাখুলিভাবে বলতে চাই আমাদের শত্রুরা আমাদেরই সৃষ্ট ভুল থেকে মুনাফা কুড়াতে শুরু করেছিল।

আরো ঘটনা হল আমাদের পার্টি দীর্ঘদিন গোপন অবস্থায় কাজ করায় তার রাষ্ট্র পরিচালনায় এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতার অভাব ছিল। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা এবং যৌথ নেতৃত্বের যথেষ্ট দৃঢ় বনিয়াদ আমাদের ছিল না এবং এর ফলে বেশ কিছু অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটেছিল। যথাযথ প্রস্তুতি ছাড়াই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এবং এইসব সিদ্ধান্তের মধ্যে খেয়ালখুশি মতো চলার ব্যাপারও অনেকখানি ছিল। অতিরিক্ত ব্যস্ততার সঙ্গে সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হয়েছিল।

কেন এমনটি ঘটেছিল তা ভালোকরে জানতে পার্টির ইতিহাস অল্প কথায় জানতে হবে।

১৯৬৫ সালে পি ডি পি এ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে পার্টি ব্যাপক হারে আদর্শগত ও সাংগঠনিক কাজ শুরু করেছিল। পার্টি তার চারপাশে সমাজের প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের সমাবেশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল এবং পার্টি তার প্রথম মুখপত্র হালক প্রকাশ করে যাতে পার্টির কর্মসূচী উপস্থিত করা হয়। আমরা মে-দিবস পালন করতে সক্ষম হয়েছিলাম। পার্লামেন্টের প্রথম নির্বাচনে আমরা চারটি আসনে জয়ী হই। এর মধ্যে দু-জন প্রতিনিধি কাবুল থেকে জয়ী হয় এবং তাদের একজন আমি নিজে। সংক্ষেপে বলতে

গেলে পার্টি তার রাজনৈতিক কার্যাবলীর প্রথম যুগেই নিজস্ব রাজনৈতিক ও বিপ্লবী ক্ষমতার প্রমাণ দিতে পেরেছিল।

অবশ্য আফগানিস্তানে বিপ্লবী আন্দোলনের বিকাশ ঘটছে আর প্রতিক্রীয়াশীল ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হাত-পা গুটিয়ে দর্শক হয়ে বসে থেকেছে তা হয় নি। সুরু থেকেই তারা এই আন্দোলন এবং আমাদের পার্টির মধ্যে নিজেদের দালালদের ঢুকিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমিন ফিরে আসার পরেই পার্টিতে মত-পার্থক্য আরো গভীর হতে সুরু করে। এই সব মত-পার্থক্যের সঙ্গে পার্টি নেতৃত্বের ব্যক্তি-কোন্দল দৃষ্টিভঙ্গি যুক্ত হওয়ার ফলেই ১৯৬৭ সালে পার্টিটা ভেঙে যায়। দেশে বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া বিকাশের ক্ষেত্রে এটা ছিল একটা মারাত্মক আঘাত।

অবশ্য পার্টির দুই পক্ষই ভাঙন সত্ত্বেও তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগ্রামের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল এবং তাদের আদর্শগত মঞ্চে বস্তুতপক্ষে কোনো পার্থক্য ছিল না। পার্টির দ্বিতীয় মুখপত্র 'পারচামের' প্রকাশনা সুরু হয় এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কথা এই পত্রিকার মাধ্যমে প্রচার করা হত। এর মাধ্যমে একটা গোটা প্রজন্মকে বিপ্লবী করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।

দশ বছর বাদে ১৯৭৭ সালে নেতৃস্থানীয় কমরেডদের অক্লান্ত এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়, কর্মীদের উদ্যোগে এবং অন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বন্ধু ও ভাইদের সহায়তায় পি ডি পি এ আবার এক পার্টিতে পরিণত হয়েছিল। এই ঘটনাই পার্টিকে ৭ সাউর-এর বিপ্লব সংগঠিত করার কাজে এবং তার বিজয় সুনিশ্চিত করতে এগিয়ে দিয়েছিল।

পার্টি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পার্টিতে আমিনের ভাঙন সৃষ্টিকারী, গোষ্ঠীগত কার্যাবলী সম্পর্কে তদন্তের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই তদন্তের ফলে, সাউর বিপ্লবের ঠিক এক মাস আগে, ঐক্যবদ্ধ পি ডি পি এ-র কেন্দ্রীয় কমিটি তার সংবিধান অনুযায়ী আমিনকে শাস্তি দেওয়ার, কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু কিছু অদৃশ্য হাতের কলকাঠিতে এবং কেন্দ্রীয় কমিটির ঢিলেমির জন্যে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা বিলম্বিত হয়। এই সময় ৭ সাউর আমাদের মহান বিপ্লব সম্পন্ন হয়।

প্রাথমিক অবস্থায় অর্থাৎ দেশে যখন বিপ্লবের পর পরই উৎসাহের জোয়ার বয়ে চলেছে সেই সময় আমিন তার ক্ষতিকর কাজকর্ম পুনরায় চালু করার সাহস দেখায় নি। কিন্তু শীঘ্রই তারাকিকে নিজের স্বার্থে অপব্যবহার করে আমিন তাঁকে মন-গড়া সংবাদ দিতে শুরু করে। ফলে পার্টির নেতৃত্ব থেকে বহু পরীক্ষিত কমরেড বিতাড়িত হন। তাঁরা সরকার ও সামরিক বিভাগের পদ থেকেও বিতাড়িত হন এবং এমন কি বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতক রূপে বর্ণিত হন।

সি আই এ-র গুপ্তচর এবং মেকিয়াভেলির মতো নীতি বিবর্জিত চক্রান্তকারী আমিন চেয়েছিল জনগণ এবং তার সচেতন ও একনিষ্ঠ বিপ্লবী প্রতিনিধিদের মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করতে। হাজার হাজার পরীক্ষিত বিপ্লবীর ওপর মধ্যযুগীয় বর্বর অত্যাচার চালিয়ে, তাদেরকে দেশ থেকে বের করে দিয়ে অথবা জেলে পুরে আমিন ঐ সব বিপ্লবীর জীবন নষ্ট করেছিল। জাতীয়, ধর্মীয় এবং উপজাতিদের মধ্যে বিরোধ চাগিয়ে তুলেছিল। কার্যত সে পার্টি, সরকার এবং সেনাবাহিনীর পায়ের তলা থেকে মাটি কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত করেছিল।

আমিন ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের এই অপরাধজনক কাজকর্ম বিপ্লবের প্রচণ্ড ক্ষতি করেছিল। যে কায়দায় সামাজিক-অর্থনৈতিক সংস্কার কার্যকর করা হচ্ছিল তাতে আমাদের জনগণের ঐতিহ্য, তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং জীবন-যাত্রার পদ্ধতি অস্বীকৃত হয়েছিল। ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা এবং চরম বাম-পন্থীপনায় কৃষি সংস্কার, বয়স্ক লোকদের মধ্যে, বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এই সংস্কারগুলো আমিন এবং তার দলবল গায়ের জোরে বর্বর পদ্ধতিতে 'কার্যকর' করতে চাওয়ায় লোকজন যে ক্ষেপে উঠবেই তাতে খুব একটা আশ্চর্যের কিছু নেই। এই বিক্ষোভের জবাবে আমিন প্রশাসন জনগণের ওপর নৃশংস দমন-পীড়ন চালিয়েছিল। গ্রামের পর গ্রাম বোমা আর কামানের গোলায় উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। হাজার হাজার নিরপরাধ ব্যক্তি নিহত হয়েছিল। এই জাতীয় অপরাধজনক কাজকর্ম, বৈপ্লবিক আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপক লঙ্ঘন, গ্রেফতার, নির্যাতন এবং বিনা বিচারে অথবা তদন্তে প্রাণদণ্ড—এই সব কিছু জনমনে বিপ্লব সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল।

আমি একথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই বলতে চাই যে, জনগণ এবং পার্টি বিপ্লব রক্ষায় সক্ষম হয়েছিল। আমি এ বিষয়টি জোর দিয়ে বলতে চাই যে এইসব বিচ্যুতি সত্ত্বেও আফগান বিপ্লব তার শক্তি হারায় নি। আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন, কেন? কারণ ৭ সাউরের বিপ্লব-এ জনগণের গভীর সমর্থন রয়েছে এমন আন্দোলনের সূচনা করেছিল এবং পার্টি ও তার শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন সংখ্যাগুরু কর্মীর নেতৃত্বে প্রগতিশীল সংস্কারসমূহ কার্যকর করার মাধ্যমে (তা' যতই অগোছালোভাবে হোক না কেন) এই আন্দোলন আরো শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। জাতির নেতাদের ভুল সত্ত্বেও এই প্রক্রিয়ার অগ্রগতি ঘটেছিল। এরপর আমিনের এই নির্লজ্জ স্বধর্ম চ্যুতির ফ ল উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, এমনকি আমিন রাজত্বের শেষ দিকে তা বানচাল হয়ে গিয়েছিল। এই প্রক্রিয়া প্রকৃত অর্থেই জনমনের গভীরে প্রোথিত ছিল, এর পিছনে জনসমর্থনও ছিল অসাধারণ। এর দ্বারা বিপ্লবের অগ্রগতি নিশ্চিত করা গিয়েছিল। এই প্রক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে পার্টি, সেনাবাহিনী এবং বিপ্লবী পরিষদের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন দেশপ্রেমিক শক্তি বিপ্লবের পথ সংশোধন করতে, তার আদর্শসমূহ সুরক্ষিত করতে এবং বিপ্লবকে আবার সঠিক পথে পরিচালিত করতে সক্ষম হয়েছিল।

আমিন পার্টির ভয়াবহ ক্ষতি করেছিল, কারণ সে পার্টি সদস্যদের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঐকান্তিকতা এবং তারা যে একে অপরের কাছে বিপ্লবী-সাথী এই চেতনা ধ্বংস করে দিয়েছিল। তার আমলে পার্টি কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ এবং সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল। এছাড়া পার্টির সাংগঠনিক ন্যায়-নীতি বিসর্জিত হয়েছিল। আমিন পার্টিকে এমনভাবে দুর্বল করে ফেলতে চেয়েছিল যাতে সেই দুর্বল পার্টি তার বিশ্বাসঘাতক কাজকর্ম সময়মতো বন্ধ না করতে পারে। কিন্তু এ জাতীয় বিষাদজনক ঘটনায় পি ডি পি এ-র অনেক নেতা, অনুগত কর্মী দেশের ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে তাদের ঐতিহাসিক দায়দায়িত্বের কথা ভেবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এর ফলে আফগান জনগণের অনাপসকামী ইচ্ছার সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি বজায় রেখে, বিপ্লবী পরিষদ এবং পি ডি পি এ-র কেন্দ্রীয় কমিটির বিপুল সংখ্যার সদস্যের সিদ্ধান্তের বলে বলীয়ান হয়ে এবং পার্টি ও সেনাবাহিনীর শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ও বিশ্বস্ত শক্তি-সমূহের সহায়তায় সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীলের কুৎসিত চরের বিরুদ্ধে

অক্লান্ত সংগ্রাম শুরু করা হয়েছিল। ১৯৭৯ সালের ২৭ ডিসেম্বর আমিন রাজত্বের অপসারণ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে মহান সাউর বিপ্লবের দ্বিতীয় ধাপ শুরু হয়েছিল এবং দেশের ইতিহাসে একটা অন্ধকার অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল।

এখন এই দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা একথা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে আস্থার পরিবেশ পুনরায় ফিরিয়ে তোলা, বৈপ্লবিক প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হবে জনমনে এই নিশ্চয়তা বিধান করা, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পিছনে সমস্ত পার্টি সদস্য জড়ো করে বৈপ্লবিক আদর্শ রূপায়ণে সেই শক্তিকে কাজে লাগানো ইত্যাদি করার মতো অবস্থা গড়ে তোলা গিয়েছে। পি ডি পি এ-র রাজনৈতিক, আদর্শগত এবং সাংগঠনিক ঐক্য পুনঃস্থাপন করাই হল বর্তমানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য।

১৯৭৯ সালের ২৭ ডিসেম্বরের পর থেকে যে যুগের সূচনা হয়েছে আমরা তাকে 'বিপ্লব ও জনগণকে রক্ষার যুগ' বলে অভিহিত করে থাকি। এর সার কথা হল আমরা নীতিনিষ্ঠ পথ অনুসরণ করছি যাতে জনগণ ও জাতীয়-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজন মেটানো হয়ে থাকে।

জনগণের কাছে এই নতুন স্তরের প্রকৃতি ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পার্টি বর্তমানে তার যথাসাধ্য করছে। অথচ আগে বিপ্লবের মর্মবাণীর বিরোধী ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে জনগণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হতো। কিন্তু এখন জনগণ তাদের স্বার্থ এবং বিপ্লবের বর্তমান স্তর উপলব্ধি করায় বিপ্লব সম্পর্কে ক্রমান্বয়ে বেশি বেশি সংখ্যায় আগ্রহী হয়ে উঠছে।

অবশ্য আমাদের পার্টি যদি শুরু থেকেই আমিনের এই জটিল চক্রান্তে জড়িয়ে না পড়ত তাহলে সাউর বিপ্লব সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হত না। কিন্তু কিছু কিছু ভুল এবং ব্যর্থতা যে বাস্তবভাবে (যেমন দেশের পশ্চাৎপদতা, একট শক্তিশালী শ্রমিকশ্রেণীর অভাব এবং আরো ঘটনা হল পার্টির বয়স বেশি নয়, তার অভিজ্ঞতাও কম এবং তাছাড়া তার বাস্তব বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট নয়) অনিবার্য তা যে-কেউ বুঝতে পারবেন। ঘটনা অন্য রকম হলে আফগানিস্তানে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের কাজ অনেক সহজ হতো এবং তার জন্যে আরও কম যন্ত্রণাদায়ক পথ খুলে যেত।

প্রঃ কোন্ ঘটনায় আফগানিস্তান সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে অবিলম্বে সাহায্য পাঠানোর অনুরোধ করেছিল ?

উঃ আমি ইতিমধ্যেই অনেকবার বলেছি যে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ এবং তার সাঙাৎরা এবং স্থানীয় প্রতিক্রিয়াশীলরা সাউর বিপ্লবের বিজয়ে প্রকাশ্যেই বিরোধিতা ঘোষণা করেছে। মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদীদের ভাষায় 'স্থিতিশীলতা' (অবশ্য সাম্রাজ্যবাদের পক্ষীয় স্থিতিশীলতা) বজায় ছিল কিন্তু বেশ কিছু ঘটনায়, এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সাউর বিপ্লব, মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদের অবস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদীরা শুধুমাত্র বিদ্বেষ, কুৎসামূলক প্রচার এবং এই বিপ্লবের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখে নি।

আপনাদের জানা আছে ১৯৭৮ সালে পাকিস্তানে বহু সামরিক প্রশিক্ষণ শিবির খোলা হয় এবং এর প্রত্যেকটি আমাদের সীমান্তের একেবারে কাছাকাছি। অসংখ্য অন্তর্ঘাতী এবং সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীকে এই সামরিক প্রশিক্ষণ শিবিরে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে এবং তাদেরকে আফগানিস্তানের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন এদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে (অধুনা পাকিস্তান এবং মিশর থেকেও প্রশিক্ষক এসেছে)। আপনারা জানেন এইসব ভাড়াটে সৈন্যদের কার্যকলাপ সীমান্ত অঞ্চলে এমন কি আফগানিস্তানের কেন্দ্রস্থলে অনেক ক্ষতি করেছে, করছে।

১৯৭৯ সালের শেষ দিকে এইসব গোষ্ঠীর অন্তর্ঘাতী ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। আমিনের অপরাধজনক কার্যকলাপ ('যা' সেনাবাহিনীর পাল্টা প্রতিরোধ ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে দিয়েছিল) এই অন্তর্ঘাত ও সন্ত্রাস বৃদ্ধির জন্যে বহুলাংশে দায়ী। এ প্রসঙ্গে আমি বিশেষভাবে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বের ওপর ব্যাপক বেআইনী নির্যাতনের কথা উল্লেখ করতে চাই। এছাড় আমিন অনুসৃত নীতির ফলে কয়েকটি প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে আফগানিস্তানের সম্পর্কের প্রচণ্ড অবনতি ঘটে।

সাম্রাজ্যবাদ এবং তার সাথীদের আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ আমাদের দেশের জাতীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতার বিরুদ্ধে সরাসরি বিপদ ডেকে এনেছিল। সাম্রাজ্যবাদ ও তার মিত্ররা ভাড়াটে সৈন্যদের দিয়ে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে কার্যত অঘোষিত যুদ্ধ শুরু করে দিয়ে-

ছিল। রাষ্ট্রসংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী এটা এক ধরনের আগ্রাসন। জাতিসংঘর আগ্রাসনের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে "এক অথবা একাধিক রাষ্ট্রের দ্বারা অথবা তাদের হয়ে সশস্ত্র দল, গোষ্ঠী, অনিয়মিত বাহিনী অথবা ভাড়াটে সৈন্যের অন্য কোনো রাষ্ট্রে অনুপ্রবেশ, যারা অপর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান চালায়।"

এই অবস্থায় আফগানিস্তানের গণ-প্রজাতান্ত্রিক সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে বারবার সামরিক সাহায্যের আবেদন করেছিল। জাতিসঙ্ঘ সনদের ৫১ ধারার ব্যবস্থা অনুযায়ী এবং ১৯৭৮ সালের ৫ ডিসেম্বর সম্পাদিত সোভিয়েত-আফগান চুক্তি অনুযায়ী আফগানিস্তান এই অনুরোধ জানিয়েছিল। তারাকির জীবদ্দশায় আফগান সরকার একাধিকবার এই অনুরোধ করেছে। এটা কোনো গোপন ব্যাপার নয় যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম দিকে মনে করেছিল শত্রুপক্ষের আগ্রাসন মোকাবিলায় আফগান সেনাবাহিনী যথেষ্ট। এছাড়া সে আশা করেছিল যে আগ্রাসীদের জ্ঞানোদয় ঘটবে। এই সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর ওপর কূটনৈতিক চাপ দিয়েও তাদের আক্রমণ করা থেকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন অবশ্য পূর্বেই ঘোষণা করেছিল যে আফগানিস্তানকে সে বিপদের মধ্যে ফেলে যাবে না।

অবশ্য আগ্রাসকরা থামে নি। আমিন ক্ষমতা দখল করার পর তার কার্যকলাপের ফলে বিদেশী বিপদের মাত্রা আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল—এ কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। আমি এ বিষয়টি জোর দিয়ে বলতে চাই যে ঠিক এই সময়ে দেশের সর্বোচ্চ সরকারি সংস্থা বিপ্লবী পরিষদের এবং পি ডি পি এ-র উৎসর্গিত দেশপ্রেমিক সদস্যরা সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে সামরিক সাহায্যের জন্যে আবেদন করার দাবি জানান। এটা না করতে চাইলে আমিনের মুখোশ খুলে পড়ত, তার স্বরূপ অন্যের কাছে ধরা পড়ে যেত, যা' ঐ মুহূর্তে সে চায় নি।

পাকিস্তান এবং চীন সীমান্তবর্তী অঞ্চলে পরিস্থিতির অবনতি বাইরে থেকে ক্রমবর্ধমান আগ্রাসন এবং আমিনের স্ব-উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে ঝাড়াই-বাছাই করা (ছাঁটাই সেনানীর সংখ্যা সাত) এবং তার ফলে আফগান বাহিনীর পাল্টা আঘাত হানার ক্ষমতা নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ইত্যাদি

সম্পর্কে প্রশ্নাতীত নিরাবরণ সত্য তুলে ধরলাম। এই পরিস্থিতিতে আফগান গণ-প্রজাতন্ত্রের অনুরোধক্রমে সোভিয়েত সরকার তার সেনাবাহিনীর একটা ছোট অংশ আমাদের দেশে পাঠায়। একথা সকলেরই জানা যে বিপ্লবী পরিষদ, পি ডি পি এ এবং আফগান সেনাবাহিনীর শুভবুদ্ধিসম্পন্ন শক্তি ১৯৭৯ সালের ২৭ ডিসেম্বর দেশের শাসন ক্ষমতা থেকে আমিন চক্রকে উৎখাত করার আগেই সোভিয়েতবাহিনী আফগানিস্তানে পৌঁছেছিল।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে সোভিয়েত সাহায্যের আবেদন জানানোর সময় আমিনের নিজের কুমতলব ছিল। পার্টি এবং সেনাবাহিনীতে আমিন তখন উন্মত্তের মতো বহিষ্কারপর্ব চালাচ্ছিল এবং বিপ্লবের প্রতি অনুগত সমস্ত শক্তি নির্মূল করার অভিযান চালাচ্ছিল, ফলে তার মধ্যে সেই সময় এই ভয় ঢুকেছিল, তার এই নোংরা কাজ শেষ হওয়ার আগেই জনসাধারণ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। নিশ্চিতভাবেই তখন যা' পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছিল তাতে কোনো ভাড়াটে সৈন্য আফগানিস্তান আক্রমণ করলে তা' প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আফগানবাহিনীর ছিল না। কারণ, আমিন ইতিমধ্যেই সেনাবাহিনীর কোমর ভেঙে দিয়েছিল। কিন্তু আমিনের লক্ষ্য ছিল এদেশে সোভিয়েত সৈন্য ডেকে এনে জাতীয়তাবাদের জিগির তুলবে এবং আমাদের বন্ধু দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তুলবে। তারপর মিশরে সাদাত সাহেব যে ডিগবাজি খেয়েছে ঐ রকম ডিগবাজি দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের কাছে সাহায্যের হাত বাড়াবে।

এরপর বিদ্রোহী নেতা গুলাবুদ্দিন হেকমতিয়ারকে ডেকে এনে প্রধানমন্ত্রীর সিংহাসনে বসাবে। আমিনের এই চক্রান্ত সম্বন্ধে আমাদের কাছে সংশয়াতীত প্রমাণ রয়েছে।

যদিও বিপ্লবী পরিষদ, পার্টি এবং সেনাবাহিনীর (যাদের কারো কারো সঙ্গে আমিনের দৈনন্দিন যোগাযোগ ছিল এবং তারা আমিনের এই মতলবের কথা জানত) দেশপ্রেমিক, নির্ভীক ব্যক্তিরা আমিনকে আগের থেকেই সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আমিন এবং তার চক্রকে হটিয়ে দিয়ে তারা একটা দুষ্ট পরিকল্পনাকে ভ্রূণ অবস্থায় খতম করে দিয়েছিল।

আমার নিজের প্রসঙ্গে বলতে পারি ১৯৭৯ সালের অক্টোবরের শেষ দিকে একটা বৈপ্লবিক কাজের দায়িত্ব নিয়ে আমি দেশে ফিরে আসি। সঙ্গে সঙ্গে আমি পি ডি পি এ কেন্দ্রীয় কমিটি এবং বিপ্লবী পরিষদের দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তারা আমিনকে দল ও সরকারি পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি আমাকে পি ডি পি এ-র সাধারণ সম্পাদক করা এবং বিপ্লবী পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত করার সিদ্ধান্ত নেয়।

আপনারা জানেন ১৯৭৯ সালের ২৭ ডিসেম্বর আফগানিস্তানের নতুন নেতৃত্ব সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক সাহায্য সংক্রান্ত আবেদনটি পুনরায় অনুমোদন করে এবং পরদিন ২৮ ডিসেম্বর তা জনসমক্ষে প্রকাশ করে।

আফগান গণ-প্রজাতন্ত্রের অসংখ্য ঘোষণায়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উচ্চতম মঞ্চ জাতিসঙ্ঘ নিরাপত্তা পরিষদ এবং সাধারণ সভা সহ অন্যান্য সংস্থায় আফগান সরকার বারবার ঘোষণা করেছে যে আমাদের দেশ, জনগণ এবং সশস্ত্রবাহিনী যাতে আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষায় বাইরের থেকে আসা বিপদ সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করতে পারে সে ব্যাপারে সাহায্য করার জন্যেই সোভিয়েত সেনাবাহিনীর একটা ছোট্ট অংশ আমাদের দেশে এসেছে।

আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর কোনো ভূমিকা নেই। রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনায় তারা হস্তক্ষেপ করে না এবং আমি পূর্ণ দায়িত্ব সহকারে একথা ঘোষণা করছি যে বন্ধু দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের সৈন্যবাহিনী যতদিন আমাদের দেশে থাকবে ততদিনই অবস্থাটা এরকমই থাকবে অর্থাৎ তারা সরকার এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় কখনই হস্তক্ষেপ করবে না।

প্রঃ আফগানিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য কী? সে দেশের নেতৃত্ব কী পরিকল্পনা নিয়েছে সে সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলবেন কী?

উঃ নির্দ্বিধায় বলতে পারি বিপ্লবের দ্বিতীয় স্তরে (১৯৭৯ সালের ৭ ডিসেম্বর যা শুরু হয়েছে) দেশের অবস্থা ক্রমান্বয়ে স্বাভাবিক হয়ে আসছে। জনগণের মধ্যে ঐক্য বোধ এবং বিপ্লবী শৃঙ্খলা ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করছে এবং তা' ক্রমশ গুরুত্ব লাভ করছে। সাউর বিপ্লবের মৌল নীতিগুলি সম্পর্কে জনগণের আস্থা প্রচণ্ড বৃদ্ধি পাচ্ছে। বুদ্ধিজীবী, যুবক, বিভিন্ন

মতামতের দেশপ্রেমিক, ধর্মীয় নেতা, বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির মানুষের (যারা বিপ্লবের মূল বক্তব্যের প্রতি বিশ্বস্ত) একটা বিরাট অংশ বিপ্লবের আদর্শ জয়যুক্ত করতে দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম শুরু করেছে।

গত ছ-সপ্তাহের মতো সময় আগে আমাদের পার্টি এবং সরকার যে সব পদক্ষেপ নিয়েছে জাতির ভাগ্য নির্ধারণে তাদের গুরুত্ব অপরিসীম। সাধারণভাবে ক্ষমা প্রদর্শনের ফলে (রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মত, জাতীয় ও শ্রেণী প্রীতি এবং অতীতে নানান গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত থাকার দায়) দলমত নির্বিশেষে প্রায় ১৫ হাজার রাজবন্দীর মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

আমরা একথা জোর দিয়ে ঘোষণা করতে চাই যে আফগানিস্তানে বর্তমানে কোনো রাজবন্দী নেই। একটা বিশেষ রাজনৈতিক অথবা ধর্মীয় মত বিশ্বাস করার জন্যে অথবা কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দল করার দায়ে আফগানিস্তানে এখন কেউ জেলে নেই। ১৯৭৯ সালের ২৭ ডিসেম্বরের অপরাধ করার দায়ে ধৃত মাত্র ১১ জন বন্দী বর্তমানে জেলে রয়েছে। এবং এদের অনেকেই যথোপযুক্ত তদন্তের পর ছাড়া পেয়ে যাবে।

দেশে একটা গণতান্ত্রিক পরিস্থিতি কায়েম হয়েছে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছে এবং অতীতে বিভিন্ন জাতি, সম্প্রদায় এবং উপজাতীয় লোকদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে সব রাজনৈতিক এবং সামাজিক বাধা সৃষ্টি করা হয়েছিল সে সব দূর করে দেওয়া হয়েছে।

জনগণের চেতনা জাগিয়ে তুলতে, সাংগঠনিকভাবে তাদেরকে আরো বন্ধনে আবদ্ধ করতে এবং তাদের মধ্যে নিশ্চয়তা ও আস্থা জাগিয়ে তুলতে পার্টি এবং সরকার জনগণের বিভিন্ন অংশের কাছে, যথা শ্রমিক, কৃষক, সেনা-বাহিনীর অফিসার, বুদ্ধিজীবী, ধর্মীয় নেতাসহ সমাজের সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তির কাছে বারবার আবেদন জানিয়েছে। চেতনার অভাব থাকার জন্যে অথবা নির্যাতন অথবা অতীতে সংগঠিত বেআইনী কাজের জন্য যে সব ব্যক্তি দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছে পার্টি তাদের সকলের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিপ্লবীদের প্রতি লেনিনের সেই সুপরিচিত নির্দেশ আমরা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছি। কারো বিরুদ্ধে প্রতিশোধ-পরায়ণ হওয়ার সামান্য ইচ্ছাও আমাদের মনে নেই। প্রয়োজনীয় যোগাযোগ

স্থাপনের দ্বারা এবং উপজাতিদের সঙ্গে, বিশেষ করে পুস্তু উপজাতির লোকদের সঙ্গে এবং বিভিন্ন প্রদেশ ও জেলাগুলোর প্রতিনিধিদের সঙ্গে গণতান্ত্রিক পরিবেশে আলোচনা চালিয়ে সরকার তাদেরকে অপ্রয়োজনীয় প্রতিরোধ বন্ধ করার ব্যাপারে সম্মত করাতে পেরেছে। তারা স্বেচ্ছায় তাদের অস্ত্র-শস্ত্র উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে সমর্পণ করে শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রা ও কাজ পুনরায় শুরু করছে।

আমাদের সমাজের সকল শ্রেণী ও অংশের ওপর, জাতীয় ও বিপ্লবী শক্তিসমূহের ওপর, উচ্চ সম্মানের অধিকারী ধর্মীয় নেতাদের ওপর এবং উপজাতি ও নানান সম্প্রদায়ের ওপর বিগত শাসনকালে যে প্রচণ্ড ক্ষতি সাধন করা হয়েছে সেই ক্ষত সারাতে সরকার সংকল্প নিয়েছে।

সাউর বিপ্লবের নানান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে জনগণকে অবহিত করতে আমরা ব্যাপকহারে ব্যাখ্যামূলক কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। এই কাজ করতে গিয়ে ধর্মপরায়ণ মানুষের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে এবং মোল্লা ও নানান উপজাতিদের সমর্থন আদায় করতে আমরা সমস্ত উদ্যোগ নিয়েছি।

বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে কাজ করা হচ্ছে এবং ইতিমধ্যেই তার ফল পাওয়া গিয়েছে। সরকার এবং বিপ্লবী পরিষদের পার্টি বহির্ভূত লোকদের নেওয়া হচ্ছে। বাণিজ্য, কৃষি এবং ভূমি সংস্কার এবং জনস্বাস্থ্য বিভাগীয় মন্ত্রীরা পার্টির লোক নন। অনেক প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী যাঁরা এর আগে সরকারের উঁচু পদে ছিলেন এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমিন যাঁদের জেলে পুরেছিল, তাঁদেরকে বিভিন্ন মন্ত্রকের উপদেষ্টা করা হয়েছে। এই ধরনের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে আছেন আব্দুল হাকিম, আব্দুর রউফ বেনাওয়া, সিদ্দিক ফারহাং, আব্দুল তফৌর রভন ফরহাদি, ওয়ালিদ হুকোকি এবং আব্দুল ওয়াহেদ সরাবি। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের অধিকাংশ আমলাই পার্টির সদস্য নন। আমিনের আমলে নির্যাতিত শয়ে শয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষককে আমরা পুনরায় অধ্যাপনায় নিয়োগ করেছি। বহু অনুগত যুব অফিসার আমিনের আমলে যাদেরকে হয় জেলে পোরা হয়েছিল অথবা চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল, তারা আবার কাজে ফিরে আসছে।

এইভাবে রাষ্ট্র ও সমাজ যাতে যুক্তভাবে পরিচালনা করা যায় তার জন্যে সমাজের সকল দেশপ্রেমিক, প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক মানুষ এবং বিপ্লবের,

সকল সমর্থককে নিয়ে একটি মাতৃভূমি ফ্রন্ট গঠনের মতো অবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

খাদ্য এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের দর কমাতে এবং দর স্থিতিশীল রাখতে আমরা অবিলম্বে কয়েকটি বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। পার্টি ও সরকার গৃহীত ব্যবস্থাবলীর ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে গ্রাম ও শহরে দ্রব্য সরবরাহে উন্নতি ঘটিয়েছে এবং দেশের সড়ক পথে যানবাহন এবং সমগ্র জনগণের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করতে সরকারি ব্যবস্থা অল্প সময়ের মধ্যে সুফল ফলাতে পেরেছে। যদিও এ ক্ষেত্রে এখনো মারাত্মক অসুবিধা আমাদের রয়ে গিয়েছে। চাষের কাজে যোগ দেওয়ার জন্যে এবং আগামী মরশুমে খামারগুলোর উৎপাদন বৃদ্ধিতে চাষীরা যাতে উৎসাহ বোধ করে সে কারণে সরকার একাধিক ব্যবস্থা নিয়েছে। চাষীরা বৈষয়িক এবং কারিগরী দু-ধরনের সাহায্যই পাচ্ছে এবং এইভাবে আমাদের ভাই ও বন্ধু সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে তারা সম্ভাব্য সব রকম সাহায্যই পাচ্ছে।

উপরোক্ত কারণে বিপ্লবের বর্তমান স্তর জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নীতি এবং উপাদানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। জনগণ যাতে তাদের স্বার্থ অনুধাবন করতে পারে—তা নিশ্চিত করতে আমরা গণতান্ত্রিক সংস্কারের কাজ জোর কদমে চালিয়ে যাব।

আমরা জনগণের ধর্মীয় মনোভাবের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে এবং জাতীয় ও স্থানীয় ঐতিহ্য এবং আচার-আচরণ বিবেচনা করেই এ সমস্ত সংস্কার সাধন করব। আমরা আফগানিস্তানের জাতিসমূহ, অধিজাতিসমূহ এবং উপ-জাতিসমূহের সম্পর্কের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের মনোভাবের উন্নতিসাধন করব ও শক্তিশালী করব এবং তাদের মধ্যে বৈরিতার যে আগুন প্রজ্বলিত রয়েছে তা নির্বাপিত করার এবং যুগ যুগান্ত ধরে উৎপীড়িত আমাদের জনগণের ওপর আঘাতে আঘাতে যে মারাত্মক ক্ষত হয়েছে সেই ক্ষতস্থান নিরাময় করার সর্বপ্রকার প্রয়াস চালাব। আমরা এক জাতির উপর আর এক জাতিকে প্রাধান্যের অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করার প্রবণতাসমূহ চুরমার করে দেব।

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আমরা ইরানের জনগণ এবং অপরাপর প্রতিবেশী দেশসমূহ—পাকিস্তান এবং পুরুষানুক্রমে বন্ধুভাবাপন্ন ভারতের জনগণের সঙ্গে ভ্রাতৃপ্রতিম সম্পর্ক স্থাপন করার এবং মুসলমান রাষ্ট্রসমূহ এবং গোষ্ঠী-

নিরপেক্ষ আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক শক্তিশালী করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আমরা বিশ্বের জাতীয় মুক্তির শক্তিসমূহের সঙ্গে সংহতি শক্তিশালী করব।

যা হোক, আমাদের দেশ সম্পর্কে একের পর এক ঘৃণ্য চক্রান্ত ব্যর্থ হওয়ায় সাম্রাজ্যবাদী এবং প্রতিক্রিয়াশীল মহলগুলো তাদের আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে এবং তা আফগান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীনতার পক্ষে গভীর বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমি আবার বলছি, আমাদের বিপ্লবের বিরুদ্ধে সত্যি সত্যিই একটি অঘোষিত যুদ্ধ শুরু করা হয়েছে। পাকিস্তান এদের প্রধান মঞ্চ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইরানের শাহ্ পদচ্যুত হওয়ার পর সি আই এ-র আঞ্চলিক প্রধান কার্যালয়সমূহ সেখানে স্থানান্তরিত হয়েছে। আফগানিস্তানে আক্রমণ পরিচালনার জন্য এরা পাকিস্তানে প্রায় ৩০টি বিশেষ ঘাঁটি এবং দুর্বৃত্তদের ৫০টি কেন্দ্র স্থাপন করেছে। প্রতিদিন সেখানে প্রায় ২০০০ থেকে ৩০০০ টন সামরিক সাজসরঞ্জাম এসে পৌঁছুচ্ছে। গত বছরে তারা ৩০ হাজার দুর্বৃত্তদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে। আপনারা জানেন পাকিস্তানের সঙ্গে (যেমন ইরানের সঙ্গে) সীমান্ত খোলা থাকায়, বস্তুতঃ পক্ষে সীমান্তের অস্তিত্ব না থাকায় আমাদের দেশে অনুপ্রবেশ করে তারা প্রাদেশিক কেন্দ্রগুলোতে, ছোট্ট ছোট্ট শহরগুলোতে এবং গ্রামগুলোতে আক্রমণ চালাচ্ছে, অসহায় নারী ও শিশুসহ অসামরিক ব্যক্তিদের লুণ্ঠন ও হত্যা করছে, জোর করে মানুষজনকে পাকিস্তানে তাড়িয়ে দিচ্ছে, গৃহপালিত পশু হত্যা করছে, খাদ্যশস্য জ্বালিয়ে দিচ্ছে, রাস্তাঘাট, সেতু এবং বিদ্যুতের লাইনগুলো ধ্বংস করছে, জেলাগুলো এবং সমগ্র প্রদেশে জনজীবনে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করছে, পরিবহনের কাজ ব্যাহত করছে, জনগণের নিকট অতিপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহের পথে বাধার সৃষ্টি করছে, এবং গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রকল্পগুলো নির্মাণের কাজে অন্তর্ঘাত সৃষ্টি করছে।

আফগান বিপ্লবের ওপর আক্রমণে পিকিং সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছে। চীনের বিশেষ বাহিনী সিংকিয়াং প্রদেশে হস্তক্ষেপকারীদের কতগুলো প্রশিক্ষণ শিবির খুলেছে। অস্ত্রশস্ত্র, জিনিসপত্র এবং আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতমূলক কাজের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কারাকোরামের

পথ দিয়ে পাকিস্তানে প্রেরণ করা হচ্ছে। চীনের শিক্ষাদানকারীরা অনুপ্রবেশকারী এবং সন্ত্রাসবাদীদের প্রশিক্ষণ শিবিরগুলোতে মার্কিন, পাকিস্তানী এবং মিশরের শিক্ষাদানকারীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করছে। সাম্প্রতিক পাকিস্তান সফরের সময় চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং মার্কিন রাষ্ট্রপতির জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এবং অন্যান্য মার্কিন কর্মকর্তাদের এ সমস্ত শিবির পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে এটা স্বতঃপ্রমাণিত হয়েছে। আক্রমণকারীদের প্রশিক্ষণ দেবার জন্য সৌদি আরব, বৃটেন এবং ইস্রায়েলও টাকা কড়ি দিচ্ছে।

অতএব, আমরা যখন দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসছে বলি তখন অভ্যন্তরীণ স্বাভাবিকতার কথাই বুঝিয়ে থাকি। এর অর্থ এ-নয় যে বহিরাক্রমণ বন্ধ হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে, আক্রমণ তীব্রই করা হচ্ছে। সেজন্যই আমাদের ভূমিতে সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর একটি সীমিত দলের উপস্থিতির এখনও প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের দিক থেকে বৈপ্লবিক দৃঢ়তা সহকারে আমরা ঘোষণা করছি যে, আমাদের শত্রুগণের ভাড়াটিয়াবাহিনীর বিরুদ্ধে আমরা সর্বক্ষমতা দিয়ে লড়াই করব।

প্রশ্ন ঃ সাম্রাজ্যবাদী এবং মাওবাদী শাসক মহলগুলো এবং সংবাদপত্রগুলো আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে নিন্দার যে অভিযান চালাচ্ছে এবং ঐস্লামিক রাষ্ট্রগুলো এবং গোষ্ঠীনিরপেক্ষ আন্দোলনের কোনো কোনো মহল থেকে এরা যে সমর্থনও পাচ্ছে, আপনি কিভাবে তার মূল্যায়ন করছেন?

উত্তর : প্রথম, আমি আপনার প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তর দেব।

আন্তর্জাতিক আইনের নীতির দিক থেকে সোভিয়েত সামরিক সাহায্যের অনুরোধের বৈধতা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি এবং জাতিসংঘ সনদের ৫১ ধারা থেকে উদ্ভূত এই অনুরোধের বৈধতা সপ্রমাণিত হয়েছে, আমি নিজে আর তার পুনরুক্তি করব না।

আমার সুদৃঢ় অভিমত হল যে, প্রগতিশীল এবং বৈপ্লবিক শক্তিসমূহের, প্রধানত শ্রেণী দৃষ্টিকোণ থেকেই এই অসাধারণ জটিল ও কঠিন বিশ্ব-ঘটনা বিকাশের মূল্যায়ন করা উচিত। যেমন মহান লেনিন বলেছেন, সত্য সব-সময়েই একটা নির্দিষ্ট বাস্তব এবং যেকোনো বাস্তব পদক্ষেপের পশ্চাতে জনগণ, অবস্থান ও উদ্দেশ্যের কথা বিবেচনা করে দেখতে হবে।

দুটি সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে সংগ্রাম এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ এবং তথাকথিত তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলোতে বিবর্ধিত বাইরের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে জাতীয় এবং সামাজিক মুক্তির শক্তিসমূহের সংগ্রাম হচ্ছে আমাদের যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপাদান, এটি এখন সর্বজনস্বীকৃত তত্ত্ব। এই পরিপ্রেক্ষিতে, আমি যা বলছি তার পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েই আমি নিম্নলিখিত প্রশ্নের জবাব দেব। এই পরিস্থিতিতে সোভিয়েত সাহায্যে কার উপকার হচ্ছে, আর আফগান বিপ্লবের সাহায্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি এগিয়ে না আসত এবং বহিরাক্রমণের ফলে আফগান বিপ্লব যদি ব্যর্থ হয়ে যেত তবে কারা উপকৃত হত?

আফগানদের পক্ষে এর জবাব সুস্পষ্ট। সোভিয়েত ইউনিয়ন আমাদের সাহায্যদান করে তার আন্তর্জাতিক কর্তব্যের প্রতি এবং নিপীড়িত জনগণ ও তাদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এবং সামাজিক অগ্রগতির শক্তিসমূহকে সমর্থনের নীতির প্রতি তার যে প্রগাঢ় অনুরাগ সেটাই নতুন করে প্রমাণ করেছে। পক্ষান্তরে, আফগান বিপ্লবের পতনে সাম্রাজ্যবাদ স্পষ্টতই উপকৃত হত।

উপরন্তু, এ সমস্যার অপর একটি দিক সম্পর্কে আমার কিছু বলা উচিত বলে আমি মনে করি। দেঁতাতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এ কারণেই আফগানিস্তানের ঘটনাবলী সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়নের কার্যকলাপের অনেকেই নিন্দা করে থাকেন। একথা শুনে আমরা, আফগানরা বিস্মিত না হয়ে পারি না। অবশ্যই সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহসহ সারা বিশ্বের প্রগতিশীল ব্যক্তিরা দেঁতাতকে যেভাবে বুঝেছেন তাতে দেঁতাতের মধ্যে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম বর্জন এবং জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সামরিক সাহায্যসহ সর্বপ্রকারের সাহায্যদান পরিহার করার কথা কখনই নিহিত নেই। দেঁতাতের এই দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন এবং বৈপ্লবিক উপলব্ধির যথার্থতা ভিয়েতনাম, অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক এবং অন্যান্য দেশসমূহে প্রয়োগের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে। আমরা, আফগানরা এখন যে যুদ্ধে লড়ছি এবং সাম্রাজ্যবাদী ও পিকিং-এর আগ্রাসনকারীরা যে যুদ্ধ আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে তা হচ্ছে ন্যায় যুদ্ধ। এই একই যুক্তিতে

তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলো, গোষ্ঠীনিরপেক্ষ দেশগুলো এবং ঐস্লামিক দেশগুলোর আমাদের সমর্থন করা উচিত।

এ সমস্ত দেশগুলো এই নীতি কেন গ্রহণ করে নি সেকথা আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

অবশ্য, অপরের পক্ষে কোনো কিছু বলা খুবই শক্ত। তবে আমার মনে হয়, স্পষ্টতই আমাদের মুক্তি সংগ্রামের, আমাদের বিপ্লবের চরিত্রই (সোভিয়েতের শত্রুদের চিরাচরিত সোভিয়েত-বিরোধিতার সঙ্গে একত্রে মিলে) মিশর, সৌদি আরব, পাকিস্তান ও এই ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল সরকারগুলোকে আমাদের এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বৈরিতামূলক কাজে প্ররোচিত এবং উত্তেজিত করতে সাম্রাজ্যবাদকে প্রবৃত্ত করেছে, একথা বললে আমার পক্ষে মোটেই কোনো কিছু ভুল করা হবে না।

অন্যান্য যেসব দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নকে তাদের স্বাভাবিক মিত্র বলে গণ্য করে (এবং এ সমস্ত দেশের সংখ্যাই যে বেশি তা হাভানায় অনুষ্ঠিত গোষ্ঠীনিরপেক্ষ আন্দোলনের ষষ্ঠ সম্মেলনেই প্রমাণিত হয়েছে) অর্থাৎ যারা স্বাধীনতা রক্ষা, পশ্চাৎপদতার বিলোপসাধন, জনগণের জীবনযাত্রার উচ্চমান অর্জন এবং জোট-নিরপেক্ষতার অভিন্ন লক্ষ্য সম্পর্কে আমাদের সঙ্গে একমত আমি মনে করি তাদের মধ্যে কোনো কোনো দেশ যে ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে ভুল নীতি গ্রহণ করেছে তার কারণ হল তারা ঘটনা সম্পর্কে সামান্যই অবহিত এবং সাম্রাজ্যবাদী গণ-প্রচার মাধ্যমের দ্বারা প্রভাবিত।

যখনই সাম্রাজ্যবাদ দেখল যে, সে আমাদের বিপ্লবকে দমন করতে ব্যর্থ হচ্ছে, তখনই সে তার চরিত্র অনুযায়ী আমাদের মিত্রদের কাছ থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করার অভিযান শুরু করল। নিশ্চিতরূপে এ সমস্ত ঘটনার আলোকেই আমরা মুসলমান রাষ্ট্রগুলোর ইসলামাবাদ সম্মেলনকে দেখছি। আমরা প্রত্যয়শীল যে, পরিশেষে সাম্রাজ্যবাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবেই।

আপনারা সকলেই অবগত হয়েছেন, সম্মেলনে কোনো কোনো অংশ-গ্রহণকারী রাষ্ট্র এই মর্মে অভিযোগ করেছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমভাবেই ঐস্লামিক রাষ্ট্রগুলোকে বিপন্ন করে তুলছে। এই মেজাজ এবং সমাজতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার মধ্যে "সম-দূরত্বের নীতি" গ্রহণের এই যে প্রয়াস তা সম্মেলনের সমাপ্তি প্রস্তাবের মধ্যেই প্রতিফলিত

হয়েছে। কিন্তু বিশ্বে বিপ্লব ও প্রগতির শক্তিসমূহ এবং প্রতিক্রিয়া ও সাম্রাজ্যবাদের শক্তিসমূহের মধ্যে এক তীব্র সংগ্রাম চলছে, যে সংগ্রাম ঐস্লামিক রাষ্ট্রসমূহসহ গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ দেশসমূহের ভাগ্য প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করছে—এ ঘটনা সম্পর্কে আজকের দিনে কেউ কি চোখ বুজে থাকতে পারে? এই সংগ্রাম সম্পর্কে "নীরব দর্শকের" ভূমিকা গ্রহণ, ঐস্লামিক রাষ্ট্রসমূহ যা কিছু পবিত্র বলে মনে করে, সেগুলো যে সাদাত-বেগিনের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র এবং ভারত মহাসাগরে ও পারস্য উপসাগরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের "বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ" আছে বলে কার্টারের দাবি এবং সামরিক শক্তির সাহায্যে সে স্বার্থ "রক্ষার" হুমকি প্রদর্শনের ফলে বিপন্ন হয়ে পড়েছে তা থেকে ঐস্লামিক রাষ্ট্রসমূহের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে সাম্রাজ্যবাদীদেরই শুধু সাহায্য করে।

ঐস্লামিক সম্মেলনের কোনো কোনো অংশগ্রহণকারী স্পষ্টতই সাম্রাজ্যবাদী এবং পিকিং-এর সংবাদপত্রের প্রতিধ্বনি করে ঘোষণা করেছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন "নিষিদ্ধ অঞ্চল" ঐস্লামিক দুনিয়ায় "অনধিকার প্রবেশ করেছে।" আমরা, আফগানরা জানি, বেশিদিনের কথা নয় সেই ১৯১৭ সালে "রাশিয়া এবং প্রাচ্যের সকল শ্রমজীবী মুসলমানদের প্রতি" এই শিরোনামে তদানীন্তন তরুণ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের কাউন্সিল অফ্ পিপল্স কমিশার এক বার্তায় যে নীতি ঘোষণা করেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন সেই নীতির প্রতি অনুগত রয়েছে। উক্ত বার্তায় বলা হয়েছিল, "আপনাদের নিজেদেরই আপনাদের নিজস্ব জীবনধারা নির্ধারণ করতে হবে। এ বিষয়ে আপনাদের অধিকার রয়েছে, কারণ আপনাদের হাতেই আপনাদের ভাগ্য নির্ভর করছে।" বাস্তবিকপক্ষে, বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে ঐস্লামিক দুনিয়ার ধারণাকে কি পশ্চাৎপদতা এবং অজ্ঞানতার সঙ্গে যুক্ত করা উচিত? আমাদের দেশে আমরা পশ্চাৎপদতা এবং অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করার সিদ্ধান্ত করেছি। সাম্রাজ্যবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল ও মাওবাদীদের অশুভ জোট আমাদের পথে বাধা সৃষ্টি করতে বদ্ধপরিকর এবং এটা আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই নয়। এর পশ্চাতে সামরিক শক্তির মদত থাকায় একে আগ্রাসন বলতে হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে বলা যায়, আমরা যে পথ বেছে নিয়েছি তাকে

ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে সোভিয়েত ইউনিয়ন আমাদের সাহায্য করছে। আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নের নিকট গভীর কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।

আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত, আমাদের প্রচেষ্টা এবং সকল বিপ্লবী শক্তি আমাদের প্রতি যে সংহতি প্রদর্শন করছে তা এই উন্মত্ততা দূর করতে সক্ষম হবে এবং বর্তমানে যারা ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে চলছে তারাও আফগান ঘটনাবলীর এবং সোভিয়েত সাহায্যের সত্যিকারের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করবে।

আমরা, আফগানরা এ ব্যাপারে যে পরিমাণে সংশ্লিষ্ট সে পরিমাণে আমাদের পররাষ্ট্রনীতির সাহায্যে এই সংহতি ব্যাপক করতে এবং আমাদের দেশে কি ঘটছে তার একটি সত্যিকারের চিত্র সবাইয়ের কাছে হাজির করতে আমরা সর্বপ্রকারে চেষ্টা করছি। আমিন যে আফগানিস্তান এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বিরোধের ইন্ধন জুগিয়েছিল, আমাদের পররাষ্ট্রনীতি তার অনুগত বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। আন্তর্জাতিক দৃশ্যপটে আমাদের দেশের অবস্থান স্বাভাবিক করে তুলতে আমরা অক্লান্ত প্রয়াস চালিয়ে যাব।

অধিকন্তু আমি জোরের সঙ্গে বলতে চাই যে, আমরা, আফগানরা ঘটনাবলীর প্রতি সাম্রাজ্যবাদীদের মনোভাব তাদের শ্রেণীস্বার্থের তাগিদে নির্ধারিত বলে মোটেই বিস্মিত নই।

আমরা সুনিশ্চিত যে, আমাদের দেশের সর্বশেষ ঘটনাবলী এবং সোভিয়েত সাহায্যের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের সাড়া, প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এবং পিকিং-এর শাসক মহলের সাড়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের সর্বশেষ সামগ্রিক রণ-নীতির ব্যাপকতর প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

প্রকৃতপক্ষে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কার্টার প্রশাসন সর্বোপরি ঠাণ্ডা যুদ্ধ পুনরুজ্জীবিত করার এবং সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রধানত সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সামরিক সংঘর্ষ তীব্রতর করার পথ গ্রহণ করেছে। আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী মহলগুলির এ সমস্ত অভিপ্রায়; সল্ট-২ সম্পর্কে দীর্ঘসূত্রতা, এবং চুক্তিটি ধ্বংস করার প্রয়াস, নিউট্রন বোমা এবং বি-১ বোমারু বিমান তৈরির প্রকল্প এবং ইয়োরোপে পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র চাপিয়ে দেওয়া এবং আমাদের অঞ্চলে—ক্যাম্প ডেভিড চক্রান্ত যা প্রকৃতপক্ষে আরব জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধেই মিশর এবং ইস্রায়েলের মধ্যে একটি সামরিক জোট গঠন

"ইরানের সংকটের" অজুহাতে ভারত মহাসাগরে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি, "ঝটিকা বাহিনী" গঠনের সিদ্ধান্ত, এবং ইরানের বিপ্লবের বহু পূর্বেই পিকিং-এর সঙ্গে সামরিক জোট গঠনের পদক্ষেপসমূহ, অর্থনৈতিক অবরোধের হুমকি (লক্ষণীয় যে, এই সর্বপ্রথম ইয়োরোপের অর্থনৈতিক গোষ্ঠী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার আফগানিস্তানের ন্যায় একটি গরিব দেশের বিরুদ্ধে খাদ্যের অবরোধ প্রয়োগ করেছে) প্রভৃতি ঘটনাসমূহের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

আপনারা জানেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে কার্টারের স্টেট অফ্ দি ইউনিয়ন বার্তায় একটি "'মতবাদ" হিসাবে অতি সম্প্রতি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক জটিল করে তোলার এই রণ-নীতি সূত্রায়িত হয়েছে।

অতএব আমরা সুনিশ্চিত যে, আফগানিস্তানে এ সমস্ত ঘটনা যদি না-ও ঘটত, তবুও কোনো না কোনো প্রকারে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি জটিল করে তোলার এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সংঘর্ষ তীব্র করার অজুহাত খুঁজে বের করা হত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইরানের ঘটনাবলী (যাকে এখন সোভিয়েত বিপদের অলিক কাহিনী রচনা করে ভীতিপ্রদর্শন করা হচ্ছে এবং আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে কাজে লাগানো হচ্ছে), দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরিস্থিতি অথবা অন্যকিছু ঘটনাকে ব্যবহার করা হত।

প্রশ্ন: তা সত্ত্বেও কতগুলো দেশের কোনো কোনো প্রগতিশীল শক্তি আফগানিস্তানের নেতৃত্বের পরিবর্তন এবং সোভিয়েত সামরিক সাহায্যের অনুরোধের নিন্দা করছে।

উত্তর: সত্যিকথা বলতে কি, শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের প্রতিনিধিস্থানীয় কিছু প্রগতিশীল শক্তি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে মনোভাব গ্রহণ করেছে তাতে আমরা, আফগানরা বিচলিত বোধ না করে পারছি না।

আপনারা সম্পূর্ণ যথার্থ কথাই বলেছেন, এটা জোরের সঙ্গেই বলা হচ্ছে যে, আমাদের অনুরোধে সোভিয়েত ইউনিয়ন যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মূল নীতিসমূহ, যে নীতিসমূহ আন্তর্জাতিক শ্রমিক-শ্রেণীর আন্দোলনের উত্তম ঐতিহ্যের অংশ, তার বিরোধী।

এ সমস্ত নীতির প্রথমটি কোনো কোনো সংবাদপত্রের ভাষ্যে জাতীয় স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং তার প্রতি মর্যাদাদান এবং অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অ হস্তক্ষেপ হিসাবে সূত্রায়িত করা হয়েছে। সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিই

এর সঙ্গে একমত। কিন্তু বাস্তবকে বাদ দিয়ে কি এই নীতিটি মেনে নেওয়া উচিত?

প্রকৃতপক্ষে, যখন এটি একটি বিপ্লবের বিরুদ্ধে বাইরে থেকে আগ্রাসনের, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের একটি জোট কর্তৃক আগ্রাসনের বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে তখন এই অ-হস্তক্ষেপের অর্থ কী? এর অর্থ হল, বিপ্লব সম্পাদনকারী একটি জাতির জাতীয় স্বাধীনতাকে পদদলিত করার জন্যে বাইরে থেকে আগ্রাসন করতে এসমস্ত শক্তিকে অধিকার দান করা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যেমনটি ঘটেছিল ১৯৩০-এর দশকের শেষভাগে স্পেনে। আমি মনে করি, আমাদের যুগে এটা কোনোমতেই না বুঝে পারা যায় না যে, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ না করার অর্থ হল সাম্রাজ্যবাদকে উৎসাহ দান করা। আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সৈন্য অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি যখন জানানো হয়, তার জবাবে আমরা বলি নিশ্চিতভাবেই এটা আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ। কারণ, আমাদের দেশে সোভিয়েত সৈন্য থাকবে কি থাকবে না সেটা আমাদেরই ব্যাপার।

অধিকন্তু, একথাও বলা হয়ে থাকে যে, আফগানিস্তানের অনুরোধে সোভিয়েত ইউনিয়ন যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা তৃতীয় দুনিয়ার কোনো কোনো দেশের ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের হস্তক্ষেপের রূপটির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু এটা সর্বজনবিদিত যে, বিপ্লবীদের পক্ষে সর্বদাই বিচারের মানদণ্ড হলো আধেয়, রূপ নয়; বিভিন্ন কাজের উদ্দেশ্যে এবং সেসমস্ত কাজ জনগণের স্বার্থের অনুকূল না প্রতিকূল—এই উপলব্ধিই বিচারের প্রধান মানদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাহোক, রূপের দিক থেকেও (আমি মনে করি এই সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়ে আমি তা প্রমাণ করেছি) আমাদের দেশে সোভিয়েত সাহায্যের খোদ রূপটি হচ্ছে একদিকে আন্তর্জাতিক আইনের নিয়ম-বিধির সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সঙ্গতিপূর্ণ এবং অপরদিকে মাটি থেকে আকাশ যেমন দূরে তেমনি তার এবং সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ এবং আধিপত্যকামীদের দ্বারা "শান্তি প্রাপ্ত" অপরাপর দেশের মধ্যে অনুরূপ ব্যবধান রয়েছে। এখন অপর আর একটি যে নীতির কথা উল্লেখ করা হচ্ছে তা হল "বিপ্লব রপ্তানি" পরিহার সংক্রান্ত সুবিদিত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতবাদ।

আমি মনে করি এটা সকলের নিকট পরিষ্কার হয়ে যাওয়া উচিত যে,

আফগানিস্তানের বিপ্লব বিপন্ন এবং আমাদের দেশের সকল দেশপ্রেমিকরাই এই বিপ্লবকে রক্ষার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছে। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চাই, সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী বেয়নেটের সাহায্যে আফগানিস্তানে এই বিপ্লব আনে নি।

একথাও বলা হয়ে থাকে যে, আফগানিস্তানের প্রগতিশীল ও দেশপ্রেমিক শক্তিসমূহের নিজেদেরই তাদের অভ্যন্তরীণ বিরোধ মিটিয়ে ফেলা উচিত।

আমরা এ দাবিসমূহ হাস্যকর বলেই মনে করি. আফগানিস্তানের ব্যাপারটি যে বাইরে থেকে সশস্ত্র আক্রমণের ব্যাপার ঐ দাবিসমূহের রচয়িতারা যেন তা জানেন না। বাস্তবিকপক্ষে, চিলিতে যা ঘটেছিল তেমনিভাবে প্রতি-বিপ্লব রপ্তানিকে উৎসাহিত করা উচিত এই অর্থে কি কারুর "বিপ্লব রপ্তানির" পরিহারকে গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করতে হবে? আরও বেশি রক্তপাত হবে এই পার্থক্যের সঙ্গে দ্বিতীয় চিলি আমরা ঘটতে দিই তারা কি তাই চান?

সামরিক সমাধানের পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ, রাজনৈতিক সমাধানের জন্য অক্লান্ত প্রয়াস চালাবার প্রয়োজন হিসাবে তৃতীয় নীতিটি সূত্রায়িত হয়েছে।

আমাদের শত্রুরা এই মর্মে অভিযোগ করছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং আফগানিস্তান শান্তির পক্ষে বিপদ সৃষ্টি করেছে, তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতিকে সমপর্যায়ে ফেলছে এবং জোরের সঙ্গে বলছে সাম্প্রতিক ঘটবাবলী, বিশেষ করে আমাদের দেশে সোভিয়েত সামরিক সাহায্য শান্তির সংগ্রাম, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত জনগণের সঙ্গে সংহতির জন্য জনগণকে সমবেত করার কাজকে আরও অধিক দুরূহ করে তুলেছে।

অবশ্য, শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক মীমাংসা প্রয়াস চালাবার প্রয়োজনীয়তার কথা আমরা অস্বীকার করি না। বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার সামাজিক ব্যবস্থার প্রকৃতি থেকেই উদ্ভূত তার নানাবিধ পদক্ষেপ এবং উদ্যোগ দ্বারা নিশ্চিতভাবে সেইরকম কাজ করার ক্ষেত্রে তার প্রচেষ্টা সপ্রমাণিত করেছে। কিন্তু "আফগান সমস্যার" শান্তিপূর্ণ মীমাংসা নিশ্চিতরূপে নতুন আফগানিস্তানের শত্রুরা—সাম্রাজ্যবাদীরা, পিকিং নেতৃবৃন্দ এবং তাদের অনুচরেরা প্রত্যাখ্যান করেছে।

আমাদের মনে হয়, শান্তি প্রতিষ্ঠায় উৎসর্গীকৃত সমর্থক কে এবং শান্তির শত্রুই বা কে এটা দেখাবার এখন সুবর্ণসুযোগ উপস্থিত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী সামরিক ঘাঁটিগুলোর মানচিত্রের ওপর চোখ বোলালেই কে শান্তি বিপন্ন করছে, সাম্রাজ্যবাদ না সমাজতন্ত্র, তা দেখবার পক্ষে যথেষ্ট হবে। ইরানে বিপ্লবের ফলে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেদেশে তার ঘাঁটিগুলো হারিয়েছে, সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে তার শক্তি যদি সুরক্ষিত করতে পারত, সেখানে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে তার চরবৃত্তির ব্যবস্থা এবং ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটি স্থাপন করতে পারত, তাতে কি শান্তির পক্ষে মঙ্গল হত? জনগণের নিকট এটি ব্যাখ্যা করা খুব শক্ত ব্যাপার বলে আমি মনে করি না।

বস্তুতপক্ষে বিপ্লবীদের আন্তর্জাতিক সংহতি কি শুধুমাত্র মৌখিক ঘোষণার মধ্যেই আবদ্ধ এবং এটা কি শুধু নৈতিক ও কূটনৈতিক সমর্থনের মধ্যেই আবদ্ধ থাকতে পারে? সংহতি সংক্রান্ত বিবৃতিসমূহ সমভাবেই যে প্রয়োজন এবং গুরুত্বপূর্ণ তা অস্বীকার করা যায় না; আমরা সেগুলোর মূল্য দিয়ে থাকি ঠিকই, তবে আমাদের মতে সর্বোপরি আন্তর্জাতিক সংহতির অর্থ হল কাজ। যার প্রধান কথা হল বাস্তব কাজ এবং এর অর্থ হল অসাধারণ পরিস্থিতির মধ্যে সামরিক বহু বৈষয়িক সাহায্য দান। অন্যথায়, আমি পুনরুক্তি করে বলছি, সাম্রাজ্যবাদ, তার বিরুদ্ধে জাগ্রত জনগণের ওপর তার ইচ্ছা চাপিয়ে দিতেই থাকত। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিসমূহকে জয়যুক্ত করতে হলে চাই দীর্ঘদিনের বিরামবিহীন সংগ্রাম এবং এ সমস্ত নীতি গ্রহণে সাম্রাজ্যবাদকে বাধ্য করতে হলে চাই শক্তির একটি ভারসাম্যের সৃষ্টি।

পরিশেষে আমি এই বিশ্বাস ব্যক্ত করতে চাই যে, দেঁতাতের আশীর্বাদ-পুষ্ট হয়ে, যার আধারসমূহের একটি জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সাফল্যগুলো দ্বারা দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছে, বিশ্বের শ্রমজীবী জনগণ সাম্রাজ্যবাদকে তার যুদ্ধের পরিকল্পনা কার্যকর করতে দেবে না। অধিকন্তু তারা পরীক্ষিত এবং একমাত্র সম্ভাব্য পথ—শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পথে ফিরে যেতে তাদের সরকারকে বাধ্য করবে।

আমি এই সুযোগে আপনাদের পত্রিকা মারফত আমাদের জনগণের বহু মিত্র, বিভিন্ন দেশের এবং মহাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিসমূহ এবং প্রগতিশীল

শক্তিসমূহ, যারা আফগান বিপ্লবের রক্ষায় এগিয়ে এসেছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমি তাঁদের এই মর্মে আশ্বাস দিতে চাই যে, আফগানরা তাদের সমগ্র ইতিহাসব্যাপী বারংবার তাদের স্বাধীনতার ওপর বিদেশী আক্রমণকে প্রতিহত করেছে, এবারও তারা সাম্রাজ্যবাদ এবং প্রতিক্রিয়ার আগ্রাসন কার্যকরভাবে প্রতিহত করবে, তাদের দেশের মুক্তি, স্বাধীনতা এবং জাতীয় অখণ্ডতাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরবে এবং তাদের বিপ্লব রক্ষায় দৃঢ়তার সঙ্গে দণ্ডায়মান হবে।

ইরানে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জোয়ার

আলি খাওয়ারি
ইরান পিপল্‌স পার্টির কেন্দ্রীয় পলিট বুরোর সদস্য

১৯৭৯-র ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের যুক্তিসঙ্গত পরিণতি হিসেবেই ইরানের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে গতিবেগ সঞ্চারিত হচ্ছে। ঐ বিপ্লবই শাহ-র স্বৈর-শাসন উৎখাত করে ও তার পর থেকে অনেক গণতান্ত্রিক এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ব্যবস্থাবলী কার্যকর করে। মুক্তি এবং স্বাধীনতা অর্জনে দৃঢ়পণ জনগণ যে স্বৈরাচারী শাসক ও তাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের সব থেকে নির্মম প্রতিরোধকে ভেঙে চুরমার করে তার লক্ষ্য হাসিল করতে পারে, ইরানের ঘটনাবলী তার সাক্ষী। ইরানের বিপ্লব দুটি মূল লক্ষ্য ধরে অগ্রসর: প্রথমটি হল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লক্ষ্য, দেশকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে সাম্রাজ্যবাদের কবলমুক্ত করা; দ্বিতীয়টি হল গণতান্ত্রিক লক্ষ্য, মেহনতী জনগণের জন্য দূর প্রসারী সামাজিক পরিবর্তনগুলি বাস্তবে রূপায়িত করা, এক কথায়, প্রধানত সমস্ত মজুরি এবং বেতনভোগী জনগণের জন্য গণতান্ত্রিক অধিকার এবং মুক্তি অর্জন করা।

শাহ-র ঘৃণিত শাসনের পতন ঘটে ১৯৭৯-র ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের অভিযানের তুঙ্গে সশস্ত্র জনগণ ও সেনাবাহিনীর একাংশের দ্বারা। এই ঐতিহাসিক ঘটনা বিপ্লবের প্রথম অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটায় যার সূচনা হয়েছিল বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদ আন্দোলন এবং বিশাল বিক্ষোভে। এগুলি দমনের জন্য পাশবিক বলপ্রয়োগ করা হয়। কিন্তু মেহনতী এবং নিপীড়িত জনগণের আন্দোলন দ্রুত শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। এরই স্মরণীয় ঘটনা হল ১৯৭৮-এর শেষ দিকে বিরাট ধর্মঘটগুলি যা সরকারকে পঙ্গু করে ফেলে এবং শাহ-র অনিবার্য পতন ত্বরান্বিত করায় বিরাট সাহায্য করে।*

---

* বিপ্লবের এই অধ্যায় সম্পর্কে বিশদ বিবরণের জন্য W M R-এর ১৯৭৯'র এপ্রিল সংখ্যায় পি পি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক নুরেদ্দিন কিয়ানুরির লেখা, "জনগণের বিপ্লবের নতুন অধ্যায়ের সূচনা দেখুন।

ফেব্রুয়ারির বিজয় ইরানের সামাজিক অগ্রগতির প্রধান বাধা—শাহ-র শাসনকে-ভাসিয়ে-নিয়ে যায়। এরই পথ ধরে এই নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত। অর্থাৎ উল্লেখিত গণতান্ত্রিক এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লক্ষ্যের জন্য সংগ্রামের অধ্যায়। তবে গত ন-মাস ধরে চলছিল দ্বৈত শাসন। বিপ্লবী সংস্থাগুলির (বিপ্লবী পরিষদ, আদালত, কমিটি, প্রহরী-সৈন্য) পাশাপাশি এই ক-মাস যাবৎ কাজ করছিল এক সরকার যার নীতি ছিল উদারপন্থী বুর্জোয়ার আপসকামী নীতি। পূর্ব কালপর্বের বৈশিষ্ট্যই এর কারণ। ঐ সময় বিপ্লবের নেতৃত্ব জনগণের বৃহৎ অংশের স্বার্থই ব্যক্ত করত এবং যে উদারপন্থী বুর্জোয়ারা স্বৈরতান্ত্রিক শাসনকেই একমাত্র অন্যায় মনে করত তারাও এর মধ্যে ছিল। শক্তিশালী গণ-আন্দোলনে ভীত-সন্ত্রস্ত উদারপন্থী বুর্জোয়ারা শাহ'র প্রশাসনের সঙ্গে আপসরফা করতে চাইলেও বাস্তব ঘটনাবলী ওদের বিপ্লবী শক্তির সঙ্গে সহযাত্রী হিসেবে যোগদানে বাধ্য করে। কিন্তু এরা কখনই বিপ্লবীদের ওপর, যারা স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে দারুণ দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই করছিলেন, আপসরফার নীতি চাপিয়ে দিতে সক্ষম হয় নি। প্রকৃতপক্ষে, বিপ্লবী নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যের এবং তাদের ইচ্ছা কার্যকর করতে প্রস্তুত এরকম ভান করতে হয়েছিল। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর সরকারী প্রশাসনের দায়িত্ব যে অস্থায়ী সরকারের ওপর দেওয়া হয় তা ছিল প্রধানত উদারপন্থী বুর্জোয়া নীতির প্রবক্তাদের দ্বারাই গঠিত। ঐ সরকারের একেবারে প্রথম দিনেই এর প্রধানমন্ত্রী মেহদী বাজারগান খোলাখুলি বললেন, একটা নতুন কিছু গড়ার আশায় প্রচলিত ব্যবস্থাটাকে যেন ধ্বংস না করা হয়। তিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করলেন, যদিও জনগণের মনে এখনও বৈপ্লবিক আবেগ খুবই প্রবল তবু তাঁর সরকার "একটা সাধারণ সরকার"। তিনি জোর দিয়ে জানালেন, "তাঁর সরকার বিপ্লবী সরকার নয়।"

আমাদের পার্টি পরবর্তীকালে ঐ অস্থায়ী সরকারের শ্রেণী চরিত্র বিশ্লেষণ করে। পি পি-আই এর কেন্দ্রীয় কমিটির এক বিবৃতিতে বলা হয়, "এই সরকার ইরানী জনগণের বিরাট বিপ্লবের প্রতি অনুরক্ত নয়। যে উদারনীতিক বুর্জোয়ারা বিপ্লবকে তাদের সংকীর্ণ শ্রেণী স্বার্থের বাইরে যেতে দিতে চায় না ঐ সরকার ছিল তাদের আপসকামী নীতির প্রতিভূ।"*

* মারদম, ৭ নভেম্বর ১৯৭৯।

বাজারগান মন্ত্রিসভা বৃহৎ বুর্জোয়া এবং ধনী জমিদারদের রক্ষায় ছিল বদ্ধপরিকর। সশস্ত্র বাহিনী এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসন যন্ত্রকে দ্রুত অবাঞ্ছিত ব্যক্তি মুক্ত করার এবং শাহ-র গোয়েন্দা পুলিশের সংগঠন সাভাক-এর রেকর্ড-পত্র প্রকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করছিল। প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং এবং তাঁর সমর্থকরা সাধারণত প্রচলিত সামাজিক সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখার আশাই পোষণ করতেন।

অস্থায়ী সরকারের দুর্বলতা, আপসকামী নীতি এবং প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে যোগসাজশ হতাশাগ্রস্ত এবং অসংগঠিত প্রতি-বিপ্লবী শক্তিকে আশান্বিত করল এবং তারা যে আঘাত পেয়েছিল তা থেকে ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিতে সুরু করল। প্রাক্তন সাভাক এজেন্টরা সক্রিয় হল এবং কিছু কিছু প্রতিবিপ্লবী সাহসের সঙ্গে ইরানে ফিরেও এল। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা বিশ্বাস করতে সুরু করল যে ইরান-বিপ্লবের বিরুদ্ধে আরও প্রকাশ্য শত্রুতা-মূলক কার্যকলাপের সময় পরিপক্ক হয়েছে। আর ঠিক ঐ সময়েই প্রাক্তন শাহ-কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমন্ত্রণ জানানো হল।

অস্থায়ী সরকারের আপসরফার নীতি ছিল দেশী ও বিদেশী প্রতি-ক্রিয়ার পছন্দসই। বিপ্লবের পক্ষে এটা ছিল এক অশুভ সঙ্কেত। পরিস্থিতি দাবি করল ঐ নীতির অবসানের জন্য জনগণের দৃঢ়চিত্ত সংগ্রাম, ইমাম*-এর নেতৃত্বে বিপ্লবী নেতৃত্ব ঐ পথটাই বেছে নিল। অস্থায়ী সরকারকে অপ-সারিত করা হল এবং খোমেইনির পরামর্শে বিপ্লবী পরিষদ ঐ সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করল। ঐ পরিষদে অস্থায়ী সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীরা প্রায় সকলেই আছেন।

উদারনীতিক বুর্জোয়াদের আপস-রফার নীতি ছিন্নভিন্ন করার পর বিপ্লবী নেতৃত্ব সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক যোগসূত্র ছিন্ন করার লক্ষ্য নিয়ে দৃঢ় এবং সুস্পষ্ট নীতি অনুসরণ করতে সুরু করে। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম এক নতুন স্তরে পৌঁছয়, পি পি, আই কেন্দ্রীয় কমিটির প্রধান সম্পাদক নুরেদ্দিন কিয়ানুরি বিগত জানুয়ারিতে হাঙ্গেরির দৈনিক পত্রিকা নেপস্‌জাবাদসাগ-এ এক সাক্ষাৎ-

* আয়াতুল্লা খোমেইনিকে বলা হয়। সম্পাদক।

কারে বলেন, "ইরান বিপ্লবের বর্তমান স্তরের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল এর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অভিযান। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক চাপের সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র হস্তক্ষেপের আশংকায়, ইরানের জনগণ প্রতিদিন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ঐক্যকে জোরদার করে তুলছেন।"*

বিপ্লবের প্রগতিধর্মী চরিত্রটা দেশী এবং বিদেশী নীতিতে পরিস্ফুট হচ্ছে। ক্ষমতাসীন শক্তি গোষ্ঠী অর্থনৈতিক এবং আর্থ সংক্রান্ত সমস্যাবলীর ফলদায়ী সমাধানের জন্য কাজ করছে। বিপ্লবী পরিষদ কৃষি মন্ত্রককে কৃষি ও কৃষক প্রশ্নের মীমাংসার এবং ভূমিহীন ও ভূমি-বঞ্চিতদের জমি ও সাজ-সরঞ্জাম দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। পি পি আই এই পরিকল্পনায় সমর্থন জানিয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, এই সব এবং অন্যান্য প্রগতিশীল পদক্ষেপ বিপ্লবের তৃতীয় অধ্যায়ে যখন আরও নিশ্চিতভাবে মেহনতী জনগণের স্বার্থে সামাজিক ব্যবস্থা পুনঃ সংগঠিত হবে, সেই স্তরে উত্তরণের পথ প্রস্তুত করছে। যে পর্যন্ত না প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেণী শক্তিগুলির মধ্যে সংগ্রামের চূড়ান্ত পরিণাম জানা যায় এবং কে জয়লাভ করবে বিপ্লবের এই বুনিয়াদী প্রশ্নটি জনগণের অনুকূলে মীমাংসিত না হয় ততদিন ঐ অধ্যায় আসবে না। তখনই জনগণ, নিজেদের সরকার প্রতিষ্ঠা করে নিশ্চিতভাবে আশা এবং আকাঙ্ক্ষা পূরণে সক্ষম হবে। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে (প্রবন্ধটি ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে লেখা) বিপ্লব এবং প্রতিবিপ্লবী শক্তির মধ্যে তিক্ত সংগ্রাম চলেছে। কে জয়লাভ করবে এই প্রশ্নটি এখনও বিপ্লবের অন্যতম প্রশ্ন হয়ে আছে।

ইরানের সামাজিক বিকাশের বর্তমান অধ্যায়ের একটি উপাদান হল যারা শাহ-র স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল তাদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান মতানৈক্য। কৃষক, শ্রমিক, অফিস কর্মচারী, দোকানদার, কুটিরশিল্পী, প্রগতিশীল ধর্মযাজক বা মোল্লা মৌলবী, বুদ্ধিজীবী, (শিক্ষক ও ছাত্র), সৈন্য বিভাগে নিম্নপদস্থ সৈন্য-সামন্ত, ও নন-কমিশনড্ অফিসাররা বিপ্লবকে আরও এগিয়ে নিতে চান। কিন্তু উদারনীতিক বুর্জোয়া ও তার রাজনৈতিক

* নেপস জাবাদসাগ, ১৯ জানুয়ারি, ১৯৮০।

সংগঠনগুলি, সংস্কারপন্থী, "বাম" সুবিধাবাদী, কিছু প্রতিবিপ্লবী গোষ্ঠী এবং ধর্মীয় মুখপাত্রের বেশধারী কিছু ব্যক্তির এটা পছন্দ নয়। এই শক্তিগুলি বিপ্লবের অগ্রগতি স্তব্ধ করে তাকে বুর্জোয়াদের শ্রেণী স্বার্থে, শোষক এবং নিপীড়কদের স্বার্থে সাধারণ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পথে চালিত করতে সচেষ্ট। তবে, জনগণ আর পুরানো ব্যবস্থায় বসবাস করতে প্রস্তুত নয়। শ্রেণী শোষণের ভিত্তিতে পুরাতন ব্যবস্থাকে নতুন করে ঘষেমেজে হাজির করাকে তারা সরাসরি নাকচ করছেন। জনসাধারণ বিপ্লবের প্রগতিধর্মী প্রকৃতিকে অভিনন্দিত করছেন এবং জনজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রগতিমূলক পরিবর্তন দাবি করছেন, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এক ইরানের এবং দেশকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের এক ক্ষমতাশালী স্তম্ভ রূপে রূপান্তরিত করার আওয়াজ তুলছেন।

বর্তমান শ্রেণীশক্তিগুলোর বিন্যাস বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব-এই ফ্রন্টের মধ্যে পরিস্ফুট। বিপ্লবের পক্ষে আছে লক্ষ লক্ষ শহুরে এবং গ্রামীণ মেহনতী জনগণ এবং বিপ্লবী পেটি-বুর্জোয়া। আমাদের পার্টি এই ফ্রন্টের সক্রিয় সদস্য। এর মধ্যেই আমরা মৈত্রীর এবং সমালোচনার নীতি অনুসরণ করছি। আমাদের আস্থা আছে যে এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলে বিপ্লবের লক্ষ্য অর্জনে অনেক ফলপ্রসূ সংগ্রাম সম্ভব। তবে আমরা মনে করি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময় ধরে ইরানকে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক পুনরুজ্জীবনের পথে চলতে হবে যা তার রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করবে এবং মেহনতী জনগণের স্বার্থে প্রগতিমূলক সংস্কারের পথ প্রস্তুত করবে। অন্যদের সঙ্গে এটাই আমাদের মতপার্থক্যের বিষয়।

ইরানীরা জানেন তাঁদের এই বীরত্বপূর্ণ লড়াই-এ তাঁরা একা নন। বিশ্বের মুক্তিকামী এবং বিপ্লবী শক্তিগুলি সংহতি এবং সর্বোপরি আমাদের জনগণের দৃঢ়তা ইরানের বিপ্লবের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের অনেক প্রয়াস স্তব্ধ করে দিয়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আমাদের হুমকি দিয়েই চলেছে। কিন্তু ইরানের জনগণের কঠোর সংকল্প এবং ১৯৭৮-এর শেষ দিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের কড়া হুমকি সাম্রাজ্যবাদীদের সংযত করেছে এবং পা বাড়ানো থেকে নিরস্ত করেছে। ১৯৭৯ সালের শেষ দিকে আবার যখন মার্কিন-ইরান সম্পর্কের অবনতি ঘটে তখনও সোভিয়েত ইউনিয়নের দৃঢ়চিত্ত ব্যবস্থার দরুন

আক্রমণ করার সাম্রাজ্যবাদী কোঁক খর্ব হয়। ১৯৮০ সালের জানুয়ারিতে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েত ইউনিয়ন ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন অবরোধের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভেটো প্রয়োগ করে। আমাদের বিপ্লবের বিরুদ্ধে বাইরের আক্রমণের হুমকিকে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ এবং প্রগতিশীল রাষ্ট্রগুলিও প্রত্যাঘাত করে। কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলি এবং শান্তির, স্বাধীনতার এবং গণতন্ত্রের অন্যান্য শক্তিগুলিও আমাদের পক্ষে।

এখনও ইরানের বিপ্লবের বিরুদ্ধে বাইরের আক্রমণের খড়্গ ঝুলছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এই বিজয়কে মেনে নিতে পারছে না। পশ্চিম জার্মানি, বৃটেন এবং জাপানও এ বিষয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকেই সমর্থন করে। তাছাড়া ইসরাইল ও ইজিপ্টের শাসকবর্গ এবং সৌদি আরব ও মরোক্কোর প্রতিক্রিয়াশীলরাও আমাদের জনগণের শত্রু।

প্রাক্তন শাহ ও তার পরিবারবর্গ, প্রাক্তন মন্ত্রীরা, জেনারেলরা এবং বৃহৎ পুঁজিপতি ও জমিদারদের একটা বড় অংশ দেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে বিদেশে বসে জঘন্য অন্তর্ঘাতী অভিযান চালাচ্ছে। এই কাজে তারা ইরানের জনগণের রক্ত ও ঘামে অর্জিত অর্থ যা বিদেশের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রেখেছিল, ব্যয় করছে।

পিকিং-এর বর্তমান নেতৃত্বও ইরান-বিপ্লবের আর এক শত্রু। পিকিং-এর কাছে অতীতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দুর্গের পরিবর্তে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের পথে চলমান ইরান পছন্দ নয়।

সব থেকে বড় বিপদ হল বিদেশী প্রতিক্রিয়ার দেশীয় প্রতিবিপ্লবীদের ক্রমবর্ধমান সমর্থন। এদের মধ্যে আছে বিদেশী পুঁজির সহযোগী বৃহৎ পুঁজিপতি এবং জমিদার, শাহ-র আমলের উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী, সাভাক গুপ্তচর, সৈন্য এবং আমলাতন্ত্রের একাংশ এবং প্রতিক্রিয়াশীল মোল্লারা। ইরানের মাওবাদী গোষ্ঠীগুলি কট্টর-বামপন্থী স্লোগানের আড়ালে বিপ্লবের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাত করছে। উদারনীতিক বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক আচরণ ক্রমেই বেশি বেশি করে বিপ্লবের প্রকাশ্য শত্রুদের কর্মতৎপরতার সঙ্গে বাস্তবভাবে যুক্ত হয়ে পড়ছে। যেহেতু শাহ-র স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটেছে, সেকারণে নতুন করে সাম্রাজ্যবাদী দাসত্বের চিন্তা তাদের আর প্রায় পীড়িত করে না। কোনো কোনো উদারনীতিক বুর্জোয়া মার্কিন-সাম্রাজ্য-

বাদের দালাল হয়ে যাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদ ইরানের বিভিন্ন অংশে প্রতি-বিপ্লবী তৎপরতাকে উস্কে দিয়ে বিপ্লবী কর্তৃপক্ষের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বকে দুর্বল করার ইচ্ছায় তার গুপ্তচর ও প্রতিবিপ্লবী গুণ্ডাদের ব্যবহার করছে। কুর্দিস্তান, ইরানীয় আজার বাইজান, তুর্কমেনীয়দের বসত অঞ্চল (উত্তর ইরান), বালুচিস্তান এবং দক্ষিণে জাতি এবং ধর্মীয় পার্থক্যকে ব্যবহার করে গোলমাল বাধাচ্ছে।

পিপল্‌স পার্টি সর্বদাই জাতি-দমনের বিরোধিতা করে এবং ঐক্যবদ্ধ ইরানের মধ্যে সংখ্যালঘু জাতির স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দাবি করে। তদনুযায়ী, এখনও আমরা এই জলন্ত সমস্যার একটা ন্যায্য মীমাংসার সন্ধানের পক্ষে এবং সেই সঠিক সমাধানের জন্য কাজ করতে চাই। এই আন্তর্জাতিক সমস্যার একটা শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য কাজ করতে, যা একদিকে জনগণের মুক্তি আন্দোলনের স্বার্থ রক্ষা করবে আর সেই সঙ্গে সংখ্যালঘুদের আত্মনিয়ন্ত্রণের বৈধ অধিকারকেও গণ্য করবে, আমাদের পার্টি সংখ্যালঘু জাতিগুলির প্রগতিশীলদের ও সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছে।

প্রতি-বিপ্লব, যা হামেশাই বিপ্লবী বুলি আওড়ায় এবং ধর্মীয় পতাকা ব্যবহার করে তারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ভাড়াটিয়ার ভূমিকাই পালন করে। প্রতিক্রিয়াশীলরা সন্ত্রাস এবং অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপের আশ্রয় নেয়, জনগণের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়, এবং সরকারী সংস্থায় তাদের চরদের ঢুকিয়ে দেয়। প্রতিবিপ্লবীরা অর্থনীতিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে এবং বিপ্লব প্রতিরোধের জন্য মেহনতী জনগণকে উত্তেজিত করে। প্রসঙ্গক্রমে শাহ-র মতো একজন অপরাধীকে যুক্তরাষ্ট্রে আমন্ত্রণের সাম্প্রতিক ঘটনাটি ইরান বিপ্লবের বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের খাড়া ঊর্ধ্বগতির লক্ষণ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতাদের লক্ষ্য হল ইরানের প্রতিক্রিয়াশীলদের উৎসাহ যোগানো যাতে তারা আরও দৃঢ়তা নিয়ে কাজ করে। এর পরই, ইরানের ওপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চাপ সব দিকেই বাড়তে থাকে। তেহরানে মার্কিন দূতাবাসে আটক মার্কিন বন্দীদের (যাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন স্বীকৃত সিয়া এজেন্ট) নিয়ে ইরানের বিরুদ্ধে বিশ্ব-জোড়া প্রচার করা হল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদে তথাকথিত ইরান প্রশ্নের আলোচনা জোর করে চাপিয়ে দিল এবং

আমাদের উপকূলবর্তী সমুদ্রে বিমানবাহী জাহাজ সমেত এক বিরাট নৌ-বাহিনী পাঠাল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ওদের ভাষায় ওদের স্বার্থ রক্ষার্থে ভারত মহাসাগর এবং পারস্য উপসাগর অঞ্চলে সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা নিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। এটাই হল প্রেসিডেন্ট কার্টারের আন্তর্জাতিক দস্যুবৃত্তির নীতির সূত্রায়ন।

ঐ হুমকি শূন্য-গর্ভ নয়। বস্তুত, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধের, যাতে পাকিস্তান ও চীন থেকে হাজার হাজার ভাড়াটে সৈন্যরা জড়িত, তার প্রধান সংগঠক হল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ।*

আমাদের যে জনগণ পঁচিশ বছর ধরে শাহ-র মার্কিন বেয়নেটের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, একনায়কতন্ত্রকে ভোঁতা করে দিয়েছেন এবং ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতার জন্য বিপুল স্বার্থত্যাগ করেছেন সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণাত্মক অভিলাষ সেই জনগণকে ভীত সন্ত্রস্ত করতে পারবে না। আমাদের বিপ্লব সফল হওয়ার পর থেকে, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক দৃশ্যপটে ইরানের সংগ্রামের বর্শাফলক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেই উঁচিয়ে আছে। ইরানের জনগণ এবং বিপ্লবের নেতা, ইমাম খোমেইনি সঙ্গতভাবেই আমাদের সমস্ত দুঃখকষ্ট এবং দুর্ভোগের জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে দায়ী করেন। ইমাম খোমেইনি ওদের বড় শয়তান বলেন ও ইরানীদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, যে-কোনোভাবে ওদের পরাস্ত কর। প্রগতিশীল এবং বিপ্লবী শক্তিগুলো আমাদের সমাজে সাম্রাজ্যবাদের অনুচর ও সহযোগীদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে এবং বিদেশী প্রতিক্রিয়া এবং দেশী প্রতি-বিপ্লবীদের নেতৃত্বের চক্রান্তগুলি পরাস্ত করার ব্যবস্থা করে।

বিপ্লবী শক্তিগুলি চারটি বুনিয়াদী নির্দেশিকা, যা ইমামের নির্দেশ হিসেবে পরিচিত, মেনে চলে। যথা:

—আমাদের বিপ্লবের প্রধান শত্রু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে পরি-চালিত বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদ;

—ইরানের বিপ্লব হল প্রাসাদবাসীদের বিরুদ্ধে বস্তিবাসী জনগণের বিপ্লব;

---

* এই সংখ্যায় বাবরাক কারমালের সাক্ষাৎকার, "আফগান জনগণ দৃঢ়তার সঙ্গে বিপ্লব রক্ষা করবে" দেখুন: সম্পাদক।

—জনগণের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা রক্ষা কর এবং সম্মান দাও ;

—প্রতিবিপ্লবী আক্রমণকে পরাস্ত করার ও এর ঘৃণ্য চক্রান্তকে বানচাল করার জন্য বিপ্লবী শক্তির যুক্ত সংগ্রাম।

ইরানের পিপল্‌স পার্টি ইমাম খোমেইনির নীতি এ কারণে সমর্থন করে যে এর নীতিগুলো আমাদের কর্মসূচী ও নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সেই সঙ্গে আমরা মনে করি আমাদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী বিপ্লবের বর্তমান অধ্যায়ের যেসব জরুরী প্রশ্নের সমাধান সঙ্গতিপূর্ণ সেই নীতিগুলো কার্যকর করা উচিত। পি পি-আই এর নীতি হল নিরবচ্ছিন্ন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার ভিত্তিতে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করা আর সেকারণে ইমাম খোমেইনির নীতি সমর্থন করে এমন সব দেশপ্রেমিক শক্তির ব্যাপক ঐক্যের জন্য ব্যাপক পপুলার ফ্রন্ট গঠন করা হল আমাদের স্লোগান।

বিপ্লবেব আরও অগ্রগতির প্রধান শর্ত যে জনগণের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা এবং অধিকারকে সুনিশ্চিত করা এবিষয়ে পার্টির কোনো সন্দেহ নেই। আগের মতো এখনও আমাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান দিয়ে আমরা বিপ্লবকে সাহায্য করছি এবং প্রগতিশীল লক্ষ্য সাধনের জন্য গঠনমূলক প্রস্তাব করছি।

বিপ্লব সুরুর পর এক বছরের কিছু বেশি সময় কেটেছে, তা সত্ত্বেও ইরানের চেহারা এমনই বদলিয়েছে যে চেনা কঠিন। ইতিহাসে জানা সব থেকে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের উৎখাত হয়েছে। পূর্বতন রাজা এখন পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছেন একটুকু আশ্রয়ের আশায়। যুগ যুগব্যাপী নিপীড়িত ইরানের জনগণ তাঁর এবং তাঁর শাসন সম্পর্কে রায় দিয়েছেন।

বিপ্লবের সাফল্যগুলি বিরাট। শাহ-র শাসনের সব থেকে কুখ্যাত সংস্থা সাভাক ভেঙে দেওয়া হয়েছে। আমাদের পার্টি সমেত রাজনৈতিক পার্টি ও সংগঠনগুলি যারা নয়া-ঔপনিবেশিক একনায়কতন্ত্র-বিরোধী সংগ্রামে প্রচণ্ড অবদান রেখেছে এখন বৈধভাবে কাজ করছে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা ঘটেছে যেমন, ইরানকে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ঘোষণার জন্য গণভোট, নতুন সংবিধানের জন্য গণভোট এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। জনসাধারণ যে ক্রমেই বেশি বেশি জাতীয় জীবনে অংশ নিচ্ছে ঐসব তার প্রকাশ। কয়েকটি সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপান্তরণ কার্যকর হয়েছে : বৃহদায়তন শিল্প, যা পূর্বে সাম্রাজ্যবাদী ও তার ইরানী মিত্ররা নিয়ন্ত্রণ করত, বেসরকারী

ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানি এবং শাহ পরিবারের সম্পত্তি রাষ্ট্রের অধীনে আনা হয়েছে।

বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদকেও শক্ত আঘাত হেনেছে। এই সেদিন পর্যন্ত ইরান বিশ্বস্ত মিত্র হিসেবে ইসরাইল ও বর্ণ-বিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে সহযোগিতা করত; ওদের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনকে বাঁচিয়ে রাখতে ইরান প্রচুর পরিমাণ তেল দিয়ে সাহায্য করত এবং আমাদের অঞ্চলে মুক্তি আন্দোলনকে দমন করত।

নতুন, বিপ্লবী ইরান বিশ্বের মুক্তিকামী শক্তিগুলির মিত্র। প্যালেস্টাইনের আরব জনগণকে ভ্রাতৃপ্রতিম সমর্থন দিতে, পি এল ও-র সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে, ক্যাম্প ডেভিডে মার্কিন ইসরাইল-ইজিপ্টের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিকে নিন্দা করতে এবং সাদাত প্রশাসনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এর নীতি হল সক্রিয় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা, বর্ণবিদ্বেষ ও ফ্যাসিস্ত বিরোধিতা। ইরান আর সেন্টোর সদস্য নয় এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে স্বাক্ষরিত ১৯৫৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাক্ষরিত সামরিক চুক্তি সমেত শৃঙ্খল-স্বরূপ অনেক চুক্তি বাতিল করেছে। আমাদের দেশ যোগদান করেছে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে।

ইরানের জনগণ মুক্তির যুদ্ধগুলিতে অনেক উল্লেখযোগ্য বিজয় অর্জন করেছে এবং প্রতিবিপ্লবী ও তার বিদেশী পৃষ্ঠপোষকদের মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত করেছে। এক আত্মঘাতী যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিবিপ্লবী প্রয়াস মোটের ওপর ব্যর্থ হয়েছে। জনগণ উদারনীতিক বুর্জোয়াদের আপসকামী নীতিকে ধিক্কার দিচ্ছে। তারা পুরাতন ব্যবস্থাকে গভীর ঘৃণা করে। তারা আগের তুলনায় অনেক ভালো করে শত্রু ও মিত্র চিনতে শিখেছে এবং তারা এখন খাস ইরানের মধ্যে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিপ্লবের প্রতি প্রকৃত অনুগত কারা তা বুঝতে শিখেছে। এসবই আমাদের আশান্বিত করেছে এবং দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের আস্থাশীল করে তুলছে। অবশ্য ইরানের জনগণ জানে বিপ্লবকে সংহত করার জন্য এখনও অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে।

লাতিন আমেরিকায় পুঁজিবাদের ঐতিহাসিক ভবিষ্যৎ

আলভারো দেলগাদো

কলম্বিয়া কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যনির্বাহী বিকল্প সদস্য

আনাতোলি শুলগোভস্কি ডি এস সি (ইতিহাস) ইউ এস এস আর

বহু বছর ধরে মার্কসবাদীরা লাতিন আমেরিকায় পুঁজিবাদের সুনির্দিষ্ট বিবর্তন সম্পর্কে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী সম্পর্কের বিকাশ হচ্ছে কিনা এটা আর কোনো আলোচ্য বিষয় নয়, বরং আরো জটিল সমস্যা নিয়ে এখন আলোচনা হচ্ছে, সর্বাগ্রে বলা যায় সাধারণভাবে পুঁজিবাদী বিকাশের স্তর এবং বিশেষভাবে একচেটিয়া স্তরে এর উপনীত হওয়ার প্রবণতা নিয়ে আলোচনা চলছে। গণতান্ত্রিক, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিপ্লব সংঘটিত হওয়া এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে তা রূপান্তরিত হওয়ার বাস্তব পূর্বশর্ত কতটা পরিপক্কতা লাভ করেছে সেটা বের করাই এখন মূল ব্যাপার।

মার্কসবাদীদের মধ্যে এই সমস্যা নিয়ে নানান রকম মত রয়েছে এবং এই মতগুলোকে দুটি মূল ভাগে ভাগ করা যায়: কেউ কেউ বলেন যে লাতিন আমেরিকার বহুকাল আগেই পুঁজিবাদের প্রাথমিক স্তর কেটে গেছে এবং পুঁজিবাদ মধ্য স্তরে প্রবেশ করেছে, অন্যরা বিশ্বাস করেন লাতিন

লাতিন অমেরিকায় উৎপাদনী শক্তিগুলো ও উৎপাদন সম্পর্কের বিকাশ ও সেখানে যে পুঁজিবাদী সমাজ রূপ পরিগ্রহ করেছে, সে সম্পর্কে আন্তর্জাতিক স্তরে মত-বিনিময়ের ভিত্তিতে প্রস্তুত আমাদের রচনাগুলো এবার শেষ হল (দ্রঃ ডব্লু এম আর, জুন, আগস্ট, নভেম্বর ও ডিসেম্বর ১৯৭৯)। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনায় যোগদানের আমন্ত্রণে যে পাঠকরা সাড়া দিয়েছেন তাঁদের প্রথম দিককার কিছু মন্তব্য আগামী কোনো একটি সংখ্যায় সম্পাদকরা প্রকাশ করতে আগ্রহী।

আমেরিকার দেশগুলো সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদী বিকাশের মধ্য স্তর বলতে যা বোঝায় সেখানে পৌঁছায় নি।

আমরা মনে করি প্রথম দৃষ্টিভঙ্গিটি লাতিন আমেরিকার বিপুল সংখ্যক দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আর দ্বিতীয়টি একেবারে পিছিয়ে-পড়া সামান্য ক-টি দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই আলোকে সমগ্র অঞ্চলকে দেখলে ভুল হবে। 'অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা' (অর্থনৈতিক নির্ভরতা', 'বিকৃত অর্থনৈতিক অগ্রগতি') ও 'পুঁজিবাদী বিকাশের স্তর-কে যান্ত্রিকভাবে এক করে ফেলা থেকেই মনে হয় এই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি হয়।

উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর তুলনায় লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর আপেক্ষিক পশ্চাৎপদতা পুঁজিবাদী সম্পর্কের নিচু স্তরের বিকাশের মাপকাঠি নয়। এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য, যখন রুশ পপুলিস্টরা জোর দিয়ে বলেছিলেন, জাতিসমূহের দারিদ্র্য পুঁজিবাদ গঠনকে বিঘ্নিত করেছে, তখন লেনিন জোর দিয়ে বলেছিলেন, 'জনগণের দারিদ্র্য-দশা' জনগোষ্ঠীর মাথা পিছু স্বল্প জাতীয় আয় পুঁজিবাদের বিকাশকে বিঘ্নিত করে না (কালেক্টেড ওয়ার্কস, খণ্ড ১, পৃঃ ১০২) তিনি দেখালেন, এক্ষেত্রে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যে সামাজিক সম্পর্ক রূপ নিচ্ছে সেটাই শর্ত হতে পারে ও হওয়া উচিত।

লেনিন বিভিন্ন মাপকাঠি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু দু টির উপর সবচেয়ে জোর দেন। তিনি লেখেন: "শ্রমশক্তির পণ্যরূপের বিকাশ কতটা হয়েছে; সেটা পুঁজিবাদ-বিকাশের মাত্রায় একটা চিহ্ন" (দ্রঃ ঐ, পৃঃ ১০২) পরবর্তীকালে, তিনি একটি ব্যাপকতর মানদণ্ড ব্যবহার করলেন: "দেশীয় বাজার প্রসারের মাত্রাটাই হচ্ছে দেশে পুঁজিবাদের বিকাশের মাত্রা" (দ্রঃ খণ্ড ৩, পৃঃ ৬৯)। এই উভয় মানদণ্ডই পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। কারণ, পুঁজিবাদী স্তরে অভ্যন্তরীণ বাজার মজুরি শ্রমের যতটা ক্ষেত্র, পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ততটা ক্ষেত্র নয়।

অবশ্য তার মানে এই নয় যে মাঝারি ধরনের পুঁজিবাদী বিকাশের স্তরে পৌঁছলে আপনাআপনি পরবর্তী ও উচ্চতর স্তরে পৌঁছানো যাবে।

এই প্রাথমিক মন্তব্যের পর আমরা বিশ্ব-পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় লাতিন আমেরিকার স্থান এবং তার ওপর বিশ্ব-বিকাশের বুনিয়াদী প্রবণতাগুলি ও সাদৃশ্যগুলির প্রভাব আলোচনা করব। কিছু কিছু ভাষ্যকার লাতিন

আমেরিকার দেশগুলোকে নির্বিচারে তথাকথিত তৃতীয় দুনিয়ার মধ্যে ফেলে দেন এবং আফ্রিকা ও এশিয়ার চলতি প্রক্রিয়াগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে তাদের অবস্থা ও সমস্যা বিবেচনা করেন। আমরা মনে করি এটা একটা ছকে-বাঁধা দৃষ্টিভঙ্গি। সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের মাত্রা অনুসারে দেশগুলোর তুলনা করলে ও তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক রূপরেখা চিহ্নিত করলে এই দৃষ্টিভঙ্গির ভুলটা ধরা পড়ে যাবে। কিন্তু প্রধান ব্যাপার হল মূল যে বিষয়টি তারা ধর্তব্যে আনে না তা হচ্ছে, এ অঞ্চলে রাজনৈতিক দিক থেকে স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির উদ্ভবের ঐতিহাসিক পরিস্থিতি ও সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য-সমূহ এবং সেই রাষ্ট্রগুলিতে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি বিকাশের ঘটনা।

লাতিন আমেরিকার মার্কসবাদীরা বহুদিন এই সমস্যাটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ১৯২০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে পেরুর কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা জোসে কার্লোস মারিয়াতেগুই পরামর্শ দিয়েছিলেন, পূর্বতন স্পেনীয় কলোনিগুলোর স্বাধীনতা লাভের পেছনে জাতীয় ও বিশ্বব্যাপী কী কী কারণ ও উপাদান আছে তা খতিয়ে দেখা দরকার এবং উদীয়মান রাষ্ট্রগুলোর ওপর পুঁজিবাদ যে প্রভাব ফেলেছিল তা-ও বিবেচনা করে দেখা দরকার।

মারিয়াতেগুই লিখলেন, "ফরাসি বিপ্লব ও উত্তর আমেরিকান সংবিধানের ধ্যান-ধারণাগুলো দক্ষিণ আমেরিকার উর্বর মাটিতে পড়ল, কারণ যতই ভ্রূণাকারেই হোক, ওখানে তখন বুর্জোয়াদের অস্তিত্ব সূচিত হয়েছে। ফলে তাদের অর্থনৈতিক চাহিদা ও স্বার্থ অনুযায়ী ইউরোপীয় বুর্জোয়াদের মনোভাব গ্রহণ করতে হতো।...বিশ্ব-ইতিহাসের নিরিখে দক্ষিণ আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ নিরূপিত হয়েছে পাশ্চাত্য বা আরো সংক্ষেপে পুঁজিবাদী সভ্যতার বিকাশের প্রয়োজন অনুযায়ী।"(১) তিনি বিশ্বাস করেন, পুঁজিবাদী কক্ষপথে লাতিন আমেরিকার অন্তর্ভুক্তি পুঁজিবাদী সম্পর্কের বিকাশ নির্ধারণ করেছিল এবং অনুরূপ প্রক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল যা সেখানে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি তৈরির পথ করে দিল। কয়েকটি দেশ (আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল)

১ জোসে কার্লোস মারিয়াতেগুই, এনসেয়স দ্য ইন্টার প্রিটেসিয়ন দ্য লা রিয়ালিদাদ পারুয়ানা, লিমা এমপ্রেসা এডিতোরা আমাউতা, ১৯৫৯, পৃঃ ১২-১৩।

পুঁজিবাদী পথে দ্রুততর গতিতে এগিয়ে গেল, তাদের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি "ক্রমে ক্রমে ইউরোপীয় অর্থনীতি ও সংস্কৃতির কাছ ও কাঠামো অর্জন করল,"(২) অন্যান্য রাষ্ট্রের বিকাশ বিলম্বিত হয়েছিল, কারণ, "সামন্তবাদের অসংখ্য জোরালো অবশেষের দ্বারা এই প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হয়।"(৩)

অর্থাৎ মারিয়াতেগুইয়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে অনেকগুলো ধারণা রয়েছে: (১) লাতিন আমেরিকার পুঁজিবাদ সর্বোপরি অভ্যন্তরীণ অবস্থাদির ফলে; (২) যথেষ্ট বড়ো আকারের সামন্তবাদী অবশেষের জন্যে তাদের নানান বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়, এবং (৩) বাইরেকার উপাদানগুলোর দৃঢ় প্রভাবের মধ্যে থেকে পুঁজিবাদকে বিকশিত হতে হয়। তাঁর লেখায় এ-কথাটা স্পষ্ট করেই বলা ছিল, নানান বাধা ও নেতিবাচক বিকৃত উপাদান থাকা সত্ত্বেও লাতিন আমেরিকায় সাবলীলভাবে পুঁজিবাদী উৎপাদনের পদ্ধতি বিকশিত হয়। ঔপনিবেশিক যুগে বেসরকারী পুঁজিবাদী সম্পত্তি ও মজুরি শ্রমের শোষণ তখনও ভ্রূণাকারে ছিল, কিন্তু স্বাধীন রাষ্ট্রের উত্থানের ফলে এগুলোই প্রধান হয়ে দাঁড়াল। পুঁজিবাদ প্রক্রিয়া গঠন ক্ষেত্র হয়ে ও অতঃপর সামাজিক রূপ হয়ে দেখা দিল।

আরেকটি বিষয়ও আছে। সমস্যার গভীরে যেতে হলে বিশ্লেষণকে কালপর্বের বৈশিষ্ট্যগুলোর সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত করতে হবে। এ হচ্ছে সেই কালপর্ব যখন বিশ্ব-পুঁজিবাদের উত্থান হচ্ছে এবং সাম্রাজ্যবাদের স্তরে প্রবেশ করছে এবং পরবর্তীকালে এক গভীর সংকটের স্তরে এসে পড়ল, যে সংকটের সর্বোপরি কারণ হল অক্টোবর বিপ্লবের বিজয়—

এই অর্থে, লাতিন আমেরিকা ও বিশ্বের অন্যান্য অংশের পরিস্থিতির তুলনামূলক ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ থেকে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত ও সাধারণীকরণের জন্যে বহু তথ্য পাওয়া যাবে। তাই, রাশিয়ার প্রথম বিপ্লব (১৯০৫-১৯০৭) ও মেক্সিকোর বিপ্লব (১৯১০-১৯১৩)-এর তুলনা বহু সাধারণ বৈশিষ্ট্য উদ্ঘাটনে সাহায্য করবে। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এই দু-টি বিপ্লব সাবেকী বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের গণ্ডি ছাড়িয়ে যায় এবং এদের কাঠামোতে সাম্রাজ্যবাদের যুগবৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত ছিল। এদের মধ্যে বিশেষভাবে

২ ঐ, পৃঃ ১৫।
৩ ঐ, পৃঃ ১৫।

উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : সামাজিক বিরোধগুলোর তীব্রতা বৃদ্ধি, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অগ্রগতি এবং জনগণের ব্যাপক অংশের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি। আমরা মনে করি ঐ দুটি বিপ্লবের ধাঁচের মধ্যে সাদৃশ্যের উৎস হচ্ছে সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের স্তর এবং উভয় দেশেই পুঁজিবাদী উৎপাদনের পদ্ধতি গড়ে ওঠার সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসমূহ।

এই বিশ্লেষণ অন্যান্য দৃষ্টান্ত দিয়েও দেখানো যায়। এর অর্থ হচ্ছে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে, বিশেষ করে ইউরোপে, পুঁজিবাদী ক্ষেত্র গঠনের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলোর তুলনা। এক্ষেত্রে আমরা মনে করি লাতিন আমেরিকার ক্ষেত্রে "বিলম্বিত" পুঁজিবাদ কথাটি সবচেয়ে ভালোভাবে প্রযুক্ত হয়, কারণ "বিলম্বিত" শব্দটি ব্যবহার করলে বোঝা যায় যে লাতিন আমেরিকার পুঁজিবাদ বিশেষ নিয়ম অনুসারে গড়ে ওঠা "বিশেষ" একটা ঘটনা নয়।

দ্বিতীয়ত, এই কথাটি বিশ্ব-পটভূমিতে সমস্যাটি বুঝতে সাহায্য করে এবং লাতিন আমেরিকা (ধরা যাক) রাশিয়া ও পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের পুঁজিবাদী বিবর্তনের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসূচক উপাদানগুলো আরও স্পষ্টতর করে তোলে। গোড়ার দিককার রচনায় লেনিন এই ধরনের পুঁজিবাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ দেন। ইতালির দক্ষিণাঞ্চল সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে লেখাতেও এন্টনিও গ্রামচি বিষয়টি আলোচনা করেন। তৃতীয়ত, এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি "সাবেকী" (ক্লাসিক্যাল) ও "বিলম্বিত" পুঁজিবাদী দেশগুলোর পার্থক্য গভীরভাবে অনুসন্ধানে, বিশেষ করে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির উদ্ভব, সেকেলে পুঁজি সঞ্চয় এবং শিল্প বিপ্লবের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলো প্রতিপন্ন করতে সাহায্য করেছিল। চতুর্থত, এই ধারণা নির্ভরতার প্রশ্নটির ক্ষেত্রে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি কি হবে তা নির্ণয় করতে সাহায্য করেছিল, কারণ "বিলম্বিত" পুঁজিবাদী দেশগুলো উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর দ্বারা পুরোপুরি বা আংশিক পদানত থেকেছে।

কোনো মার্কসবাদীই একথা অস্বীকার করেন না যে লাতিন আমেরিকার দেশগুলো সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে আছে এবং বিদেশী পুঁজির ক্ষমতা তাদের অর্থনৈতিক কাঠামো ও সমাজ জীবনের ওপর প্রচণ্ড বিকৃত প্রভাব ফেলে। যথার্থ ঘটনাটির মূল্যায়ন থেকেই পার্থক্যগুলোর সৃষ্টি হয়। নির্ভরশীলতা কি উন্নয়নের একমাত্র ভিত্তি হিসেবে গণ্য হবে বা কেউ কি

এটাকে একেবারে চরম বলে ভাবা থেকে বিরত হবে এবং বাইরের ও ভেতরকার কারণগুলো কি বিবেচনা করবে না ? আমরা মনে করি এক্ষেত্রে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা (ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের দৃষ্টিকোণ থেকে) থেকেই শুরু করা উচিত। সেটি হচ্ছে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে লাতিন আমেরিকার বিপুল সংখ্যক দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, এই ঘটনা কেবল সমগ্র লাতিন আমেরিকার পরবর্তী ঘটনা প্রবাহে প্রয়োজনীয় গভীর ছাপই ফেলে রেখে যায় নি, বিশেষভাবে এ অঞ্চলে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি গড়তেও সাহায্য করেছিল। মূল ব্যাপার হল, বিগত শতাব্দীর সামাজিক সংগ্রামে গৃহযুদ্ধ ও আন্দোলনের সমীক্ষা ও তাদের ফলাফলের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ। লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর পরনির্ভরতা বৃদ্ধির, (বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদের কালে) কারণগুলো প্রতিপন্ন করতে সাহায্য করেছে। অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিই এক একটি দেশের বশ্যতার মাত্রা ও রূপ এবং ঐ ঘটনাটির প্রতি এক একটি শ্রেণী ও সামাজিক গোষ্ঠীর মনোভাব তুলে ধরতে সাহায্য করে।

এই পরনির্ভরতার সমস্যা বিশের দশকে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয় এবং গোড়ার দিককার লাতিন আমেরিকান মার্কসবাদীদের লেখায় প্রতিফলিত হয়। তাই এ অঞ্চলের রাজনৈতিক দিক থেকে স্বাধীন দেশগুলোর অস্তিত্বের কথা মাথায় রেখে মারিয়াতেগুই সাম্রাজ্যবাদের প্রতি স্থানীয় বুর্জোয়াদের মনোভাব এভাবে ব্যাখ্যা করলেন, "যতকাল সাম্রাজ্যবাদ এই সব দেশের জাতীয় সার্বভৌমত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে বিঘ্নিত না করে এবং তাদের জাতীয় মনোভাবে "আঘাত না দেয়" যতকাল তারা সশস্ত্র হস্তক্ষেপের ও সামরিক অবরোধের রাস্তা না নেয়, ততদিন সাম্রাজ্যবাদ স্থানীয় বুর্জোয়াদের সহযোগিতা আশা করতে পারে।"(৪) তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে নির্ভরতার চরিত্রের ফলেই ইউরোপের কতকগুলো দেশ লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর মতোই। "এই দেশগুলোর, বিশেষ করে তাদের বুর্জোয়ারা, পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল হলেও, এই

৪ জোসে কারলোস মারিয়াতেগুই, **ইন্ডিওলাজিয়া ওয়াই পলিটিকা**। লিমা, এমপ্রেসা এডিটোরা আমুতা, ১৯৬৯, পৃঃ ৮৯।

অবস্থায় বুর্জোয়ারা নিজেদের ভাগ্যনিয়ন্তা বলেই মনে করে। যেমনটি হয়েছে রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, পোল্যাণ্ড এবং ইউরোপের অন্যান্য "নির্ভরশীল" দেশের ক্ষেত্রে।"(৫)

১৯২৬ সালে বিশ্বের ও আর্জেন্টিনীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা ভিটারিও কোডোভিলা লাতিন আমেরিকার বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি লিখলেন: "লাতিন আমেরিকার সমস্ত দেশের ওপরই সাম্রাজ্যবাদের উৎপীড়নের বোঝা চেপে বসলেও, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক রূপের ওপর ভর করে এই উৎপীড়নের মাত্রায় হেরফের হয়।"(৬) তিনি এই কালপর্বের লাতিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন (১) কিউবা, হাইতি, ডমিনিকান রিপাবলিক, হণ্ডুরাস, গুয়েতামালা ও অন্যান্য বহু দেশ। তিনি জোর দিয়ে বলেন, এরা সকলেই সাম্রাজ্যবাদের ওপর বেশি পরিমাণ নির্ভরশীল, ফলে অবিরত তাদের স্বাধীন অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ছে। (২) পেরু, বলিভিয়া, কলম্বিয়া ও আরো বহু দেশ অর্থনৈতিক নির্ভরতার স্তরের দিক থেকে এবং জাতীয় সার্বভৌমত্বের মাত্রার দিক থেকে মধ্যবর্তী স্তরে আছে; এবং (৩) আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল ও চিলি। কোডোভিলা লিখেছেন, সেখানে সাম্রাজ্যবাদী নীতি আরো সতর্কতার সঙ্গে ও নানারকম আবরণের আড়ালে চালিত হয়। তিনি বলেন, এই দেশগুলি কিয়দংশে ইউরোপীয় দেশগুলোর মতো এবং তিনি গুরুত্ব সহকারে দেখান এই সব দেশে বিপুলায়তন আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে ইউরোপের মতো হাজার হাজার লোক কাজ করে।(৭)

কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা জুলিও এন্টনিও মেলা পাতি-বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী এ-পি আর-এ আন্দোলনের তাত্ত্বিকদের বিরুদ্ধে বিতর্ক চালিয়েছিলেন। ১৯২০-এর দশকের গোড়ায় পেরুতে এ পি আর এ আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল এবং লাতিন আমেরিকার সামাজিক চিন্তায়

৫ ঐ পৃঃ ৮৯।
৬ ইন্টারন্যাসিওন্যাল কমিউনিস্ট, নং ১৪। ১৯২৬, পৃঃ ৪০।
৭, দ্রঃ ঐ পৃঃ ৪৭।

এই আন্দোলনের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তাঁরা খুব জোরের সঙ্গে এই মহাদেশের দেশগুলোর তথাকথিত বিশেষ চরিত্রের কথা বলতেন। তাঁরা বলতেন, এই চরিত্র এদের কার্যত ঔপনিবেশিক অবস্থা ও সাম্রাজ্যবাদের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীলজাত। মেলা এদের এই বক্তব্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেন ও তিনি কোডোভিলার ধারণাগুলো ধ্বনিত করে লিখলেন: "আমরা প্রত্যক্ষ করি, সামাজিক বিকাশের যে নিয়মগুলি অনুসারে পুঁজিবাদ সর্বহারা জন্ম দেয়, সেটি আমেরিকায় পুরোপুরি প্রমাণিত হয়েছে। এখানে একজন শ্রমিক কেবল রূপ নিচ্ছে না, ইউরোপের মত বৈরী শ্রেণীগুলো ঐতিহাসিক সংগ্রামে রত।"(৮) তিনি দেখান যে "সাম্রাজ্যবাদ কোনো না-কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ সমর্থন ছাড়া প্রভুত্ব করতে পারে না।(৯) তিনি স্থানীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের ক্রমবর্ধমান সহযোগিতা এবং লাতিন আমেরিকার পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে জোরদার করার উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদের ঝুঁকির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।(১০)

আর সবকিছু বাদ দিয়ে, পরনির্ভর পুঁজিবাদের তত্ত্বের বিচারে কী কী মানদণ্ড গ্রহণ করা হবে তা স্থির করার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়ার জন্যে আমরা এই নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্তগুলোর উদ্ধৃতি দিলাম। সম্প্রতিকালে লাতিন আমেরিকায় পরনির্ভর পুঁজিবাদের তত্ত্ব বেশ চাউর হয়েছে। কয়েকজন লেখক যথা, ব্রাজিলের সমাজতত্ত্ববিদ ফিওতোনিও ফস সান্তোস এবং হেনরিক কারডোসো প্রমুখের কৃতিত্ব উল্লেখ করতেই হয়, কারণ তাঁরাই লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে আন্তর্জাতিক কর্পোরেশনগুলোর অনুপ্রবেশের কলকাঠিটির সবচেয়ে পরিষ্কার চিত্র তুলে ধরেন এবং তাঁরা পরনির্ভরতার নতুন নতুন রূপ উদ্‌ঘাটনে অনেক কিছু করেছেন। কিন্তু তাঁদের বর্তমান বা আগেকার মতো কতকগুলি ত্রুটি উল্লেখ করতে হবে, বিশেষ করে উল্লেখ করতে হবে এই পরনির্ভরশীলতাকে চূড়ান্ত বলে মনে করার তত্ত্বটির কথা।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ডস সান্তোস সাম্রাজ্যবাদের পূর্ণ অধীনতাপাশবদ্ধ লাতিন

৮ জুলিও এন্টনিও মেলা। ডকুমেন্টস ওয়াই আর্টিকুলেসে। হাভানা। ১৯৭৫, পৃঃ ৩৮৬-৩৮৭।

৯ দ্রঃ ঐ পৃঃ ৪০৮।

১০ দ্রঃ ঐ পৃঃ ৩৮০-৩৮১।

আমেরিকায় একমাত্র সম্ভাব্য বিকল্প হিসেবে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে ফ্যাসিবাদের সংগ্রামকে সামনে এনেছেন।(১১) আমরা মনে করি এই সূত্রের একপেশে দিকটা খুবই স্পষ্ট। শাসকশ্রেণীগুলো কেবলমাত্র ফ্যাসিবাদী পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে না ও করে না। এই সূত্রে এই বিষয়টি হিসেবে থাকে না যে ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন,সামাজিক প্রগতির আন্দোলন জনগণের নানান অংশকে জড়িত করে যারা এখন সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা মানতে প্রস্তুত নয় এবং বরং একে সন্দেহের চোখে দেখে থাকে।

এক্ষেত্রে কারডোসো নতুন ধরনের নির্ভরতার রূপ উল্লেখ করতে গিয়ে দাবি করলেন, তিনি লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ তত্ত্বের "বিকাশ" ঘটিয়েছেন। সব ব্যাপার উড়িয়ে দিয়ে তিনি জোর দিয়ে বললেন, লেনিন ভাবতেও পারেন নি যে অনুন্নত দেশগুলোতে পুঁজিবাদের বিকাশ বিদেশী পুঁজির দ্বারা অগ্রসর করানো যাবে। এই উক্তিকালে তিনি লাতিন আমেরিকার দেশগুলোকে উপনিবেশ বলে চিহ্নিত করলেন এবং এই তথ্যটি অবহেলা করলেন যে লাতিন আমেরিকা রাজনৈতিক দিক থেকে সার্বভৌম, এমন কি প্রচণ্ড অর্থনৈতিক নির্ভরতা সত্ত্বেও।

ফরাসি সমাজতত্ত্ববিদ অ্যালেন টুরাইন নির্ভরতা দূর করার বা সংকোচনের এবং এই মহাদেশে বিকল্প বিপ্লবী শক্তির জয়ের সম্ভাবনা সম্পর্কে হতাশ মনোভাব পোষণ করেছেন। তিনি চিলির পপুলার ইউনিটির প্রতি সহানুভূতিশীল এবং কমিউনিস্টদের কাজ সম্পর্কে শ্রদ্ধার সঙ্গে লিখে থাকেন। গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাজগুলো মীমাংসায় কমিউনিস্টরা যে জনগণকে জড়ো করতে চায় তা-ও তিনি স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁর মতে পপুলার ইউনিটি নিছক আধুনিক পুঁজিবাদের পথ প্রশস্ত করেছিল। তিনি জোর দিয়ে বলেন, আরো ক-টি লাতিন আমেরিকার দেশও ঐ ধরনের সমাজ গঠনে নিবদ্ধ।(১২)

মুক্তিধারার মধ্যে তারতম্য ও যে পার্থক্যই থাক না কেন নির্ভরশীলতা তত্ত্বে

১১. ল্যাটিন আমেরিকা, দি স্ট্রাগল উইন ডিপেনডেন্স এ্যাণ্ড বিঅণ্ড, ১৯৭৪, ৪৮৬ পৃঃ।

১২. অ্যালেন টুরাইন, ভাই এত মন্তোতু চিলি পপুলারে, জুইলেট সেপ্টেম্বর ১৯৭৩, প্যারিস, পৃঃ ১৯৫-৯৮।

বহু প্রবক্তাই লাতিন আমেরিকাকে পুঁজিবাদের ঔপনিবেশিক চৌহদ্দি বলে উল্লেখ করেন এবং এ অঞ্চলের পুঁজিবাদের বিকাশের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য-গুলোকে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর প্রভাবের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে থাকেন। এর ফলে (প্রায়শই অজ্ঞাতসারে) কাউটস্কির 'অতি সাম্রাজ্যবাদ' এবং একচেটিয়াদের উদ্যোগে গঠিত তার 'অতি সাম্রাজ্য' তত্ত্বের অনুরণন শোনা যায়।

পরনির্ভর পুঁজিবাদের ধারণার সঠিক মূল্যায়নের জন্য একথাটা মনে রাখা দরকার যে এই তত্ত্বের কয়েকজন প্রবক্তা সুস্পষ্টভাবেই তাদের অবস্থান বদল করে সামাজিক বিকাশের সমস্যাবলী সম্পর্কে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টি-ভঙ্গির কাছাকাছি আসছেন। মেক্সিকোর একদল সমাজতত্ত্ববিদ ও অর্থনীতি-বিদ যাদের গুরুত্বপূর্ণ মুখপাত্র হচ্ছেন আলোনসো আগুইলার, তাদের দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষ বিবর্তন ঘটছে। তাঁরা মোটের ওপর এ ধারণা ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন এবং প্রায়শই তাঁদের লেখাপত্রে লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ তত্ত্বের কথা এবং রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ সংক্রান্ত তাঁর রচনার কথা উল্লেখ করে থাকেন।

নির্ভরতার নয়া-ধরন-ধারণ রূপ নেওয়ার প্রক্রিয়াটি বোঝা, সেগুলোকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে মূল্যায়ন করা এবং যে প্রক্রিয়ায় লাতিন আমেরিকার বুর্জোয়ারা 'সময়ের তাগিদে' নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে চাইছে তা যথাসময়ে বিশ্লেষণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সর্বাগ্রে, এই মহাদেশে পুঁজি-বাদের আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে বাইরেকার ও ভেতরকার উপাদানগুলোর সম্পর্ক প্রতিপন্ন করা প্রয়োজন। লাতিন আমেরিকার অর্থনীতির কয়েকটি ক্ষেত্রে 'গতিবেগ' সঞ্চারের এবং আধুনিক প্রতিষ্ঠানগুলো (যা নিশ্চিতভাবে পুঁজিবাদী কাঠামোর উন্নতিসাধন করবে) গড়ার লক্ষ্য নিয়েছে আন্তর্জাতিক কর্পোরেশনগুলো। স্বভাবতই সবচেয়ে গুরুত্ব সহকারে নজর রাখতে হবে এদের কাজকর্মের ওপর। এটাকে সাম্রাজ্যবাদের কৌশল বদল হিসেবে দেখতে হবে: বিশ্বের যে অংশে এরা ঢুকতে সক্ষম সেখানে তারা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা স্ফীতকায় করতে চায়।

একই সঙ্গে, পুঁজিবাদী আধুনিকীকরণের কারণগুলো লাতিন-আমেরিকার মধ্যেই স্থানীয় বৃহৎ বুর্জোয়াদের বৃদ্ধির প্রক্রিয়ার মধ্যেই অনুসন্ধান করতে

হবে। মনে রাখতে হবে স্থানীয় বৃহৎ বুর্জোয়ারা বেশ সচেতনভাবেই আন্তর্জাতিক কর্পোরেশনগুলোর সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন গড়ে তোলে। সাম্রাজ্যবাদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে মারিয়াতেগুইয়ের কথাগুলো স্মরণ করি। লাতিন আমেরিকায় শ্রেণীসংগ্রাম তীক্ষ্ণতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই মৈত্রীবন্ধন গড়ার কাজ লক্ষণীয়ভাবে ত্বরান্বিত হয়েছে। তবে এই প্রতিবিপ্লবী বিকল্পের ভবিষ্যৎ কী, এটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার এবং জনগণের আন্দোলনের বিস্তার রোধ করার প্রয়াস ভিন্ন কিছুই নয়। স্টোলিপিন প্রতিক্রিয়া—যার লক্ষ্য ছিল রাশিয়ায় পুঁজিবাদের পথ প্রশস্ত করা এবং তার কাঠামোকে আধুনিক করে তোলা, তার সম্পর্কে লেনিনের মূল্যায়ন একটু স্মরণ করছি। লেনিন বারংবার জোর দিয়ে বলেন, এই পরিকল্পনা যদি আংশিকও রূপায়িত হয়—আর সে সম্ভাবনা তিনি অস্বীকারও করেন নি—শ্রমিকশ্রেণী ও তাদের মিত্রদের অনেক নতুন নতুন জটিল সমস্যার মুখে পড়তে হবে। (কালেক্টেড ওয়ার্কস, খণ্ড ১৩৩ পৃঃ ১৪২, ২৪৩-৪৪; ২৭৬-৭৭; ৪২১-২২, ৪৫৫-৫৯; খণ্ড ১৫, পৃঃ ২৭০-৭১)

আমরা মনে করি, দক্ষিণপন্থী স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী যে পুঁজিবাদী বিকাশ ভালোভাবেই এগিয়ে নিতে পারে এবং রাষ্ট্রীয় একচেটে পুঁজিবাদের ব্যবস্থা তৈরি করতে পারে, তা উড়িয়ে দেওয়া ঠিক নয়। কিন্তু সম্প্রতিকালে এটা খুব পরিষ্কার হয়েছে যে এই শাসকগোষ্ঠী দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক অগ্রগতি সুনিশ্চিত করতে, উৎপাদনী শক্তিগুলোর বদ্ধতা কাটাতে এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলোকে সামাজিক-অর্থনৈতিক অচলতা থেকে মুক্তি দিতে অক্ষম। যারা ব্রাজিলের "অর্থনৈতিক চমক-এর প্রদর্শনী" দেখে আক্ষরিকভাবে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছেন, তাঁরাও পর্যন্ত কথাটি স্বীকার করতে পেরেছেন। এই 'চমক'-এর ফলেই এর প্রবক্তারা (রবার্তো দ্য ওডিভেরা কমেপোস ও মারিও হেনরিক সিমনসেন প্রমুখ) দাবি করতে পারেন, তাঁরা 'সুশৃঙ্খল আত্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা' প্রবর্তন করেছেন, যে ব্যবস্থা বর্ধিত পুনরুৎপাদন ছাড়াই 'সম্পদ ভাগে'র অনপ্রিয় নীতি বর্জন করেছে এবং সামাজিক উত্তেজনার বৃদ্ধি পরিহার করেছে। দক্ষিণপন্থী স্বৈরতন্ত্রী শাসনের দেশগুলো এগোবার পথে ক্রমবর্ধমান অসুবিধা ও সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, তাদের অর্থনীতি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে এবং সামাজিক অবস্থার অবনতি ঘটছে।

এর নানান উপাদান ও কারণ আছে। জনগণকে খুব সুদক্ষ উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য লাতিন আমেরিকার শাসক দলগুলির মধ্যে তীব্র সংগ্রাম চলছে। যেমন ধরা যাক ব্রাজিলে, প্রভাবশালী বুর্জোয়া গোষ্ঠীগুলি অধিকতর নমনীয় 'উদার' নীতির পক্ষে মত প্রকাশ করে। তারা বিশ্বাস করে কেবলমাত্র এটাই—অধিকতর উৎপীড়ন ও সন্ত্রাস নয়—জনগণের বৈপ্লবিক চেতনার অগ্রগতি রোধ করতে পারে এবং গণতন্ত্রীকরণের প্রক্রিয়াকে (যাকে তারা অনিবার্য বলে বিশ্বাস করে) ঠিক পথে চালিত করতে পারে। কোনো বিস্ময়ের ব্যাপার নয়, এই গোষ্ঠীগুলি বিভিন্ন উন্নয়ন বিকল্প আগেভাগেই পরীক্ষা করে দেখবার জন্য প্রায়শই নানা রকম সামাজিক কলা-কৌশলের আশ্রয় নিয়ে থাকে। নিকট ভবিষ্যতে, এই প্রবণতা বাড়তে বাধ্য এবং ঠিক এখনই এর ফলাফল ভাবার প্রয়োজন, বিশেষে করে, এটা দক্ষিণপন্থী স্বৈরতন্ত্রী শাসনাধীন দেশগুলোরই কেবল বৈশিষ্ট্য নয়। অন্যান্য রাষ্ট্রে (মেক্সিকো, ভেনেজুয়েলা, কোস্টারিকা ও কলম্বিয়া) বিশেষ সামাজিক কলাকৌশলের নয়া-পুঁজিবাদী কর্মসূচীগুলি আরো ব্যাপকভাবে রূপায়ণ করা হচ্ছে এবং এ ঘটনা দেখিয়ে দেয় এ মহাদেশে সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদী আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়া প্রচলিত রাজনৈতিক উপরিকাঠামো থেকে স্বাধীনভাবে চলছে। একই প্রক্রিয়াগুলো মূলগতভাবে একই ধাঁচের।

দক্ষিণপন্থী স্বৈর শাসনের ক্ষমতার পরিমাপ করবার সময় সশস্ত্র বাহিনীতে দেশপ্রেমিক এমনকি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রবণতাগুলো এবং জনসংখ্যার পাতি-বুর্জোয়া অংশ ও বুর্জোয়াদের অ-একচেটিয়া অংশের মধ্যে যে অসন্তোষ সৃষ্টি হচ্ছে তারও হিসেব করতে হবে।

সর্বপ্রকার প্রয়াস সত্ত্বেও প্রতিক্রিয়াশীলরা ও অন্যান্য মেহনতী মানুষের সংগ্রাম দমন করতে বা কমিউনিস্ট পার্টিগুলি ও অন্যান্য বিপ্লবী সংগঠনকে ধ্বংস করতে ব্যর্থ হয়েছে। আমরা মনে করি, এর থেকেই দক্ষিণপন্থী স্বৈর-শাসনের ক্রমবর্ধমান অবক্ষয় এবং আরো আগ্রাসী ফ্যাসিবাদী মনোভাবাপন্ন চক্রগুলির দৃঢ় ক্ষমতার ব্যবস্থা কায়েম করার অক্ষমতার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এটা সঙ্গতভাবেই বলা যায় লাতিন আমেরিকার ফ্যাসিবাদের না আছে ব্যাপক সামাজিক সমর্থন না আছে নিজের কোনো রাজনৈতিক দল বা কোনো সুস্পষ্ট আদর্শগত মঞ্চ।

এটি ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে, কারণ একে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। ঐ সংগ্রাম সমৃদ্ধতর সামাজিক উপাদানে পরিপূর্ণ এবং বিশেষ করে অধিকতর উন্নত দেশগুলিতে একচেটে-বিরোধী কর্মগুলোর সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত। বস্তুত, এমন কি ক্ষমতাসীন শ্রেণীগুলি যদি ওপর ওপর দক্ষিণপন্থী স্বৈর শাসনের কিছু 'শিথিলকরণ' প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন, তাদের কাঠামো মোটের ওপর অপরিবর্তিত থাকবে। ঘটনা হচ্ছে বিদেশী পুঁজি ক্রমবর্ধমান গতিতে লাতিন আমেরিকার সামাজিক অর্থনৈতিক-কাঠামোতো প্রবেশ করছে, এর অংশ হয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় বৃহৎ বুর্জোয়াদের স্বার্থসমূহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি। তাই আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ একচেটিয়াদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের। চিলির অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দেয় কেবল বিদেশী কোম্পানিগুলো জাতীয়করণ করে থেমে থাকা যায় না এবং বেশি বেশি করে বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজির অবস্থান খর্ব করে এর বাইরে অগ্রসর হতে হয়। যখন একচেটিয়াদের বিরুদ্ধে আন্দোলন বৃদ্ধি পায়, তা অনিবার্যভাবেই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামকে গভীরতর করে। এই স্তরেই সাম্রাজ্যবাদের ও তার স্থানীয় মিত্রদের প্রতিরোধ প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। যেমনটি হয়েছিল চিলিতে। তাই বিপ্লবী ও প্রতিবিপ্লবী বিকল্পের মধ্যে সংঘাত তীক্ষ্ণতর হওয়ার ফলে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কার্যগুলি হ্রাস পেতে পেতে পশ্চাদ্ভাগে চলে যায় না, বরং নতুন নতুন বৈশিষ্ট্যে, এমনকি অধিকতর গুরুত্ব লাভ করে।

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার সুস্পষ্ট ও সুচিন্তিত শর্তগুলির গুরুত্বের ওপর জোর দিতে আমরা বিস্তারিতভাবে বিষয়টি আলোচনা করেছি। লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধ অতি ব্যাপক বিরোধের প্রকাশ হিসেবে আমরা একে উল্লেখ করতে চাই নি। যাই হোক না কেন, স্থানীয় শাসক মহলগুলির বহু কাজ যথা, বিদেশী সম্পত্তি জাতীয়করণ (যেমন কলম্বিয়া ও ভেনেজুয়েলার তৈল শিল্পে) প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী নয়। তার চাইতে বড় কথা, সাধারণত বুর্জোয়ারাই সুদূরপ্রসারী সামাজিক ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন থেকে জনগণকে সরিয়ে আনার জন্য বিদেশী উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ধ্বজা তুলে 'জাতীয়

ঐক্য'-র আহ্বান জানাতে ঐ কাজগুলোকে ব্যবহার করে। অর্থাৎ, লাতিন আমেরিকার শাসক মহলগুলো, বরং তাদের জাতীয়তাবাদী মনোভাবসম্পন্ন গোষ্ঠীগুলি ও অংশগুলি, বিদেশী শোষকদের বিরুদ্ধে 'শোষিত জাতির' সংগ্রামের ধ্বনিকে কাজে লাগায় 'ধনী' জাতিগুলোর বিরুদ্ধে 'দরিদ্র' জাতিগুলোর সংগ্রামের ধ্বনিরও যে উদ্দেশ্য এটারও উদ্দেশ্য তা-ই।

আমরা মনে করি, এইসব বিষয়ের ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এ থেকে একটা সিদ্ধান্তই করা যায়, মুক্তি আন্দোলনের লক্ষ্য ও কার্যগুলিকে বিকৃত করার বুর্জোয়া ও পাতি-বুর্জোয়া প্রয়াসগুলির বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম তীব্রতর করা দরকার। এক্ষেত্রে, মার্কসবাদী সমালোচনা ও বাস্তব কাজের সার্থকতা প্রধানত নির্ভর করবে (অন্যান্য বিষয়গুলি বাদেও) পরনির্ভরতার বিষয়টির সঠিক মূল্যায়নের ওপর।

"চারটি আধুনিকীকরণের" পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক দিক

ওয়ালারী নামিওট কিভিচ
পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টির সি, সি-র মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌলিক সমস্যার ইন্‌স্টিটিউটের বিভাগীয় প্রধান

চীনে "চারটি আধুনিকীকরণের" কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে, যাতে সেই দেশে এই শতাব্দীর শেষে "আধুনিক শিল্প, আধুনিক কৃষি, আধুনিক প্রতিরক্ষা ও আধুনিক বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি গড়ে ওঠে।" বৃহত্তর অর্থনৈতিক কার্যক্রম এই কাঠামোর মধ্যে নেওয়া হয়েছে।

১৯৬৪ সালের শেষের দিকে প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই "চারটি আধুনিকীকরণের" ধারণার প্রথম সূচনা করেন। ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে ন্যাশনাল পিপল্‌স কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি এটা পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেন। ১৯৭৭ সালের আগস্ট মাসে সি. পি. সি-র ১১তম কংগ্রেসে হুয়াকুয়ো ফেঙের রিপোর্টে এটা নির্দিষ্ট রূপ ধারণ করে, এবং এর মূল বিষয়গুলো ১৯৭৯ সালে গৃহীত নতুন সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয়।

অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য কোন্ কর্মসূচী নেওয়া হবে, সেটা অবশ্যই সেই দেশের ব্যাপার, এবং আমি এখানে "চার আধুনিকীকরণ" কর্মসূচীর পররাষ্ট্রনীতির দিকটাই আলোচনা করব, কারণ এটা পোল্যাণ্ড সহ বিশ্বের সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক গোষ্ঠীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

বিশ বছর বাদে গতবছরই প্রথম পিকিং-এ সরকারি ভাবে স্বীকার করা হয় যে, দেশের অভ্যন্তরীণ বিকাশের ক্ষেত্রে সি. পি, সি-র অষ্টম কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল, এবং ১৯৫৮ পর্যন্ত সময়ের সেই বিকাশের প্রতি একটি ইতিবাচক মূল্যায়ন করা হয়। আমাদের স্মরণ থাকতে পারে যে অষ্টম কংগ্রেসে জোরের সাথে বলা হয়েছিল যে, সেই সময়ে চীন তার যুদ্ধ বিধ্বস্ত অর্থনীতিকেই সাফল্যের সাথে পুনর্গঠিত করে নি, উপরন্তু একদা আধা-ঔপনিবেশিক দেশে যুদ্ধবিমান, মোটরগাড়ি, ট্র্যাকটর, রেডিও, জাহাজ সহ নতুন

নতুন শিল্প গড়ে তুলছিল। ধাতব ও শক্তিশিল্পে ভালো ফল পাওয়া গিয়েছিল। সেই সময়ের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ইতিবাচক চরিত্রায়ন করাটা চীনা নেতৃত্বের পক্ষে নিঃসন্দেহে সত্যের নিকট আসা।

যাইহোক, এবিষয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হোলো সি পি সি-র অষ্টম কংগ্রেসের লাইনের সরকারি স্বীকৃতিতে পিকিং কর্তৃপক্ষ তার মূল বৈদেশিক নীতির ব্যাপারে একেবারে নীরব। সুতরাং চীনের অভ্যন্তরীণ বিকাশের ক্ষেত্রে অষ্টম কংগ্রেসের নির্দেশিত পথ সঠিক বলে স্বীকার করলেও সেই একই কংগ্রেসের বৈদেশিক নীতি ধিক্কৃত হয়েছে এবং ভুল ও গ্রহণযোগ্য নয় বলে বিবেচিত হয়েছে।

কিন্তু এই সংঘাত কি সঠিক? প্রত্যেকেই জানে যে, ১৯৫০-এর দশকে চীনের অর্থনৈতিক অগ্রগতির অন্যতম উপাদান হোলো সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জনগণতন্ত্রের দেশগুলোর সাথে তার ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সম্পর্ক। সেই সময়ের শেষে সোভিয়েত ইউনিয়নের কারিগরী সাহায্য চীনে নির্মিত শিল্পগুলোতে ৩০% কাঁচা লোহা, ৪০% ইস্পাত, ৫০% রোল্ড স্টক, ৮০% লরী, ৯০% ট্র্যাক্টর ২৫% বিদ্যুৎ শক্তি, ৪০% ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং এর উৎপাদন হোতো।* এই তালিকা আরও দীর্ঘ করা যায় এবং এগুলো থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, ১৯৫০-এর দশকে চীনের অর্থনীতির সাফল্য তার বৈদেশিক নীতির সঙ্গে যুক্ত, যার অর্থ বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সাথে বন্ধুত্ব ও সর্বপ্রকার ঘনিষ্ঠতা। অষ্টম কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে প্রতিফলিত অভ্যন্তরীণ সামাজিক-আর্থনীতিক বিকাশের রূপরেখা তার আন্তর্জাতিক নীতির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত।

আসলে এটাই হয়ে থাকে। লেনিনের সুপরিচিত বক্তব্য হোলো, "বৈদেশিক নীতি ও অভ্যন্তরীণ নীতিকে পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো মৌলিকভাবে ভুল, অ-মার্কসীয় ও অবৈজ্ঞানিক" (কালেক্টেড ওয়ার্কাস, খণ্ড-২৩ পৃষ্ঠা ৪৩)। পিকিং নেতৃত্বের লাইনের পরিবর্তন অভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক কোনো একটা ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে নি।

* উদাহরণস্বরূপ, সি. পি. সি-র অষ্টম কংগ্রেসের বিবরণ দেখুন, পিকিং, ১৯৫৬, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৮৭।

১৯৫৮ সালে চীনে "মহা উল্লম্ফন" ও "সাংস্কৃতিক বিপ্লবের" কর্মসূচী নেওয়া হয়। এর ফলে বৈদেশিক নীতিতেও পরিবর্তন আনা হয়। "নিজের শক্তির ওপর নির্ভরতার" শ্লোগান দেওয়া হয়, "বিদেশী অভিজ্ঞতার প্রতি অন্ধ বিশ্বাসের" বিরুদ্ধে প্রচার তুঙ্গে তোলা হয়। বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে এই আহ্বান ছিল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সাথে সহযোগিতার পূর্বোক্ত লাইনের সঙ্গে পিকিং নেতৃত্বের ছেদ।

"মহা উল্লম্ফন" ও "সাংস্কৃতিক বিপ্লবের" সময়ে উদ্ভূত বৈদেশিক নীতি হোলো পিকিং-এর জাতীয়তাবাদী আত্মবিচ্ছিন্নতা ও মহাশক্তি দম্ভ। "উত্তরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম" হলো মাওবাদী নেতৃত্বের প্রধান বিষয় এবং সোভিয়েত-বিরোধিতা চীনের পররাষ্ট্রনীতির মূল উপাদান।

"চার আধুনিকীকরণ" কর্মসূচীর বাস্তব রূপায়ণের জন্য পিকিং নেতৃত্বকে বিদেশী সাহায্যের দিকে ঝুঁকতে হোলো। মাওয়ের জীবৎকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাথে চীনের যোগাযোগ সেই সব দেশের কাছ থেকে সাহায্যের আবেদনের পথ প্রস্তুত করে দিল। সেই কারণে, "চার আধুনিকীকরণে"র আলোচনায় প্রত্যেককেই সেই কর্মসূচীর সাথে যুক্ত বৈদেশিক নীতির উপাদানটা বিচারে আনতে হবে, যা হোলো আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পুঁজির সাথে চীনের মৈত্রীর একটা গুণগতভাবে নতুন পদক্ষেপ।

পুঁজিবাদী দেশগুলোর সাথে চীনের অর্থনৈতিক যোগাযোগের প্রসারের ঝোঁককে সেই সব দেশের মধ্যে সুস্থ সম্পর্কের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ স্বাভাবিক বিকাশ হিসেবে দেখতে হবে। সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর দেশগুলো জিনিস-পত্র, কারিগরীবিদ্যা ইত্যাদির আন্তর্জাতিক বিনিময়ের পক্ষে। এবিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতা হোলো পুঁজিবাদী দুনিয়ার সাথে পারস্পরিক সুবিধার ভিত্তিতে বাণিজ্যচুক্তি করা। এব্যাপারে দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা দরকার। প্রথমত, সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর দেশগুলোর আন্তর্জাতিক অর্থ-নৈতিক সম্পর্কের বৈচিত্র্যের মধ্যে, তাদের নিজেদের মধ্যেকার সহযোগিতাটা মূল। দ্বিতীয়ত, সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর দেশগুলোর ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী দুনিয়ার সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক প্রসার হোলো আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির

অগ্রগতির একটা হাতিয়ার। সেখানে অন্যের স্বার্থে হস্তক্ষেপ করার বিন্দুমাত্র প্রচেষ্টা নেই।

১৯৭০-এর দশকে, উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন ও প্রসারের জন্য পিকিং দারুণ চেষ্টা করে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির স্বাভাবিকীকরণের ক্ষেত্রে এটা আর একবার সাহায্য করতে পারত। সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর দেশগুলোর অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, বিশ্বশান্তি শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী দেশগুলোর সাথে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনায় ও শীর্ষ বৈঠক সহ সমস্ত যোগাযোগের ফলে কিছু সম্ভাবনা দেখা যায়।

কিন্তু পিকিং নেতৃত্বের বক্তব্যের ধরনটা কি? তাদের বৈদেশিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের নতুন পরিবেশ কি স্থায়ী বিশ্বশান্তি এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সহযোগিতার ভিত্তিতে আন্তঃ রাষ্ট্র সম্পর্কে নতুন বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলাকে সাহায্য করে? তথ্যগুলো বিচার করে দেখা যাক।

অল্প সময়ের মধ্যে চীনের অর্থনীতির "আধুনিকীকরণের" জন্য অংশ-গ্রহণকারীদের পাওয়া গেল। ইস্পাত শিল্প, পেট্রোকেমিক্যাল, যানবাহন, পরমাণুশক্তি, ইলেকট্রনিক, কয়লা ও তেল নিষ্কাশনের জন্য বৃহৎ প্রকল্পের ভার দেওয়া হোলো মার্কিন, জাপানি, পশ্চিম জার্মানি, ফরাসি, ব্রিটিশ ও ইতালীয় ফার্মকে। একটি ফরাসি পত্রিকা অনুযায়ী, পশ্চিমী বাণিজ্য একে "মিথ্যা চুক্তি" হিসেবে দেখল, এতে আরও বলা হয় যে, "পুঁজিবাদী-পশ্চিমের প্রতি চীনের ঝুঁকে পড়াটা এত তীব্র যে, অর্থনৈতিক মন্দায়-ভোগা শিল্পোন্নত দেশগুলোতেও এক বিরাট আশার আলো দেখা গেল।*

চীনের প্রতি তার পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গি আমেরিকা পরিবর্তন করল, তার সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক পুনর্গঠনের জন্য সক্রিয়ভাবে প্রচেষ্টা চালাল এবং ১৯৮০ সালের শুরুতে তার সাথে সবচেয়ে প্রিয় দেশের মতো ব্যবহার শুরু করল। পুঁজিবাদী দুনিয়ার সরকার ও ব্যাঙ্কগুলো ঋণের জন্য চীনের অনুরোধে সাড়া দিল। ঋণের প্রাচুর্য দেখা দিল। চীনারা ছাড়া আর কেউই মোট অঙ্ক জানে না, এবং তারা এবিষয়ে বিশেষ কিছুই বলছে না, তবে বিশ্বের সংবাদপত্রগুলোর হিসাব অনুযায়ী এটা ৫০ বিলিয়ন ডলার।

* লা মণ্ডে, ১৮ই অক্টোবর, ১৯৭৯।

এই তথ্যগুলোকে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার বিকাশে ভালো ঝোঁকের প্রমাণ হিসাবে এবং চীন ও তার পুঁজিবাদী অংশীদাররা "চার আধুনিকীকরণ" কর্মসূচীর রূপায়ণে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রসারে যে রাজী হয়েছে, তার স্বীকৃতি হিসাবে গণ্য করা যায়। পুঁজিবাদী দেশগুলোতে এই কর্মসূচীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি উপরোক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধী। পিকিং-এর "চার আধুনিকীকরণ" কর্মসূচীর বাস্তব চরিত্র সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের সংবাদপত্র ও আধা-সরকারি প্রকাশনায় দারুণ সন্দেহপ্রবণ বিবৃতি বের হচ্ছে।

একজন উল্লেখযোগ্য চীন-পর্যবেক্ষক মার্কিনী ডক বার্নেট একটি মার্কিন সাময়িকপত্রের সাথে সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "চীনারা তাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে না, কারণ তারা বড্ড বেশি করার চেষ্টা করছে, এবং এত দ্রুত যাবার চেষ্টা করে তারা সমস্যা সৃষ্টি করবে।* কংগ্রেসের বিশেষজ্ঞদের এক গোষ্ঠীও একই সিদ্ধান্তে এসেছেন।**

চীনেও "আধুনিকীকরণ" পরিকল্পনার পর্যালোচনা শুরু হয়েছে। পত্রিকায় "দ্রুততা" ও "অন্ধভাবে এগিয়ে যাওয়ার" সমালোচনা করা হয়েছে এবং যে পদ্ধতিতে পরিকল্পনার লক্ষ্য "অসুস্থ মস্তিষ্কে অপরিপক্কভাবে এসেছে" তাকেও আক্রমণ করা হয়েছে। ভারীশিল্পের বিকাশে, ১০ বছরের পরিকল্পনাকে বাস্তবে ৩ বছরে করা হচ্ছে। বিদেশী কোম্পানিগুলোর সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দিচ্ছে; কিছু কোম্পানির সাথে চুক্তি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, অন্যেরা চুক্তির রূপায়ণে বিলম্ব করছে। ৩ বিলিয়ন ডলারের পরিমাণের অনেকগুলো চুক্তি কার্যকরই হয় নি।

এ সমস্ত কি একচেটিয়া পুঁজির উৎসাহ খর্ব করে দিয়েছে এবং চীনের অর্থনীতিতে পুঁজি বিনিয়োগে উৎসাহিত করছে? মোটেই না। আমি মনে করি এর পেছনে দুটো কারণ আছে।

প্রথমত, সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে। নীতিগতভাবে, চীনে

---

* ইউ এস নিউজ অ্যাণ্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট, ২২শে জানুয়ারি, ১৯৭৯।

** মাও-উত্তর চীনা অর্থনীতি দেখুন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের যৌথ অর্থনৈতিক কমিটির নিকট প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট, খণ্ড ১, ওয়াশিংটন, ১৯৭৮।

বিদেশী বিনিয়োগের দরজা খোলা আছে। এছাড়া, ১৯৭৯ সালের গ্রীষ্মে চীনের সঙ্গে বিদেশী সহযোগিতায় মিশ্র কোম্পানি খোলার নতুন আইন পিকিং-এ ঘোষিত হয়েছে। বিদেশী পুঁজির অংশের ন্যূনতম (২৫%) মাত্রা ঠিক হয়েছে কিন্তু ঊর্ধ্বতম কত, তা ঠিক হয় নি। আইনে বিনিয়োগের নিরাপত্তা ও মুনাফা স্বদেশে পাঠানোর গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে। এটা সেই সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে, যা একচেটিয়া পুঁজির প্রত্যেকটি জাতীয়গোষ্ঠী প্রাথমিক স্তরে ব্যবহার করার প্রয়োজন অনুভব করছে, শুধুমাত্র দরজায় একটি পা রাখার—এমন একটি দেশে—যেখানে অভূতপূর্ব বড় বাজার পাওয়া যাবে ও অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের দূরে রাখা যাবে। এই কারণেই ঝুঁকি নেওয়ার ও ঋণের ক্ষেত্রে বিরল ঔদার্যের উৎসাহ।

দ্বিতীয়ত, অবাস্তব চীনা প্রকল্পে বিশ্বের বাণিজ্যিক গোষ্ঠীর তরফ থেকে বিনিয়োগের প্রচেষ্টা আপাতত পরস্পরবিরোধী হলেও আসলে তা হোলো স্বাভাবিকীকরণ পুঁজিবাদী জগৎ "চার আধুনিকীকরণের" সামাজিক-আর্থনীতিক বিষয়টা বিবেচনা করে। টাইম পত্রিকার একটি সম্পাদকীয়তে একটি দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে, "তেঙ এবং তাঁর সমর্থকেরা সেই পথ ধরেই চলেছেন, যাকে একদা পুঁজিবাদী পথ বলা হোতো। "বাইরের সম্পদ থেকে স্বাধীনভাবে এবং জাতীয় আত্ম-নির্ভরতার একদা পবিত্র মাওবাদী নীতি পরিত্যক্ত হয়েছে। অ-কমিউনিস্ট পরিধিতে চীনকে নিয়ে যেতে তেঙ শুরু করেছেন। যদি বর্তমান ঝোঁক একদশক ধরে চলতে থাকে, তবে ঐ পরিধি থেকে চীনের মুক্ত হওয়া কঠিন হবে এমনকি যদি দেশের অভ্যন্তরে আধুনিকীকরণ ব্যর্থও হয়"।* সেখানেই তোমাদের বড় আশা। সেটাই সত্যিকারের আশা বলে যে কেউ ধরতে পারে। এই আশাকে নস্যাৎ করার মতো কোনো তথ্য কি পিকিং নেতৃত্ব দিতে পারবে?

গত বছর শরৎকালে চীন সরকারের প্রধান সে দেশের দীর্ঘ ইতিহাসে এই প্রথম পশ্চিম ইউরোপে সরকারি সফরে যান, এবং পুঁজিবাদী দুনিয়ার দুর্গের সাথে পিকিং নেতৃত্বের যোগাযোগের গুণগতভাবে নতুন স্তরকে আর কোনো ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। হুয়াকুয়ো ফেঙ ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, ব্রিটেন ও ইতালি যান। সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই ধরনের সফর সরকারের

* টাইম, ১লা জানুয়ারি, ১৯৭৯।

প্রধান বা রাষ্ট্র প্রধানের সফরের বিনিময় সফর হিসেবে ধরা যায়, এবং হুয়ার সফরকেও বিশ্ব-রাজনীতির পক্ষে ইতিবাচক দিক বলে ধরা যেত। কিন্তু জন-সাধারণের পাওয়া তথ্য থেকে বলা যায় যে, হুয়ার সফরের মূল উদ্দেশ্য হোলো, একদিকে ন্যাটো ও পশ্চিম ইউরোপীয় বুর্জোয়াদের দক্ষিণপন্থী পার্টিগুলোর স্বার্থের সাথে ও অন্যদিকে নেতৃত্বকামী পিকিং নেতৃত্বের স্বার্থের সাথে খাপ-খাইয়ে নেওয়া। ব্রিটেনের রক্ষণশীল ও এফ আর জি র ফ্রান্জ যোসেফ স্ট্রসের নেতৃত্বাধীন দক্ষিণপন্থী বিরোধীদের সাথে তাঁদের এক হওয়ার এটাই কারণ।

হুয়ার কথাবার্তার মধ্যে একটা মূল বিষয় হোলো "চার আধুনিকীকরণ"। তাঁর সফরের শেষে তাঁর সরকারি মুখপাত্র বলেন যে, প্যারিস ও বন্, লণ্ডন ও রোমে চীনের কর্মসূচীর সমর্থন মিলেছে। হুয়া এমন অনেক প্রকল্প নিয়েছেন, যা পূর্বে চীনের পুঁজিপতি অংশীদারেরা স্থির করেছিলেন, কিন্তু পিকিং-এর নিজস্ব পরিকল্পনায় যা বন্ধ ছিল। আর একবার পত্রিকায় চীনের সাথে চুক্তিকে "মিথ্যা" বলে বর্ণনা করল। ইতালীয় সাপ্তাহিকে ফিনকানটিয়েরি ও অটো মেলারা কোম্পানির সাথে চীনের চুক্তিকে "চটকদারি প্রস্তাব" বলা হোলো *

চীনের নতুন চুক্তিটা কি, যা পশ্চিম ইউরোপীয় ব্যবসাদারদের মাথা ঘুরিয়ে দিল? উপরোক্ত ইতালীয় কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে চীন সর্বাধুনিক যুদ্ধজাহাজ ও যুদ্ধাস্ত্র কেনার কথাবার্তা চালাল। ব্রিটেনে, হ্যারিয়ার জাম্প জেট পিকিং-এ সরবরাহ করার পুরানো প্রকল্প ছাড়াও চীনা প্রতিনিধি নানা ধরনের আধুনিক অস্ত্রপাতি নেওয়ার বিশেষ আগ্রহ দেখাল। এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে. পিকিং-এর পরিকল্পনার প্রতি পশ্চিম ইউরোপের সমর্থন, আসলে "চার আধুনিকীকরণের" একটি অর্থাৎ চীনা বাহিনীকে প্রযুক্তিগতভাবে পুনর্গঠিত করার ব্যাপার।

"চার আধুনিকীকরণের" প্রত্যেকটির জন্য পিকিং যেভাবে সম্পদ ও মনোযোগ নিবদ্ধ করেছে, এটা তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। ন্যাশনাল পিপল্‌স কংগ্রেসের গত বছরের অধিবেশনে চীনা অর্থমন্ত্রীর রিপোর্ট দেখা যাক। এতে ১৯৭৯ সালের বাজেটে আয়-ব্যয়ে কোনো পরিবর্তন হয় নি। কিন্তু সামরিক

* ল্যা মণ্ডে, ১৬ই নভেম্বর, ১৯৭৯।

ব্যয় ১৬·৮ বিলিয়ন য়ুয়ান থেকে ২০·২৩ বিলিয়ন হয়েছে, ২০% বৃদ্ধি। যেখানে "চার আধুনিকীকরণ" কর্মসূচীর মূল লক্ষ্যের থেকে ছাঁটকাট করা হচ্ছে, সেখানে সামরিক বাহিনীর পুনর্গঠনে কোনো সমালোচনা বা "অবাস্তবভাবে এগিয়ে যাওয়ার" কথা বলা হচ্ছে না। চীনের পুঁজিপতি অংশীদারদের লাভজনক চুক্তির রূপায়ণ বন্ধ করতে হলেও অস্ত্র সরবরাহকারীদের সেই অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে না। এইভাবে, বাস্তব-ক্ষেত্রে "চার আধুনিকীকরণ" কর্মসূচীর সাথে পিকিং-এর শাসকগোষ্ঠীর সামরিক অভিলাষ ওতঃপ্রোতভাবে যুক্ত।

আমাকে কেউ যেন ভুল না বোঝেন। চীনের জনগণের উন্নতি সাধনকারী জাতীয় অর্থনীতি, তার সংগঠন ও উৎপাদন সম্ভাবনাকে আধুনিকীকরণ করার ব্যাপারে একটুও সমালোচনা করব না। "চার আধুনিকীকরণ" পরিকল্পনার সাথে যুক্ত হয়ে চীনের অর্থনীতির বিকাশে ইতিবাচক অবদান সম্পর্কে আমরা পর্যালোচনা করি নি। কিন্তু "চার আধুনিকীকরণ"ও বর্তমান পারমাণবিক অস্ত্রের আধুনিকীকরণের যোগাযোগটা দেখা সম্ভব এবং প্রয়োজন।

কিন্তু এটাই সব নয়। সাম্প্রতিককালে পশ্চিমী দেশগুলোতে মাও-এর মৃত্যুর পর পিকিং-এর যুদ্ধ লিপ্সা "কমে যাওয়ার" কথা বলাটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বশান্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে চীনা পর্যালোচনার সরকারি পরিবর্তন ও বিশ্ব-যুদ্ধের অনিবার্যতা সম্পর্কে মাওবাদী তত্ত্বের পরিবর্তনের উল্লেখ করা হয়। "চার আধুনিকীকরণ" কর্মসূচীরও উল্লেখ করা হয় যার রূপায়ণের জন্য শান্তিপূর্ণ অবস্থার দরকার। এই যুক্তি কতটা সমর্থনযোগ্য?

প্রথমত, পিকিং নেতৃত্বের নিজস্ব বৈদেশিক নীতির মধ্যেই এটা খণ্ডিত হয়। ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে আক্রমণে এটা দেখা যায়। সমাজতান্ত্রিক ভিয়েতনামকে "একটি শিক্ষা" দেওয়ার অবিরাম ধ্যাতানি, লাওসের বিরুদ্ধে প্ররোচনা, কাম্পুচিয়ায় পলপতকে সমর্থন, এসমস্তই যুদ্ধ বন্ধের প্রয়োজনীয়তার সাক্ষ্য বহন করে না। ১৯৮০ সালের শুরুতে পিকিং-এ মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিবের সাথে আলোচনার ফলাফলে দেখা যায় যে, চীনের নেতারা শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর সাথে তালে তাল মিলিয়েই চলে না (সরকারি বিবৃতিতে যা বলা হয়েছে) উপরন্তু সবচেয়ে বেশি যুদ্ধলিপ্সা প্রকাশ পায়। বিশ্ব-

শান্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ওয়াশিংটনের জানুয়ারির কাজকর্মকে তারাই সমর্থন করেছে।

এইভাবে পিকিং-এর বৈদেশিক নীতি ও বৈদেশিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক "চার আধুনিকীকরণ" কর্মসূচীর সাথে যুক্ত হওয়ার ফলে তা সোভিয়েত-বিরোধী সমরবাদ, সমাজতান্ত্রিক দেশ ও জাতীয় মুক্তির শক্তির বিরুদ্ধে বর্তমান সংঘাত, দাঁতাতকে খর্ব করা ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে খর্ব করার হাতিয়ার হয়েছে।

যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কে পিকিং-এর মৌখিক প্রচার সমাজজীবন থেকে যুদ্ধকে বন্ধ করার লক্ষ্যে মোটেই চালিত নয়। বরঞ্চ সে যুদ্ধের অনিবার্যতা সম্পর্কে একই মাওবাদী প্রচার চালাচ্ছে। পিকিং-এর নতুন প্রচার ও "চার আধুনিকীকরণের" প্রত্যক্ষ যোগাযোগ এতে প্রকাশ পায়। স্বাভাবিকভাবে, এটা রূপায়িত হতে সময় লাগবে। যতদিন চীন তার সামরিক বাহিনীকে আধুনিক না করছে, যতদিন সে তার অর্থনীতি, শিল্প ও কারিগরী ব্যবস্থাকে সফলকাম হওয়ার অবস্থায় না তুলছে, ততদিন অপেক্ষা করা দরকার। সমাজতান্ত্রিক ভিয়েতনামে চীনের আগ্রাসন থেকে বোঝা যায় যে, চীনা বাহিনী এখনও প্রস্তুত নয়।

এটাই হোলো পিকিং-এর যুদ্ধলিপ্সা "কমে' যাওয়ার মতাদর্শ এবং সেই কারণে "চার আধুনিকীকরণ" শান্তিপূর্ণ বিশ্ব-ব্যবস্থা গড়ার বদলে যুদ্ধের প্রস্তুতি।

চীনের বর্তমান নেতৃত্বের এই লাইনের বিপদ পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে বুঝতে হবে। পোলিশ জনগণের পক্ষে এফ আর জি-র প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের সাথে পিকিং নেতাদের জোট একটি বিপদস্বরূপ, কারণ তারা এটাকে ব্যবহার করে মধ্য ইউরোপে তাদের পরিকল্পনা সাজাবে।

এই রাজনৈতিক বাস্তবতায় চীনের "চার আধুনিকীকরণ" সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে।

Vol. 8, No. 4 SANTI SWADHINATA Regd.
April, 1980 SAMAJTANTRA WB/EC

শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র পত্রিকার

নিয়মাবলী

MENDED-2008

11 JUN 19

গ্রাহক সংক্রান্ত

প্রতি সংখ্যা এক টাকা।
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : দশ টাকা।
বছরের যে-কোনো সময় থেকে গ্রাহক হওয়া য
ডাক খরচ আমাদের।

এজেন্সি সংক্রান্ত

৫ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া সম্ভব নয়।
কমিশনের হার শতকরা ২৫ টাকা।
পত্রিকা ভি. পি-তে পাঠানো হয়।
ডাক খরচ আমাদের।

যোগাযোগ
শান্তি স্বাধীনতা সমা
৪/৩এ, ওরিয়ে
কলকাত
ফোন : 84